ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-101 ■ 16 January, 2025 ■ আগরতলা ১৬ জানুয়ারি, ২০২৫ ইং ■ ২ মাঘ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বাংলাদেশে উঁচু বাঁধ নির্মাণ শুরু করায়

ভারি বৃষ্টি হলে কৈলাসহরে ভয়াবহ বন্যার আশঙ্কা, বিধানসভায় উদ্বেগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। মনু নদীর পাড়ে বাংলাদেশ উঁচু বাঁধ নির্মাণ করছে। তাতে, কৈলাসহর বন্যার কবলে পড়বে। কারণ, ভারতের অংশের বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়াই জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। ভারি বৃষ্টিপাত হলে কৈলাসহরে ভয়াবহ পরিণতির আশঙ্কায় আজ বিধানসভায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। এদিন বিধানসভা অধিবেশনের শূন্যকালে কংগ্রেস বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা এই বিষয়টি উত্থাপন করেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়েছেন। মন্ত্রী সুধাংশু দাসও এদিন কংগ্রেস বিধায়কের উত্থাপিত বিষয়ে সহমত পোষণ করেছেন এবং মুখ্যমন্ত্রীকে পদক্ষেপের আহবান জানিয়েছেন।

এদিন কংগ্রেস বিধায়ক বিধানসভায় বলেন, কৈলাসহরে মনু নদীর দুই পাড়ে দুইটি বাঁধ রয়েছে। ভারতের অংশের বাঁধ ৪০ বছর আগে নির্মিত হয়েছিল। বর্তমানে ওই বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। অন্যদিকে, প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই তাঁদের অংশে উঁচু বাঁধ নির্মাণ শুরু করেছে। তাতে, ভারি বৃষ্টিপাত হলে কৈলাসহরের ভয়াবহ পরিণতির আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি।

বীরজিৎ বাবু বলেন, কংগ্রেস জমানায় রাঙ্গাউটি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে কৈলাসহর শহর পর্যন্ত ৭ কিলোমিটার জমি বাঁধের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত বাঁধের অবকাঠামো উন্নয়নে কার্যকরি পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তাই, তিনি বাঁধের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন। এদিকে, ফটিকরায় কেন্দ্রের বিধায়ক তথা মন্ত্রী সুধাংশু দাসও এদিন বিধানসভায় কংগ্রেস বিধায়ক বীরজিৎ সিনহার উত্থাপিত সমস্যা সম্পর্কে সহমত পোষণ করেছেন। তিনি বলেন, ঊনকোটি জেলার প্রতিনিধি হিসেবে ওই সমস্যাটি সমাধানে দ্রুত বিবেচনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি। তিনিও বাংলাদেশে উঁচু বাঁধের কারণে কৈলাসহরে ভয়াবহ বন্যা হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

সাথে তিনি যোগ করেন, ইন্দো-বাংলা উন্মুক্ত সীমান্ত আরেকটি গম্ভীর সমস্যা। ওই অংশ দিয়ে গবাদি পশু পাচার, চোরাচালান এবং অন্যান্য অবৈধ কার্যকলাপের জন্য বাংলাদেশী নাগরিকদের ভারতীয় ভূখন্ডে অনুপ্রবেশ সম্ভব হচ্ছে। তাই, আমি মুখ্যমন্ত্রীকে এই বিষয়ে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি, বলেন তিনি।

জবাবে মুখ্যমন্ত্রী এদিন বিধানসভাকে ওই সমস্যা সমাধানে সক্রিয় পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি বলেন, মনু নদীর ওপারে বাঁধ নির্মাণ নিয়ে বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা এবং মন্ত্রী সুধাংশু দাস উভয়েই যথার্থ উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ত্রিপুরা সরকার ইতিমধ্যে রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবাহিত ১২টি নদী সহ জল সম্পদ পর্যালোচনা করেছে। ওই সমস্যার স্থায়ী সমাধানে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ছবি সহ বিস্তারিত প্রতিবেদন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মন্ত্রি-বিধায়কদের বেতন বৃদ্ধির বিল পাশ

কৌশলী বিরোধীতা বামেদের বাড়তি সুবিধা ছাড়তে সংশোধনী বিল চাইল কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। ত্রিপুরায় মন্ত্রি, বিধায়ক এবং বিধানসভার প্রাক্তন সদস্যদের বেতন ও পেনশনে প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি হয়েছে। অবশ্য, বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী ওই বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাবে কৌশলী বিরোধীতা করেছিলেন। তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন, হটাৎ ওই বৃদ্ধিতে রাজ্যের জনসাধারণের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হবে। কিন্তু, বিরোধী কংগ্রেস ওই বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাবে সমর্থন জানিয়েছেন। কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ প্রস্তাব দেন, ইচ্ছে হলে বাড়তি আর্থিক সুবিধা ছাড়তে পারেন, বিলে সংশোধনী এনে সেই ব্যবস্থা রাখা হোক। অবশেষে, সর্বসম্মতিক্রমে বিধানসভায় ওই বিল পাস হয়েছে। "বিধায়ক, মন্ত্রী, স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, বিরোধী দলনেতা, সরকারী চিফ হুইপ এবং অন্যান্য সদস্যদের বেতন, ভাতা, পেনশন ও অন্যান্য সুবিধা (ত্রিপুরা) (নবম সংশোধনী) বিল, ২০২৪" শিরোনামের এই বিলটি বেশ কিছু প্রধান ক্ষেত্রে বেতন ভাতা বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছে। ওই বিল আজ পাস হয়েছে।

বিল অনুযায়ী, মুখ্যমন্ত্রী এখন থেকে ৯৭,০০০ টাকা বেতন পাবেন, উপ মুখ্যমন্ত্রীর বেতন হবে ৯৬,০০০ টাকা। অন্যান্য মন্ত্রী, স্পিকার, বিরোধী দলনেতা এবং সরকারী চিফ হুইপের বেতন হবে ৯৫,০০০ টাকা। ডেপুটি স্পিকারের বেতন মন্ত্রীদের থেকে ১,০০০ টাকা কম এবং বিধায়কদের বেতন হবে ৯৩,০০০ টাকা। মুখ্যমন্ত্রীর জন্য বিনোদন ভাতা ১৩,০০০ টাকা এবং অন্যান্যদের জন্য ১২, ০০০ টাকা নির্ধারিত হয়েছে।

বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০১৯ সালে প্রথম বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি কার্যকর হয়। তখন মুখ্যমন্ত্রীর বেতন ছিল ৫৩,৬৩০ টাকা এবং উপ মুখ্যমন্ত্রীর বেতন ছিল ৫২,৬৩০ টাকা। অন্যান্য মন্ত্রী, স্পিকার এবং বিরোধী দলনেতার বেতন ছিল ৫১,৭৮০ টাকা। চিফ হুইপ ৫০,৫১০ টাকা এবং বিধায়কের বেতন ছিল ৪৮,৪২০ টাকা।

নতুন বিলটি বিধানসভার সদস্যদের জন্য ভ্রমণ এবং দৈনিক ভাতা বাড়িয়েছে। ভ্রমণ ভাতা প্রতি কিলোমিটার ২৪ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩৫ টাকা করা হয়েছে। দৈনিক ভাতা ত্রিপুরার মধ্যে ১,১০০ টাকা এবং ত্রিপুরার বাইরে ১,৫০০ টাকা করা হয়েছে।

পেনশন সংক্রান্ত একটি বড় পরিবর্তনও বিলটিতে রয়েছে। প্রাক্তন বিধায়কদের পেনশন ৩৪, ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৬৬,০০০ টাকা করা হয়েছে। পারিবারিক পেনশনও ২৫,০০০ টাকা থেকে ৪৮,০০০ টাকা করা হয়েছে।

বিলটি পেশ করে সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেছিলেন, বেতন, ভাতা ও পেনশনের এই সংশোধনী প্রয়োজনীয়। কারণ মূল্যসূচকের বৃদ্ধি হয়েছে এবং কর্মচারীদের বেতন কাঠামোও উন্নত হয়েছে। এটি কার্যকর হলে প্রায় ১১ কোটি টাকার অতিরিক্ত ব্যয় হবে।

নতুন প্রস্তাব অনুযায়ী, মন্ত্রি এবং বিধায়করা এখন থেকে ত্রিপুরার একজন দক্ষ কর্মীর মাসিক মজুরির আট গুণ বেশি উপার্জন করবেন। ত্রিপুরা শ্রম দপ্তরের সরকারি ওয়েবসাইট অনুযায়ী, ত্রিপুরায় একজন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

যাত্রী শেড ভেঙ্গে দিল দুষ্কৃতিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। ৯ বনমালীপুর স্থিত গান্ধী স্কুলের সামনে বিধায়ক তহবিল থেকে একটি যাত্রী শেড তৈরি করা হয়। কাল রাত্রে সেটা ভেঙে দেয় দুষ্কৃতীরা। আজ সকালে গান্ধী স্কুলের সামনে স্কুলের কর্তৃপক্ষ এসে দেখে যাত্রী শেডটি ভেঙে আছে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছিল। এদিকে যাত্রী শেড থেকে প্রায় ৫০ মিটার দূরত্বে টিএসআর ক্যাম্প রয়েছে। যেখানে আনুমানিক ৫০ থেকে ৬০ জন টিএসআর কর্তব্যরত অবস্থায় থাকে। কিন্তু তবুও কিভাবে রাতের আঁধারে এই কাণ্ড ঘটেছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

বিধায়ক গোপাল রায়কে এই বিষয়ে অবগত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে বিদ্যালয় কতৃপক্ষ। তবে এই কর্মকাণ্ডের নেপথ্যে কাদের হাত থাকতে পারে তা কেউই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শীঘ্রই ১৬০০০ পদে নিয়োগ

অনিয়মিত কর্মীদের দুর্দশার জন্য বামেদের দায়ী করলেন অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। *নিয়মিত বেতন স্কেলের অধীনে নিয়োগ না হওয়া সরকারি কর্মচারীদের নিয়মিতকরণের জটিলতার জন্য পূর্ববর্তী বামফ্রন্ট সরকারকে দায়ী করেছেন অর্থ মন্ত্রী প্রণজিত সিংহ রায়। আজ বিধানসভায় কংগ্রেস বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়ের জরুরি ভিত্তিতে আনা প্রশ্নের জবাবে নিয়মিতকরণ নিয়ে বামেদের বিধলেন তিনি।*

তাঁর ব্যাখ্যা, ২০০৮ সালে ৩১ জুলাই তৎকালীন বাম সরকার কর্তৃক জারি করা একটি সার্কুলার পার্ট টাইম, ডিআরডব্লিউ ইত্যাদি শৃঙ্খলায় নিয়োজিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়। তবে, বিজেপি নেতৃত্বাধীন ডাবল ইঞ্জিন সরকার এই নির্দেশনা কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেয়নি। পরিবর্তে, কর্মচারীদের রক্ষা করার জন্য সার্কুলার বাতিল করে।

তিনি বলেন, বর্তমানে মোট ১,৪০৫ জন কর্মচারী অর্থ বিভাগের অনুমোদন ছাড়াই কাজ করছেন যার কারণে তাঁরা নিয়মিত বেতন স্কেলের অধীনে নেই। পরে ৪০টি পদ আনুষ্ঠানিক অনুমোদন পায়। এর পরেও, তাদের মধ্যে কেউই বরখাস্ত হননি। গত সাত বছরে এই কর্মচারীদের মজুরি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, গ্রুপ সি-তে দৈনিক মজুরির কর্মীরা এখন ২০১৭ সালে ১৯০ টাকার তুলনায় প্রতিদিন ৪৬২ টাকা উপার্জন করেন। অনুরূপভাবে, গ্রুপ ডি কর্মীরা এখন প্রতিদিন ৪৩১ টাকা উপার্জন করেন, যা ২০১৭ সালে ১৭৩ টাকা ছিল। মাসিক মজুরির কর্মীরা এখন ১২,৫৪৮ টাকা পান, যা ২০১৭ সালে ৫,১৭৪ টাকা ছিল এবং পার্ট টাইম কর্মীদের বেতন ৪,২৫৪ টাকা থেকে বেড়ে ৯,৮১৮ টাকা হয়েছে,' মন্ত্রী ব্যাখ্যা দেন।

এদিন অর্থমন্ত্রী উল্লেখ করেন, পূর্ববর্তী বাম সরকার অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণের জন্য বেশ কয়েকটি নীতি প্রবর্তন করেছিল। ৩১ মার্চ, ২০০৫ এর মধ্যে ১৭ বছরের পরিষেবা সম্পন্নকারী কর্মচারীদের নিয়মিতকরণের জন্য একটি নীতি ২০০৬ সালে প্রবর্তন করা হয়েছিল। এটি পরে ২০০৭ সালে সংশোধন করা হয়েছিল যাতে ৩১ মার্চ, ২০০৬ এর মধ্যে ১৫ বছরের পরিষেবা সম্পন্নকারী কর্মচারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানিসাগরে দুষ্কৃতির তান্ডব বাড়িতে আগুন ও হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পানিসাগর, ১৫ জানুয়ারি ।। পানিসাগর মহকুমার অন্তর্গত বিলথৈ গ্রাম পঞ্চায়েতের ২নম্বর ওয়ার্ডে এক বাড়িতে হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান সময়ের এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে পানিসাগর মহকুমার অন্তর্গত বিলথৈ গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নম্বর ওয়ার্ডে। এই ওয়ার্ডের বাসিন্দা দেবব্রত দাসের বাড়িতে একদল দুষ্কৃতী চড়াও হয়ে ব্যাপক তাণ্ডব চালিয়েছে। তাদের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাড়ির বিভিন্ন অংশ। ভাঙচুর করা হয়েছে গাড়ি এবং আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে একটি রয়েল এনফিল্ড বাইক।

এই ঘটনার পর দেবব্রত দাস এবং তার পরিবারের সদস্যরা আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করার জন্য ইতিমধ্যে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখার কাজ শুরু হয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্তে নেমেছে পানিসাগর থানার পুলিশ। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নৈশ প্রহরী খুন আটক ১, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। হাতিখিরা কমিউনিটি হেল সেন্টারের নৈশপ্রহরীর খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। পুলিশি তদন্তে আটক করা হয়েছে একজনকে। প্রতিবাদে ঘাতকের বাড়িতে ভাঙচুর সহ সড়ক অবরোধ করেন উত্তেজিত জনতারা।

এক লোমহর্ষক খুন কান্ড ঘটে গেল বাজারিছড়ার লোয়াইরপোয়া ব্লকের হাতিখিরায়। রাত এগারোটা নাগাদ হাতিখিরা কমিউনিটি হেল সেন্টারের অস্থায়ী নৈশ প্রহরী অকৃতদার প্রসনজিৎ আকুড়ার(৩০) রক্তমাখা লাশ হাসপাতালের গেটের সম্মুখে পড়ে থাকতে দেখেন সহকর্মীরা। পরে বিষয়টি জানাজানি হলে স্থানীয় পুলিশ তদন্তে নেমে হাসপাতালের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

১ কোটির বিদেশী সিগেরেট সহ আটক দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। ত্রিপুরার চম্পকনগরে ১কোটি টাকার পাচারকৃত বিদেশী সিগারেট জব্দ করা হয়েছে। পাচারের বিরুদ্ধে একটি বড় অভিযানে, আসাম রাইফেলস, সাবসিডিয়ারি ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর সহযোগিতায়, ত্রিপুরার পশ্চিম জেলার চম্পকনগরে ১০০টি কার্টুনে আমদানি করা বিদেশী সিগারেটের একটি পাচার কার্যকে সফলভাবে আটক করা হয়েছে। জব্দকৃত জিনিসপত্রের আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্য আনুমানিক এক কোটি টাকা।

অভিযান চলাকালীন, পাচারের কার্যকলাপের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জব্দকৃত অবৈধ জিনিসপত্র এবং আটক ব্যক্তিকে আরও তদন্ত এবং প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কাস্টমস বিভাগের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

পৌষের কীর্তন ঘিরে ঘিলাতলীতে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, আহত ৮, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৫ জানুয়ারি ।। খোয়াই জেলার অন্তর্গত কল্যাণপুর থানা এলাকার ঘিলাতলীর পালপাড়ায় মকর সংক্রান্তি ও পৌষ পার্বণের লুট কীর্তন উৎসব চরম সংঘর্ষে রূপ নিল। ঐতিহ্যবাহী এই লুট কীর্তন, যা একসময় গ্রামের সম্প্রীতি ও আনন্দের প্রতীক হিসেবে পরিচিত ছিল, এ বছর রক্তাক্ত সংঘর্ষের কারণে এক ভয়াবহ অধ্যায়ের সাক্ষী হয়ে থাকল।

লুট কীর্তন বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। সাধারণত পৌষ মাসে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠান কৃষিজীবী সমাজের ঐক্য ও আনন্দের প্রতীক। পুরাণ মতে, মকর সংক্রান্তি হলো দেবতাদের কাছে দান ও পুন্য করার একটি দিন। কিন্তু এ বছর এই উৎসবের শান্তি নষ্ট হয়ে চরম সংঘর্ষে পরিণত হয়। মঙ্গলবার পালপাড়ার লুট কীর্তন চলাকালীন দুই পক্ষের মধ্যে কথাকাটাকাটি শুরু হয়। কথার ঝগড়া ধীরে ধীরে সংঘর্ষে রূপ নেয়। সংঘর্ষে দা, কুড়াল, খনতি, ও সাবলের মতো ধারালো অস্ত্র ব্যবহার করা হয় বলে অভিযোগ। এই সহিংসতার ফলে ৮ জন গুরুতর আহত হন তারা হলেন মিঠুন সরকার (৩৮), বন্ধন বিশ্বাস (৩২), বিশ্বজিৎ সরকার (৩৮), রঞ্জিত সরকার (৩৮), সঞ্জিত সরকার (৩৮), গোপাল সরকার (৪৭), হরিবল সরকার (৫৫), পরিমল সরকার (৫৯) আহতদের মধ্যে কয়েকজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর বাড়ি পাঠানো

হলেও, গুরুতর আহতদের আগরতলার জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

ঘটনার খবর পেয়ে কল্যাণপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। রাতে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয় এবং বুধবার দিনভর টহল জারি ছিল এই টহলদারি। কল্যাণপুর থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক তাপস মালাকার জানান, 'ঘটনার বিষয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।' সংঘর্ষে আহতদের পক্ষ থেকে থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। তবে অপর পক্ষ থেকেও পাল্টা মামলা করা হয়েছে। ফলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়েছে। ঐতিহ্যবাহী লুট কীর্তন সাধারণত ধর্মীয় এবং সামাজিক সম্প্রীতির প্রতীক। গ্রামের মানুষ একত্রিত হয়ে মিষ্টি ও প্রসাদ ভাগ করে নেন। তবে গত কয়েক বছরে কিছু অঞ্চলে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জল নেওয়াকে ঘিরে রক্তাক্ত হলেন বৃদ্ধা

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৫ জানুয়ারি।। সরকারি সাপ্লাই থেকে সামান্য জল আনাকে কেন্দ্র করে রক্তাক্ত হলো এক বৃদ্ধা। ঘটনা খোয়াই থানাধীন লালছড়া তথা পুর পরিষদের ১০ নং ওয়ার্ড এলাকায়।

জানা গেছে, মা এবং ছেলের খুবই কষ্টের সংসার। বাবা মারা যাবার ১২ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এরপর থেকে খুবই কষ্টে সামান্য কয়েকটি টিউশনি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

লোকায়ুক্ত নিযুক্তিকরণ মামলা হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। লোকায়ুক্ত নিযুক্তিকরণ নিয়ে মাননীয় হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা করলেন জনৈক উত্তম দাস। আজ, বৃহস্পতিবার মাননীয় প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চে মামলার প্রথম শুনানি হবে। মামলার নম্বর WP(C)/(PIL) - ১/২০২৫। সকাল সাড়ে দশটায় এই মামলার শুনানি।

বিদ্যাজোতি স্কুলে শিক্ষার মান নিয়ে বিধানসভায় উদ্বেগ

পরিস্থিতি উন্নতি করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। ত্রিপুরায় ১২৫টি বিদ্যাজ্যোতি স্কুলে শিক্ষাগত মান নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন কংগ্রেস বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায় এবং বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। আজ ত্রিপুরা বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনের তৃতীয় দিনে বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায় এবং সুদীপ রায় বর্মনের শিক্ষা বিষয়ক উত্থাপিত প্রশ্নের জবাবে শিক্ষকের ঘাটতি থেকে শুরু করে বিভিন্ন সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন শিক্ষামন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ড. মানিক সাহা।

এদিন বিধানসভায় বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, সংগীত, শিল্পকলা এবং যোগের মতো নতুন চালু হওয়া বিষয়গুলির জন্য শিক্ষকের অভাব; আগরতলার বয়েজ বোধজং স্কুলের ছাত্ররা করিডোরে বসে মিড-ডে মিল খেতে বাধ্য হচ্ছে; নার্সারি থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র প্রতি ১০০০ টাকা ফি নেওয়া হচ্ছে; অভিভাবকরা 'বিদ্যাজ্যোতি' স্কুলের ফলাফল নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করছেন, যার ফলে তারা তাদের সন্তানদের সাধারণ সরকারি স্কুলে ভর্তি করাচ্ছেন; শিক্ষকের অপর্যাপ্ত সংখ্যা এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে নতুন এবং বিদ্যমান উভয় শিক্ষাবিদদের সক্ষমতা নিয়ে উদ্বেগ; এই ধরনের সমস্যা অব্যাহত থাকলে সামগ্রিক শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় কতটা উপযুক্ত হবে ?

এ প্রশ্নের জবাবে, মুখ্যমন্ত্রী ড. মানিক সাহা এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকারের উদ্যোগের রূপরেখা তুলে ধরেন। ১২৫ টি 'বিদ্যাজ্যোতি' স্কুলের কাজের জন্য একটি নির্দিষ্ট নির্দেশিকা রয়েছে বলে জানান তিনি। তাছাড়া তিনি আরও বলেন, অর্থনীতি, ভূগোল, মনোবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞানের বিষয় শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে; ত্রিপুরার শিক্ষক নিয়োগ বোর্ড (টিআরবিটি) বিশেষ শিক্ষাবিদদের জন্য ২০০ টি পদের জন্য বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে, যার মধ্যে ৮৮ টি পূরণ করা হয়েছে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ১৬ জানুয়ারি, ২০২৫ ইং
২ মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

গন বন্টন ব্যবস্থাকে আরো সুদৃঢ় করিতে হইবে

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সকল মানুষের অনবস্ত্র খাদ্য সহ অন্যান্য মৌলিক অধিকার গুলি সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। স্বাধীনতার ৭৫ বছর অতিক্রান্ত হলেও এই লক্ষ্য পূরণে সক্ষম হয়নি রাষ্ট্রনায়কদরা। বিলম্বে বর্তমান সরকার প্রতিটি মানুষের ক্ষুধা নিবারণের জন্য গণ বন্টন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে অসম্য দূর করার চেষ্টা শুরু করেছে। এটি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এই উদ্যোগ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার প্রয়াস জানি রাখা হয়েছে। গণবন্টন ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য অসাম্য দূর করা। কয়েক দশক আগেও দেশ খাদ্যে স্বয়ম্ভর ছিল না। বহুল পরিমাণে খাদ্যশস্য বিদেশ থেকে আমদানি করতে হতো। একটা সময় ছিল অনুদাননির্ভরতাও। সরকারি স্তরে রেশন ব্যবস্থা বস্তুত সেই আমলের। সকলের জন্য খাদ্যের অধিকার নিশ্চিত করতে এবং পুষ্টির নিশ্চয়তা দিতেও রেশন সিস্টেমকে হাতিয়ার করেছে সরকার। ভারতের দারিদ্র্যের মূলে অশিক্ষা ও অপুষ্টি। এই সত্য উপলব্ধি করার পরই শিক্ষার বিস্তারকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। সেখানেই দেখা দেয় অন্য সমস্যা, ছেলেমেয়েরা খালি পেটে শিক্ষা নেবে কী করে! অতএব গরিব ছেলেমেয়েদের স্কুলে টেনে আনতে এবং স্কুলছুট ঠেকাতে চালু হয়েছে মিড ডে মিল প্রকল্প। পুষ্টিবিধানের জন্য পাখির চোখ করা হয়েছে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিকে। দারিদ্র্যের শ্রেণি ভেদে রয়েছে রেশনে খাদ্যশস্য বণ্টনের নানাধরনের কর্মসূচি। কোনও ক্ষেত্রে খাদ্যশস্য মেলে স্বল্পমূল্যে, আবার কখনও দেওয়া হয় পুরো ফ্রি। রেশন ব্যবস্থার কার্যকারিতার প্রমাণ সাম্প্রতিক অতীতে করোনা মহামারী পর্বে বিশেষভাবে পাওয়া গিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার ওইসময় ৮০ কোটি গরিব ভারতবাসীকে বিনামূল্যে চাল ও গম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। পশ্চিমবঙ্গসহ বিভিন্ন রাজ্যের তরফেও এই ব্যাপারে চাপ ছিল কেন্দ্রের উপর। রাজ্যগুলি মনে করে, এই জনকল্যাণ কর্মসূচির প্রয়োজন এখনও ফুরোয়নি। তাদের দাবি, রেশন মারফত বিনামূল্যে চাল-গম বণ্টনের কাজটি এখনও চালু রাখতে হবে। তাই মোদি সরকার নিমরাজি হয়েও কর্মসূচিটি সম্প্রসারিত করেছে।

তার ফলে মহামারীর বিপদ নিয়ন্ত্রণে আসার পর খাদ্যশস্য সংগ্রহের পরিমাণ বরং বাড়াতে হয়েছে। স্বভাবতই চাল-গমের উৎপাদন এবং প্রোকিয়োরমেন্ট বৃদ্ধির উপরেও গুরুত্ব আরোপ করেছে দেশ। রেশন মারফত খাদ্যশস্য দেওয়ার জন্য ভাণ্ডার প্রস্তুত রাখার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সংস্থা ফুড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়ার (এফসিআই)। সারা দেশের কৃষক মান্ডিগুলির মাধ্যমে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে (এমএসপি) তারা এই খাদ্যশস্য কেনে। দেশের এই খাদ্যভাণ্ডার থেকেই রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির প্রয়োজন মতো সেসব বণ্টিত হয়। সেসব রক্ষিত হয় বিকেন্দ্রিত এফসিআই গুদামগুলিতে। রাজ্যগুলির খাদ্য ও খাদ্য বিপণন দপ্তর এবং কেন্দ্রীয় খাদ্য বিপণন মন্ত্রক এই বিপুল প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। সব মিলিয়ে যে ছবিটা এতক্ষণ আঁকা হল, সেটি আদর্শ। এই হিসেবে, দেশের একজন মানুষেরও খাদ্যের জন্য কষ্ট পাওয়ার কথা নয়। আন্তর্জাতিক ক্ষুধার সূচকেও ভারতের জন্য একটি মর্যাদাপূর্ণ স্থান স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত হয়ে যাওয়াটাই ছিল বাস্তব। এক কথা অনস্বীকার্য যে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই যাদের হাতে শাসন ক্ষমতা ছিল তারা যদি প্রতিটি মানুষের অন্নবস্ত্র বাসস্থান সহ অন্যান্য মৌলিক অধিকার গুলি নিশ্চিত করার জন্য সময়োপযোগী যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করত তাহলে আমাদের দেশে মানুষের মধ্যে এত শিক্ষা এবং অভাব অনটন থাকতো না। বিলম্বে হলেও বর্তমান সরকার এসব বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করায় নিঃসন্দেহে দেশ ও দেশবাসী অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বুধবার বিজয় হাজারে ট্রফির প্রথম সেমিফাইনালে হরিয়ানা বনাম কর্ণাটক

মুম্বই, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.): বুধবার এবং বৃহস্পতিবার ভদোদরার কোটাম্বি স্টেডিয়ামে সেমিফাইনালের ম্যাচগুলো অনুষ্ঠিত হবে। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হরিয়ানা কোয়ার্টার ফাইনালে গুজরাটকে দুই উইকেটে পরাজিত করেছে। তারা সেমিফাইনাল খেলবে কর্ণাটকের বিরুদ্ধে। কর্ণাটক কোয়ার্টার ফাইনালে বরোদার বিরুদ্ধে ৫ রানে জয়ী হয়েছে।

অন্য সেমিফাইনালে, রাজস্থানের বিরুদ্ধে নয় উইকেটে জয়ী বিদর্ভ, মহারাষ্ট্রের মুখোমুখি হবে, যারা পঞ্জাবকে ৭০ রানে হারিয়েছে।

প্রথম সেমিফাইনাল: হরিয়ানা বনাম কর্ণাটক - ১.৩০ মিনিট, কোটাম্বি স্টেডিয়াম, ভাদোদরা

দ্বিতীয় সেমিফাইনাল: বিদর্ভ বনাম মহারাষ্ট্র - ১.৩০ মিনিট , কোটাম্বি স্টেডিয়াম, ভাদোদরা

আগেই হয়েছিলেন বরখাস্ত! এবার দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ইউন গ্রেফতার

সিওল, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.): আগেই হয়েছিলেন বরখাস্ত, এবার দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ইউন সুক-ইওলকে গ্রেফতার করল সেই দেশের পুলিশ। বুধবার বাসভবন থেকেই ইওলকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ইউনকে গ্রেফতারে তদন্তকারীদের প্রচেষ্টা প্রাথমিকভাবে রুখে দেন প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা বাহিনীর (প্রেসিডেনশিয়াল সিকিউরিটি সার্ভিস-পিএসএস) সদস্যরা। পরে তাঁকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হন তদন্তকারীরা।

এর আগে চলতি মাসের শুরুর দিকে একবার ইউনকে গ্রেফতারের জন্য তাঁর বাড়িতে কয়েক ঘণ্টার অভিযান চালান তদন্তকারীরা। তবে তাঁর নিরাপত্তা বাহিনীর বাধায় সেই অভিযান ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় তাঁকে গ্রেফতার করা হলো। প্রসঙ্গত, দেশে সাময়িক ভাবে সামরিক আইন (মার্শাল 'ল) জারি করার কারণে ইওলের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে দক্ষিণ কোরিয়ার আদালত। গত ৩ ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার সময় ইওল জানান, তিনি সারা দেশে সামরিক আইন বলবৎ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কেন এমন সিদ্ধান্ত নিতে হল তাঁকে, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছিলেন ইওল। সামরিক আইন জারির কথা ঘোষণার পর থেকেই ইওলকে বরখাস্তের দাবি তোলেন বিরোধীরা। পার্লামেন্টে বরখাস্তের প্রস্তাবও আনেন তাঁরা। গত ১৪ ডিসেম্বর দক্ষিণ কোরিয়ার ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে ভোটাভুটিতে বরখাস্তের দাবির পক্ষেই অধিকাংশ ভোট পড়ে।

মহাকুম্ভের তৃতীয় দিন, ত্রিবেণী সঙ্গমে ৫ কোটির বেশি ভক্তের অমৃতস্নান সম্পন্ন

প্রয়াগরাজ, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.): উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভের তৃতীয় দিনেও পুণ্যস্নান করলেন বিপুল সংখ্যক ভক্ত। বুধবার ভোররাত থেকেই গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলনস্থল ত্রিবেণী সঙ্গমে অমৃতস্নান করেছেন ভক্তরা। এযাবৎ ৫ কোটিরও বেশি ভক্ত ত্রিবেণী সঙ্গমে অমৃতস্নান করেছেন। দেশ-বিদেশের ভক্তদের পাশাপাশি সাধু-সন্তরাও পুণ্যস্নান করেছেন।

গত সোমবার, ১৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে মহাকুম্ভ মেলা। বুধবার তৃতীয় দিনেও বিপুল সংখ্যক ভক্ত আসছেন প্রয়াগরাজে। ত্রিবেণী সঙ্গমে পবিত্র স্নানের উদ্দেশ্যে আসছেন ভক্তরা। মহাকুম্ভ মেলা চলছে ৪৫-দিন ধরে।

দাবানলের বহ্নিশিখায় লস অ্যাঞ্জেলেস- কারণটা কী?

সুনীত রায়

আমেরিকার লস এঞ্জেলস কাউন্টির বুকে প্যাসিফিক প্যালিসেড পর্বত শ্রেণি। সারা পাহাড়টায় ঘন পাইন, সিডার আর রেড উড্ড ট্রির ঘন অনিয়মিত সারি, মাঝখান দিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার সুদৃশ্য পাকা রাস্তা। দশ মাইল লম্বা আর তিন মাইল চওড়া পাহাড়টির উত্তরে সান্তা মনিকা পাহাড় আর দক্ষিণে রয়েছে প্রশান্ত মহাসাগর। পাহাড়ের বুকের খাঁজে খাঁজে অরণ্যের আঙিনায় গড়ে উঠেছে বিশ্বের বিখ্যাত মানুষদের বিশাল এলাকা জুড়ে বাংলো বাড়ি। এদের আনুমানিক মূল্য দশ মিলিয়ন ডলার থেকে পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার। ৭ই জানুয়ারি ২০২৫ নতুন বছরের শুরুতেই প্রকৃতি হঠাৎ কেমন ক্ষেপে উঠল- পাহাড়ের বনের মধ্যে জ্বলে উঠল দাবানলের বহ্নিশিখা। লেলিহান শিখায় পুড়ে যেতে লাগল একরের পর একর বনাঞ্চল আর বিশাল মূল্যবান সব বাংলো বাড়ি। বিভিন্ন পাহাড়ের বিভিন্ন দাবানলের জন্য রয়েছে তাদের নির্দিষ্ট নাম। প্যালিসেড, অলিভিয়া, ইটন, সানসেট, সালছ, সানসোয়েট্রা দাবানলে আক্রান্ত হয়েছে লস এঞ্জেলস, ভেঞ্চুরা, হলিডে হিলস, সিলমার আর সান্তা ক্লারিটা। এই দৃশ্য সত্যিই খুব বিরল যে বাড়ি গাড়ি সবকিছু ফেলে রেখে ধনকুবেররা প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে নিরাপদ আশ্রয়ের খুঁজে ছুটছেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এইরকম ভয়ংকর দাবানল সৃষ্টির পেছনে কারণটা কি? দাবানল সৃষ্টির কারণ নিয়ে আলোচনা করার আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভৌগোলিক চিত্রপটটি সম্বন্ধে একটু জানা দরকার। ৫০ টি রাজ্য নিয়ে তৈরি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আবার প্রতিটি রাজ্য অনেকগুলি কাউন্টিতে বিভক্ত। ক্যালিফোর্নিয়া হলো একটা রাজ্য। যার উত্তরভাগে রয়েছে ৪১ টি কাউন্টি মধ্যভাগে রয়েছে ৮টি কাউন্টি আর দক্ষিণ ভাগে রয়েছে ৯টি কাউন্টি ক্যালিফোর্নিয়ার উল্লেখযোগ্য কাউন্টিগুলির মধ্যে সান ফ্রান্সিসকো হল উত্তরভাগে আর দক্ষিণভাগে লস এঞ্জেলস।

১৭৫৯ সালে স্প্যানিশ অভিযাত্রীরা ইউরোপ থেকে এসে ক্যালিফোর্নিয়া আবিষ্কার করেন। পাহাড়, বন-জঙ্গল আর মহাসাগরে ঘেরা এই নৈসর্গিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জায়গাটির কি নাম রাখা হবে? ষোড়শ শতাব্দীর বিশিষ্ট স্প্যানিশ সাহিত্যিক গর্সিয়া ওর্ডনেজ ডে মোন্টাল্ড তার বিখ্যাত উপন্যাস দি এডভেঞ্চার অফ এস্ত্রানডিয়াম উপন্যাসে কাল্পনিক এক স্বর্গীয় সৌন্দর্যের দ্বীপের বর্ণনা করেন। বর্ণনায় সেই দ্বীপের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে সদ্য আবিষ্কৃত অঞ্চলটির মধ্যে অনেক মিল ছিল। সেই উপন্যাসে দ্বীপের রানী ছিলেন ক্যালাফিয়া। তার নামেই নামকরণ হয় ক্যালিফোর্নিয়া। সৌন্দর্যে আর বৈভবে সমৃদ্ধ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দ্রষ্টব্য স্থান হিসেবে পরিচিত হলেও ভূতাত্ত্বিক আর ভৌগোলিক মানদণ্ডে বড় স্পর্শকাতর।

ক্যালিফোর্নিয়ার উত্তরভাগ হল প্রবল ভূমিকম্পপ্রবণ আর দক্ষিণভাগ হল দাবানলপ্রবন। প্যাসিফিক রিং অফ ফায়ার রয়েছে ক্যালিফোনিয়ার উত্তরভাগে। এখানে অনেকগুলি টেকনিক প্লেট একসঙ্গে মিলিত হয়েছে। ৭৫০ মাইল লম্বা স্যান আন্দ্রেয়াস ফল্ট উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ার নীচে দিয়ে চলে গেছে। এখানে প্যাসিফিক প্লেট ক্রমাগত উত্তর দিকে এগোবার চেষ্টা করছে, সেটা উত্তর আমেরিকা প্লেটটিকে ক্রমাগত ধাক্কা মেরেই চলেছে। তার ফলে সৃষ্টি হচ্ছে উত্তর ক্যালিফোর্নিয়ার ঘন ঘন ভূকম্পন। আবার দক্ষিণ দিকের চিত্রটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানকার আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্য হল ঝোড়ো সামুদ্রিক বাতাস আর বৃষ্টিপাতের অস্বাভাবিক স্বল্পতা। বৃষ্টিপাত কম হলে তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়তে থাকে আর তখনই সৃষ্টি হয় খরা। খরার ফলে গাছপালা শুকিয়ে মারা যায় আর পরবর্তী সময়ে এগুলি দাহ্য পদার্থে পরিণত হয়। এই প্রাকৃতিক পরিবেশ যদি প্রতিবছর ক্রমান্বয়ে চলতে থাকে তাহলে সেই অঞ্চলে দাবানল হওয়াটা খুব অস্বাভাবিক নয়। সাম্প্রতিক দাবানলের কেন্দ্রবিন্দু হল লস এঞ্জেলস। ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে শান্তা আনা ঝড় ৬০থেকে ৭০ মাইল বেগে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে প্রশান্ত মহাসাগর উপকূলের দিকে বইতে শুরু করে। গত এক দশক ধরে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় দীর্ঘ খরার ফলে বাতাসে আর্দতার পরিমাণ অস্বাভাবিক হারে কমে গেছে, গাছপালা ঝোপঝাড় সব শুকিয়ে গেছে এসবই বনের মধ্যে দাবানল জ্বলার পক্ষে খুবই সহায়ক। শুধুমাত্র প্রাকৃতিক কারণে যে দাবানল সৃষ্টি হয় তা কিন্তু নয়, মানুষের ভুল-ভ্রান্তিতেও দাবানল সৃষ্টি হতে পারে। এই প্রসঙ্গে লস এঞ্জেলসের ভৌগোলিক অবস্থানটা জানা খুবই জরুরী। লস এঞ্জেলসের মোট আয়তন হল ৩৩, ৯৫৪ বর্গমাইল, আর তার মধ্যে বসবাসের উপযোগী শহরাঞ্চল হল মাত্র ২২৮১ বর্গমাইল। বাকি অঞ্চলটা বন আর পাহাড় দিয়ে ঢাকা। দক্ষিণ কালিফোর্নিয়ার বনাঞ্চল হল ৩২ শতাংশ, ঘাসের পাহাড় ২৮ শতাংশ, মরুভূমি ২৫ শতাংশ, কৃষিজমি ৫ শতাংশ, জলাভূমি ২ শতাংশ আর বসবাস উপযোগী জমি হল ৮ শতাংশ। এখানকার ৬০শতাংশ বনাঞ্চল সরকার মালিকানাধীন আর ৪০ শতাংশ হল ব্যক্তিগত মালিকানাধীন। এই ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বনাঞ্চলে হয় চাষাবাদ আর পশু-পালন। চাষাবাদ আর পশু পালনের নাম করে তৈরি হয় দামী দামী ফার্ম হাউস।। তার ফলে লস এঞ্জেলস নামক মুদ্রাটির একপিঠে যদি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য হয়। তাহলে তার উল্টোপিঠে রয়েছে বিধ্বংসী দাবানল। গত বছর গ্রীষ্মে এখানে খুবই গরম ছিল। শরৎকাল আর শীতকালেও খুব গরম ছিল। শহরের কেন্দ্রস্থলে অক্টোবর অব্দি মাত্র ০. ১৬ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়েছে, যা স্বাভাবিক গড় বৃষ্টিপাতের থেকে ৪ ইঞ্চি কম। গবেষকরা মনে করছেন, বিশ্ব উষ্ণায়ন আর অত্যধিক কম আর্দতা শুকিয়ে যাওয়া বিশাল বন্যভূমিকে দাবানলপ্রবন করে তুলেছে। পশ্চিম উপকূল বরাবর রকিস অঞ্চলে আবার অস্ট্রেলিয়ার মতো বিভিন্ন দেশে বছরের পর বছর ধরে যে দাবানলের ঘটনা ক্রমশ বেড়েই চলেছে, তার প্রধান কারণ হল জলবায়ুর চারিত্রিক পরিবর্তন। ২০১২ সালে রকি মাউন্টেন জাতীয় উদ্যানে যে দাবানলের আবির্ভাব হয়েছিল, কয়েক সপ্তাহ ধরে নেভানো যায়নি। বিশিষ্ট পরিবেশ বিজ্ঞানী ডন হুইটমোর বলেছিলেন এর জলবায়ুর পরিবর্তনই দায়ী। তিনি মনে করেন খরার জন্য বনের গাছগুলি যেসব শুকিয়ে যাচ্ছে, আর সেটাই হল দাবানলের প্রধান কারণ। বসন্তকালে আর্দতার অভাব আর স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি তাপমাত্রা থেকে দাবানলের সূত্রপাত আর অস্বাভাবিক দ্রুততায় তার বিস্তারতা। বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে দাবানল এতটাই অপ্রত্যাশিত আর ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে যে তাদের আবার নতুন নতুন নামকরণও হচ্ছে। বিভিন্ন ঝড়ের নামকরণ আমাদের অজানা নয় কিন্তু দাবানলের আবার নামকরণ? ফায়ারনাডো, গিগাফায়ার, ফায়ার সিজ-এমন কি আগুনের মহামারী হল সব উল্লেখযোগ্য দাবানল। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলীয় দাবানল সাধারণত মরুভূমির সহায়তায় সৃষ্টি হয়। আজকাল বাতাসে তীব্র আর্দতার ফলে উপকূল বরাবর গাছগুলি এতটাই শুকিয়ে যাচ্ছে যে দাবানলের জন্য আর বাতাসের প্রয়োজন হচ্ছে না। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য সবসময় প্রকৃতিকে দায়ী করা উচিত নয়। মানুষের ভুলভ্রান্তিতেও দাবানলের যে সূত্রপাত হয় তা আগে অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে। বৈদ্যুতিক পাওয়ার লাইন থেকে অগ্নিসংযোগ হয়ে দাবানল সৃষ্টি হচ্ছে না তো? ২০২২সালের অডিট রিপোর্ট অনুযায়ী দাবানলের আগুন প্রতিরোধকারী যেসব যন্ত্রপাতি লাগানো আছে তা সব সময় ঠিক মতো কাজ করছে না। সম্প্রতি বিদ্যুৎফুলিঙ্গের আগুন থেকে বিগ বেসিন রেড উড স্টেট পার্কে আগুন লেগেছিল। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে বজ্রপাতের পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে। অনেক সময় বজ্রপাতের ফলেও দাবানলের সৃষ্টি হয়। প্রবল খরা আর বিষাক্ত পোকামাকড়ের জন্য ১৬৩ মিলিয়ন গাছ শুকিয়ে মারা গেছে। ২০১৮ সালের ৮ই নভেম্বর প্যাসিফিক গ্যাস এন্ড ইলেকট্রিক কোম্পানি ট্রান্সমিশন লাইনে কিছু যান্ত্রিক গোলযোগের ফলে একটা বিশাল আকারের আগুনের ফুলকি এসে পড়ে লস আঞ্জেলস এর পাশে গুত্তে কাউন্টির সিয়েরা নেভাডা পাহাড়ের কোলে প্যারাডাইস বনাঞ্চলে। তখন খুব ঝোড়ো বাতাসও বইছিল। মুহূর্তের মধ্যে সেই ছোট্ট স্ফুলিঙ্গ দাবানলের আকার নিয়ে জ্বালিয়ে দিল ১, ৫৩, ০০০ একর সুবিস্তৃত অঞ্চল, ১৯০০০ বিভিন্ন ধরনের ঘরবাড়ি আর মৃতের সংখ্যা ছিল ৮৫ জন। ৫০, ০০০ মানুষদের নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করাও হয়েছিল। এই আগুন কয়েক সপ্তাহ ধরে জ্বলেছিল। আর্থিক ৭ক্ষতির পরিমাণ ছিল ১৬৫ বিলিয়ন ডলার। সাম্প্রতিককালে আমেরিকার দাবানলের ইতিহাসে এটাই ভয়ংকর দাবানল হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। ইদানীং দাবানলের গতিপ্রকৃতি আর চারিত্রিক ভয়াবহতা এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে দাবানল প্রতিরোধ খাতে ২০০৫- ০৬ সালে ক্যালিফোর্নিয়া ফায়ার সার্ভিসের যে বাজেট ছিল ৮০০ মিলিয়ন ডলার সেটাই ২০২১- ২২ সালে বেড়ে হয়েছে আনুমানিক ৩.৭ বিলিয়ন ডলার। দাবানলের আগুনে ফসলেরও খুব ক্ষয়ক্ষতি হয়। তার থেকেও বেশি আতঙ্কের বিষয় হলো দাবানলের ধোঁয়ায় আঙ্গুরের ফলন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই রাজ্যে ৫৮ বিলিয়ন ডলারের মদের ব্যবসা এই আঙ্গুরের ফলনের উপর নির্ভরশীল। বাতাসে যাতে গ্রীন হাউজ গ্যাস কম নির্গত হয় তার জন্য ক্যালিফোর্নিয়াতে যে বিশেষ ধরনের আধুনিক প্রযুক্তিকরণ করা হয়েছে তা অন্য কোন রাজ্যেই নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত দাবানলের অগ্নিকাণ্ড থেকে যে ধোঁয়া বেরোয় তা যদি এক সপ্তাহ চলে, তাহলে বাতাসে এক বছরে যে পরিমাণ গ্রীন হাউজ গ্যাস কম করা হয়েছিল তা সম্পূর্ণ বৃথায় রূপান্তরিত হয়। দাবানলের আগুন নেভানোর জন্য বাতাসে পাম্প করে যে সব রাসায়নিক দ্রব্য মেশানো হয় তা বাতাসকে আরও দূষিত করে তোলে। একটা দাবানল লক্ষাধিক গাড়ির চেয়েও বেশি পরিবেশকে দূষিত করে। দাবানলের আগুনে যে গাছপালা জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যায় তার থেকেও বাতাসে কার্বনের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। গাছ পোড়া কালো কার্বন, গ্রীনহাউস গ্যাসের থেকেও কয়েক হাজার গুণ বেশি ক্ষতিকারক। দাবানলের আগুন নিভে যাওয়ার পরেও ক্ষয়িষ্ণু বনগুলি থেকে আরও অনেক ক্ষতিকারক বস্তু নির্গত হয় যা পরিবেশের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক। দাবানলের হাত থেকে কিভাবে মুক্তি পাওয়া যায় তা নিয়ে অনেক গবেষণা চলছে। বড় বড় বনের মধ্যে আর ঘাসে ভরা পাহাড় গুলির মধ্যে কিছু বিরল জাতীয় আগাছার সন্ধান পাওয়া গেছে যারা ইকো সিস্টেমকে সম্পূর্ণ নষ্ট করে দিচ্ছে এমনকি দাবানলের গতি বৃদ্ধি করে দূর দূরান্তের বনাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য করছে। এই আগাছাগুলি হল চিটগ্রাস, আরুন্ড আর ফ্রেঞ্চ ক্রম। এই আগাছাগুলির পাতা খুব সরু, তীক্ষ্ণ আর শুকনো- এর মধ্যে রয়েছে খুব বেশি পরিমাণে সেলুলোজ, লিগনিন আর উদ্বায়ী তেল, যা খুব সহজেই আগুন ধরে যায়। এই আগাছগুলি বিশাল বড় ফুটবলের মত গোলাকার চেহারার হয়। এই ধরনের গাছে আগুন লাগার পরে ঝোড়ো বাতাসে গোলাকার আগাছার অগ্নিপিন্ডটা উল্কাপিন্ডের মত খুব দ্রুত গতিতে ভাসতে ভাসতে একরের পর একর বনাঞ্চলে দাবানলের আগুন খুব সহজেই ছড়াতে ছড়াতে এগিয়ে যায়। এই আগাছাগুলি শনাক্তকরণের পর কিভাবে নির্মূল করা যায় তা নিয়ে গবেষণা শুরু হয়েছে। দাবানলের বহ্নিশিখায় লস এঞ্জেলস এখনও জ্বলছে, তবুও সঠিকভাবে বোঝা যাচ্ছে না, কবে এই আগুন নিভবে। বিভিন্ন কারণে দাবানল হয়। দাবানলের ঘটনাটা এক্ষেত্রে সঠিক কি কারণে হল, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত এখনও চলছে।

(সৌজন্যে দৈ: স্টেটসম্যান)

সংস্কারের চ্যালেঞ্জ কী?

তাফসীর বাবু

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এখন আপাতদৃষ্টিতে নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ২০২৫ সালের শেষ দিক থেকে ২০২৬ সালের প্রথমার্ধে নির্বাচন হতে পারে বলে জানিয়েছেন এই সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। সেই হিসেবে বলা যায় এই সরকারের মেয়াদ আর বাকি আছে এক বছর থেকে সর্বোর্চ দেড় বছর। কিন্তু এর মধ্যেই সংস্কারের বিভিন্ন প্রস্তাব তৈরি হচ্ছে। ফলে এক থেকে দেড় বছরের যে সময়টা সরকারের হাতে আছে, সেই সময়ের মধ্যে এসব সংস্কার বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জের বলেই মনে করেন অনেকে। যেসব চ্যালেঞ্জ আসতে পারে সংস্কার নিয়ে অন্তত তিনটি চ্যালেঞ্জ এখন প্রবলভাবে দেখা যাচ্ছে। এক. সংস্কারের প্রথম চ্যালেঞ্জ হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য তৈরি করা। কমিশন রিপোর্ট দিলে অন্তর্বর্তী সরকার সেটা নিয়ে সরাসরি বাস্তবায়নে নামতে পারবে না। কারণ তাতে প্রবল বিরোধিতার মুখে পড়তে হতে পারে।

সুতরাং সংস্কার প্রস্তাব হাতে আসলেও শেষ পর্যন্ত সংস্কার কোন কোন খাতে, কীভাবে হবে তা নিয়ে সরকারকে বসতে হবে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে।

দুই. সংস্কার ব্যাপকভাবে হবে নাকি স্বল্প পরিসরে হবে সেটা নিয়েও দলগুলোর সঙ্গে সরকারকে ঐকমত্যে পৌঁছাতে হবে।

তিন. সংস্কার এই সরকার করবে নাকি নির্বাচনের পর গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার করবে এই বিষয়গুলো নিয়েও আছে নানা মত।

সম্প্রতি অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস জাতির উদ্দেশে যে ভাষণ দিয়েছেন সেখানেও এটা ফুটে উঠেছে। ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা জানান, তিনি প্রধান সংস্কারগুলো শেষ করে নির্বাচন আয়োজনের ব্যাপারে বারবার আবেদন জানিয়ে আসছেন। 'রাজনৈতিক ঐকমত্যের কারণে আমাদেরকে যদি, আবার বলছি "যদি", অল্প কিছু সংস্কার করে ভোটার তালিকা নির্ভুলভাবে তৈরি করার ভিত্তিতে নির্বাচন সম্পন্ন করতে হয়, তাহলে ২০২৫ সালের শেষের দিকে নির্বাচন অনুষ্ঠান হয়তো সম্ভব হবে। আর যদি এর সঙ্গে নির্বাচন প্রক্রিয়া এবং নির্বাচন সংস্কার কমিশনের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে এবং জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রত্যাশিত মাত্রার সংস্কার যোগ করি তাহলে অন্তত আরও ছয় মাস অতিরিক্ত সময় লাগতে পারে,' বলেছেন তিনি। তার ভাষণেই স্পষ্ট সংস্কার "অল্পকিছু" হবে নাকি "প্রত্যাশিত মাত্রায়" হবে সেটা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। রাজনীতি বিশ্লেষক অধ্যাপক জোবাইদা নাসরীন বিবিসি বাংলাকে বলেন, ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা ছাড়া সরকারের পক্ষে সংস্কার নিয়ে এগিয়ে যাওয়া কঠিন হবে। কারণ বিএনপি'র মতো দলগুলো নির্বাচনে গুরুত্ব দিচ্ছে। 'এখানে কমিশন যখন সবগুলো রিপোর্ট দিয়ে দেবে তখন রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্যে পৌঁছানো বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। এরসঙ্গে চ্যালেঞ্জ হবে এই সংস্কার প্রস্তাবে হয়তো কিছু মানুষ বা গোষ্ঠীর কথা বাদ পড়ে যেতে পারে। কিন্তু তাদেরও তো কথা থাকবে। সেগুলোকে আমলে নেয়া।' তবে এর বাইরে আরেকটি চ্যালেঞ্জের কথা বলছেন সাবেক সচিব আবু আলম শহীদ খান।

'এখন সংস্কার করা জরুরি কাজ, কিন্তু সেটা চ্যালেঞ্জের। কারণ আপনি কোথায় সংস্কার করবেন, কীভাবে সংস্কার করবেন সেগুলোর প্রসেস ঠিক করা। এছাড়া সংস্কার হচ্ছে একটা চলমান প্রক্রিয়া। আমরা অনেকদিন করিনি বলে আমোদের ওপর এখন চাপ বেড়েছে।' কমিশনগুলোর রিপোর্ট জমা হবে কবে? বাংলাদেশে সংস্কারের জন্য সরকার ইতোমধ্যেই ১১টি কমিশন গঠন করেছে। এরমধ্যে প্রথম ছয়টি কমিশনের রিপোর্ট দেয়ার কথা জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহের মধ্যে। বাকিগুলোর রিপোর্ট দেয়ার কথা ফেব্রুয়ারি নাগাদ। কিন্তু একদিকে এসব কমিশন নির্দিষ্ট সময়ে রিপোর্ট জমা দিতে পারবে কি না সেটা নিয়ে যেমন প্রশ্ন আছে, তেমনি এসব সংস্কারের অনেকগুলোতেই আছে নানা জটিল হিসাব-নিকাশ। যেখানে একটা বড় আলাপ হচ্ছে, সংবিধান সংস্কার নিয়ে। শুরুতে সংবিধান সংস্কার হবে নাকি নির্বাচন কমিশন--- সেটা নিয়ে নানা আলাপ তো আছেই, সংস্কার কমিশন কী কী বিষয়ে প্রস্তাবনা তুলে ধরে সেগুলোও দেখার বিষয়। প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ভারসাম্য কিংবা দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংস্কার ইত্যাদি নানা বিষয়ে কোন দলের শেষ পর্যন্ত কী মত থাকবে তা নিয়ে সংশয় আছে।

সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান অধ্যাপক আলী রীয়াজ অবশ্য বলছেন, তারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই রিপোর্ট জমা দেবেন বলে আশা করছেন। তিনি বলেন, 'আমরা মনে করি, যথাসময়েই কমিশন রিপোর্ট দিতে পারবে। এখানে আমাদের রিপোর্টে আমরা স্পষ্ট বলবো কী কী সংস্কার করা দরকার। এখন কীভাবে সেই সংস্কার করা হবে সেটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ঐকমত্য তৈরি করে সরকারকেই এগিয়ে যেতে হবে।'

'এখন এর কোন অংশটা এই মুহূর্তে করা দরকার সেটা ঐকমত্যের ভিত্তিতেই হতে হবে। আমাদের কাজ হচ্ছে এমনভাবে এই সংস্কারের প্রস্তাবগুলো তৈরি করা যেগুলো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখবে, ক্ষমতা এককেন্দ্রিক করবে না এবং জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করবে' বলেন তিনি। তবে সংবিধান সংস্কারে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এই সংস্কার করতে হলে আরও কিছু সংস্কারেও হাত দিতে হবে। এ বিষয়ে আলী রীয়াজ বলেন, 'গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখাসহ যেসব বিষয় সংস্কারে আসবে সেগুলো করতে হলে কী লাগবে? এখানে প্রথমেই যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে, নির্বাচনের এমন ব্যবস্থা করতে হবে যেন মানুষ ভোট দিতে পারেন।' সংস্কার কে করবে? নির্বাচন কমিশন, জনপ্রশাসন, পুলিশ, আইন ও বিচার বিভাগ, সংবিধানসহ যেসব খাতে সংস্কারের কথা বলা হচ্ছে সেগুলো দুয়েক মাসে সম্ভব নয়। আবার রাজনৈতিক দলগুলোর একটা বড় অংশ বিশেষত বিএনপি সংস্কারের অপেক্ষা না করে দ্রুত নির্বাচনে আগ্রহী। এটা নিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের কথা বললেও ঐকমত্য যে সহজ হবে না তা ইতোমধ্যেই স্পষ্ট। ফলে এটাই এখন বড় প্রশ্ন যে সংস্কার অন্তর্বর্তীকালীন সরকার করবে নাকি নির্বাচনের পর নতুন সংসদ করবে? বিএনপি এক্ষেত্রে নির্বাচনের পরে সংস্কারের কথা বলছে। জানতে চাইলে দলটির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বিবিসি বাংলাকে বলেন, তারা সংস্কারের বিপক্ষে নন। নির্বাচনের জন্য কিছু সংস্কার হতেই পারে। কিন্তু মূল সংস্কার হতে হবে নির্বাচিত সরকারের মাধ্যমে। 'আগে রিপোর্টগুলো আসুক। রিপোর্টগুলো নিয়ে পার্লামেন্টে আলোচনা হতে পারে। তাতে কোনও অসুবিধা নেই। কিন্তু ধরেন এখন সংস্কার রিপোর্ট নিয়ে বাস্তবায়ন করলেন, কার কাছে অনুমতি নিয়ে বাস্তবায়ন করলেন?' 'ভোট যদি না হয়, পার্লামেন্ট যদি না থাকে তাহলে এই সংস্কারটা কার কাছে কোথায় পাশ করবেন? প্রেসিডেনসিয়াল অর্ডার দিয়ে? কিন্তু সেটাও তো পরে পার্লামেন্টে নিতে হবে, তখন আবার সংসদে আলোচনা করতে হবে। সেজন্যেই আমরা বলছি, নির্বাচনের পরেই সংসদে আলাপ হোক, তখনই ঠিক করা হোক,' বলছিলেন মি. টুকু। তবে কোনো কোনো দল আবার নির্বাচনের আগেই সংস্কার চায়। বিশেষত জামায়াতে ইসলামী বেশ স্পষ্ট করেই সংস্কারের কথা বলছে।

গত বুধবার ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমান জানিয়েছেন, রাষ্ট্রের মৌলিক সংস্কারে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে তারা যৌক্তিক সময় দিতে চান। জামায়াতের আমির মি. রহমান বলেন, 'দেশের মানুষ কিছু মৌলিক বিষয়ে সংস্কার চায় যাতে আগামীতে আবার কোনো স্বৈরতন্ত্র কায়েমের সুযোগ না থাকে।'

নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'নির্বাচনের জন্য তিন মাস কিংবা পাঁচ বছর, এমন কোনো সময় আমরা অন্তর্বর্তী সরকারকে বেঁধে দেইনি। আমরা সংস্কারের যৌক্তিক সময়ের কথা বলেছি। উপদেষ্টারা বিবেকবান মানুষ, তারা বুঝতে পারেন কতটুকু সময় প্রয়োজন।' আবার ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাদের পক্ষ থেকেও সংস্কারে জোর দেয়া হচ্ছে। তারা মনে করছেন, অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে নির্বাচনের আগে সংস্কার না করলে পরে এটা অনিশ্চিত হয়ে যেতে পারে।

জানতে চাইলে জাতীয় নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বিবিসি বাংলাকে বলেন, সংস্কার ভোটের আগেই হওয়া দরকার। 'ভোট বড় না রক্ত বড়? যদি ভোট বড় হতো তাহলে মানুষ ভোটের জন্য রাস্তায় নামতো। সেটা সাতই জানুয়ারিতে মানুষ তো নামে নাই। কেন নামে নাই? কারণ মানুষ মনে করেছে, তারা যে লড়াই করবে, ভোট দেবে, সে ভোটের মাধ্যমে যাকে নির্বাচিত করে আনবে, এর মাধ্যমে কতটা পরিবর্তন আসবে সে আস্থা, বিশ্বাস মানুষের মধ্যে ছিল না। ফলে তারা নামে নাই।' '৫৩ বছরের অভিজ্ঞতা আমাদের বলে যে নির্বাচিত বা অনির্বাচিত সরকার কিংবা সেনাশাসন হোক, কোনো ফর্মেটেই এ সংস্কারের কাজ কেউ করতে পারেনি। এটা নব্বইয়ে এসেছিলো, একাত্তরে এসেছিলো। চব্বিশের পরে এখন যে সুযোগটা এসেছে, সেটা তরুণ প্রজন্ম মিস করবে না,' বলছিলেন মি. পাটওয়ারী। তাহলে সমাধান কী? রাজনীতি বিশ্লেষকদের কাছে দুই ধরনের মত পাওয়া যাচ্ছে।

প্রথমটি হচ্ছে, বিস্তারিত সংস্কারে হাত না দিয়ে নির্বাচনের পরই সংস্কার শুরু করা। এক্ষেত্রে কারণ হিসেবে উঠে আসছে প্রথমত দলগুলোর মধ্যে বিদ্যমান অনৈক্য এবং দ্বিতীয়ত সংস্কার বাস্তবায়নে নানা চ্যালেঞ্জ আসবে, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে বিভিন্ন খাতে। তখন সেসব সামাল দেয়ার সক্ষমতা নাও থাকতে পারে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের। তখন পরিস্থিতি অস্থিতিশীল হয়ে উঠতে পারে। জানতে চাইলে সাবেক সচিব আবু আলম শহিদ খান বলেন, দলগুলো না চাইলে সরকারের পক্ষে সংস্কার করা সম্ভব হবে না। 'দেখেন সরকারের এখন নানা দুর্বলতা আছে। জনপ্রশাসনের কিছু সংস্কার প্রস্তাব প্রকাশ হওয়ার পর ক্যাডারগুলোর মধ্যে বিক্ষোভ, অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। সংস্কার করতে গেলে অন্যান্য খাতেও এমন হতে পারে। তখন রাজনৈতিক সমর্থন না থাকলে সরকার কি সেটা সামাল দিতে পারবে?' বলছিলেন মি. খান। 'সরকার এখানে একটা কাজ করতে পারে, তাদের কাছে রাজনৈতিক দলগুলো প্রতিশ্রুতি দিতে পারে যে ক্ষমতায় গেলে তারা এগুলো বাস্তবায়ন করবে। এই প্রতিশ্রুতি তারা দেবে জনগণের সামনে, মিডিয়ার সামনে এবং প্রতিশ্রুতির আলোকেই তারা গঠনতন্ত্র এবং তাদের নির্বাচনি ইশতেহার প্রণয়ন করবে,' যোগ করেন তিনি। দ্বিতীয় যে মত পাওয়া যাচ্ছে সেটা হচ্ছে, বিরোধিতা হলেও নির্দিষ্ট কিছু সংস্কার করে ফেলা। যেমন নির্বাচন কমিশন, জনপ্রশাসন, পুলিশ ইত্যাদি।

'কিছু সংস্কার কিন্তু হতেই হবে। কারণ তা না হলে আমরা যে কাঙ্ক্ষিত নির্বাচনের কথা বলছি, সে নির্বাচনটা সুষ্ঠু হবে না। আমরা যে কাঙ্ক্ষিত ন্যায়বিচারের কথা বলছি, সে ন্যায়বিচারটা পাবো না,' বলেন রাজনীতি বিশ্লেষক জোবাইদা নাসরীন। সংস্কার নিয়ে কমিশনগুলো যেসব প্রস্তাব তৈরি করছে, শেষপর্যন্ত তার চেহারা কেমন হবে সেটা স্পষ্ট নয়। আবার জনপ্রশাসনের মতো কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংস্কারের দুয়েকটি বিষয়ে আগাম বিক্ষোভ-বিরোধিতাও দেখা যাচ্ছে। ফলে জনপ্রশাসন, পুলিশের মতো খাতে সংস্কার কী প্রতিক্রিয়া তৈরি করবে এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকার সেটা কতটা সামাল দিতে পারবে সেটা একটা বড় প্রশ্ন। এরসঙ্গে পরিস্থিতি আরও নাজুক হবে যদি সংস্কার নিয়ে জাতীয় ঐকমত্য তৈরি না হয়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মহাকুম্ভ: অসীমান্তিক এক মহান উদযাপন

মহাকুম্ভের এই বিশাল আয়োজনের উদ্দেশে পিনার-এর যাত্রার সূচনা এক স্বপ্নিল আবেশ থেকে। তুরস্কের মেয়ে পিনার ভারতের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের প্রতি গভীর কৌতূহলী ছিলেন। বহুদিন ধরে তিনি শুনে আসছিলেন এই রহস্যময় বিশাল মহামিলনের আয়োজনের কথা যা বিশ্বাস, ঐতিহ্য ও মানবতার অপূর্ব সংমিশ্রণউ মহাকুম্ভের বিশালতাকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে সমস্ত শব্দবন্ধই যেন কম পড়ে যায়। আর ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে অবশেষে যখন তিনি সঙ্গমের বালুকাবেলায় গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদীর পবিত্র মিলনস্থলে এসে দাঁড়ালেন, তখন তাঁর সেই স্বপ্নই যেন বাস্তব হয়ে ধরা দিল।

পরম্পরাগত ভারতীয় পোশাকে সজ্জিত হয়ে পিনার গঙ্গায় পবিত্র অমৃতস্নান করলেনসংস্কার ও শুদ্ধির এই আচার সনাতন ধর্মে গভীর তাৎপর্য বহন করে। কপালে তিলক দিয়ে পবিত্র জলধারার স্পর্শ নিয়ে তিনি মুহূর্তের ঐশ্বরিকতায় সম্পূর্ণভাবে ডুবে যান। বিস্ময়ে ভরা কণ্ঠে তিনি বলেন, 'এখানের পরিবেশ সত্যিই দৈবিক ও মহিমাময়।' পিনারের কাছে এই অভিযাত্রা শুধুমাত্র দীর্ঘপথ পাড়ি দেওয়ার যাত্রা ছিল না, বরং তা ছিল এক গভীর আধ্যাত্মিক জাগরণ।

মহাকুম্ভের আধ্যাত্মিক শক্তি ও পবিত্রতার প্রতি পিনারের মুগ্ধতা স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছিল। ধ্যান ও তিলক দেওয়ার মতো আচার-অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে তিনি ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে আরও গভীরভাবে সংযুক্তি অনুভব করেন। এই অভিজ্ঞতাকে ভাষায় পরিবর্তিত করে তিনি বলেন, 'সঙ্গমের বালুকাবেলায় হেঁটে যাওয়া এবং গঙ্গায় পবিত্র স্নান করাএই অভিজ্ঞতাগুলো আমি কোনোদিন ভুলব না।' আর এই অনুভূতি যেন তাঁর মধ্যে সনাতন ধর্মের প্রতি নতুন করে উপলব্ধি ও শ্রদ্ধার জন্ম দিয়েছে।

মহাকুম্ভ২০২৫ কেবলমাত্র ভারতের সবচেয়ে বড় আধ্যাত্মিক সমাবেশই নয়, বরং এটি এখন একটি বৈশ্বিক সাংস্কৃতিক উৎসবে রূপান্তরিত হয়েছে, যা কোটি কোটি মানুষকে আকর্ষিত করছে। মানবতার অমূর্ত ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃত মহাকুম্ভ সনাতন সংস্কৃতির মূলভাবকে তুলে ধরে বিশ্বব্যাপী বিপুল কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। এবারের মহাকুম্ভে আন্তর্জাতিক দর্শনার্থী ও অনলাইন ব্যবহারকারীদের ব্যাপক আগ্রহ থেকে এই বৈশ্বিক আবেদন আরও স্পষ্ট। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ এই মহোৎসব সম্পর্কে জানতে আগ্রহী, এর গুরুত্ব বুঝতে পেরে এই আধ্যাত্মিক আবহে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে উদগ্রীব। এই বৈশ্বিক কৌতূহলকে আরও উদ্দীপিত করতে উত্তরপ্রদেশের যোগী সরকার ডিজিটাল রূপান্তরকে গ্রহণ করেছে এবং মহাকুম্ভ ২০২৫-কে 'ডিজিটাল মহাকুম্ভ' হিসেবে এক নতুন রূপে উপস্থাপন করেছে। আর এই উদ্যোগের মূল আকর্ষণ হচ্ছে সরকারি ওয়েবসাইট ঁঃঃঢ়ং://দ্ধন্দ্বত্ত.স্তুত্তদ্র/, যেখানে মহাকুম্ভের প্রতিটি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হয়েছে। ঐতিহ্য ও আধ্যাত্মিক গুরুত্ব থেকে শুরু করে যাত্রাপথের নির্দেশিকা ও থাকার ব্যবস্থা সহ সবকিছুই এই পোর্টালে সহজলভ্য। পূণ্যার্থী ও পর্যটকদের জন্য এটি যেন এক একক কেন্দ্রীভূত তথ্যভাণ্ডার। সবাই যাতে এক গভীর ও প্রাণবন্ত অভিজ্ঞতায় জারিত হতে পারেন, তার জন্য বিশেষ আকর্ষণীয় স্থান, প্রধান স্নান উৎসব, করণীয় ও অকরণীয় এবং মিডিয়া গ্যালারি সবকিছুই নিখুঁতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

এই ডিজিটাল উদ্যোগ নজরকাড়া সাড়া পেয়েছে। শুধু জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই ১৮৩টি দেশ থেকে ৩৩ লাখেরও বেশি ব্যবহারকারী সরকারি ওয়েবসাইটে প্রবেশ করেছেন, যা বিশ্বের ৬,২০৬টি শহর থেকে আগত ব্যবহারকারীদের উপস্থিতি নির্দেশ করে। ওয়েবসাইট দেখার ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীদের মধ্যে ভারতের অবস্থান শীর্ষে, এরপর রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, কানাডা ও জার্মানি। এই প্ল্যাটফর্মের ব্যাপক প্রসারতা প্রমাণ করে যে, মহাকুম্ভ সমস্ত ভৌগলিক ও সাংস্কৃতিক সীমানা অতিক্রম করে একটি বৈশ্বিক আবেদন তৈরি করেছে। হয়ে উঠেছে এক অসীমান্তিক মহান উদযাপনউ ওয়েবসাইট পরিচালনাকারী প্রযুক্তি দল জানিয়েছে, ওয়েবসাইটটি চালুর পর থেকেই ভিজিটরের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। উৎসব যতই এগিয়ে এসেছে, প্রতিদিনের ব্যবহারকারীর সংখ্যা নিযুতের ঘর ছাড়িয়ে গেছে। দর্শনার্থীরা শুধু ওয়েবসাইট পরিদর্শনই করছেন না, বরং মহাকুম্ভের সমৃদ্ধ ইতিহাস ও আধ্যাত্মিক গুরুত্ব জানতে দীর্ঘ সময় ধরে এর বিভিন্ন বিষয়বস্তু ঘেঁটে দেখছেন। ডিজিটাল মহাকুম্ভ উদ্যোগটি প্রাচীন ঐতিহ্য ও আধুনিক প্রযুক্তির এক অনবদ্য সংমিশ্রণ। বিশ্বস্ত ও সহজলভ্য তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে উত্তরপ্রদেশ সরকার নিশ্চিত করেছে যে, ভক্ত ও পর্যটকরা যেন কোনো প্রকার ব্যাবস্থাপনাগত জটিলতা ছাড়াই মহাকুম্ভের আধ্যাত্মিক আবহে মনোনিবেশ করতে পারেন।

মহাকুম্ভ ২০২৫ উদযাপনের সঙ্গে সঙ্গে এটি তার মহিমা প্রত্যক্ষ করা সবার মধ্যেই বিস্ময় ও শ্রদ্ধার জন্ম দিচ্ছে। পিনারের মতো দর্শনার্থীদের জন্য এটি শুধু একটি উৎসব নয়; বরং এটি একটি পরিবর্তনশীল যাত্রা, যা সংস্কৃতির সেতুবন্ধন তৈরি করে এবং আধ্যাত্মিক সংযোগকে আরও গভীর করে তোলে। মহাকুম্ভের মহিমা আমাদের মনে করিয়ে দেয় বিশ্বাসের অনন্ত শক্তির কথা, যা মানবতাকে একত্রিত করতে সক্ষম। এর নদী, বালুকাবেলা আর পবিত্র আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে নিহিত রয়েছে শুদ্ধতা, ভক্তি এবং মানবতার শুদ্ধ উদ্দেশ্য অনুসরণের এক চিরন্তন বার্তা। বিশ্বব্যাপী এর পৌঁছানো ও ডিজিটাল উদ্ভাবনের মাধ্যমে মহাকুম্ভ শুধুমাত্র তার ঐতিহ্যকে সংরক্ষণই করছে না, বরং সেগুলোকে একটি সংযুক্তমান বিশ্বের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কোটি কোটি মানুষ যখন ত্রিবেণী-সঙ্গমে সমবেত হচ্ছেন, মহাকুম্ভ তার আধ্যাত্মিক কেন্দ্র হিসেবে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, যেখানে প্রাচীন আচার-আচরণ, প্রথা ও আধুনিক আকাঙ্ক্ষা একত্রিত হয়ে জীবন এবং ঐশ্বরিকতার এক অবিস্মরণীয় উদযাপন হয়ে চলেছে।

"কলকাতার মানুষ মূলত তাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বসবাস করছে", দিলীপের তোপ

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.): "কলকাতার মানুষ মূলত তাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বসবাস করছে"। দক্ষিণ কলকাতার টালিগঞ্জ এলাকায়, নেতাজি নগরের ৯৯ নম্বর ওয়ার্ডে একটি বহুতল ভবন ভেঙে পড়ার ঘটনায় তোপ দাগলেন বিজেপি-র প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, "কলকাতায় ব্রিজ ভেঙে যাওয়ার ঘটনা, রাস্তা ভেঙে যাওয়া এবং বিল্ডিং ভেঙে পড়ার ঘটনা উদ্বেগজনকভাবে যেন সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে এসব মামলায় কাউকে গ্রেফতার বা শাস্তি দেওয়া হয় না। এর কারণ হল, ফ্ল্যাট নির্মাণে প্রতি বর্গফুটে টিএমসি নেতা, কাউন্সিলর, পুলিশ অফিসার এবং পৌরসভার কর্মকর্তাদের দক্ষিণা বিতরণ করা হয়।

ফলে প্রোমোটাররা কাঠামোগুলি তৈরি করতে নিম্নমানের উপকরণ ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। কলকাতায়, কেউ জানে না যে কখন একটি ব্রিজ বা ভবন ভেঙে পড়তে পারে।"

পলাতক আসামী সন্ধানের বিজ্ঞপ্তি

সর্ব সাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত ছবিতে দেওয়া পলাতক আসামীর নাম শ্রী নিতাই সূত্রধর পিতা- শ্রী নিখিল সূত্রধর, ঠিকানা- হালহালি, থানা-কমলপুর, জেলাঃ -ধলাই ত্রিপুরা। অনেক খোঁজা-খুজির পরও উক্ত আসামী কে খোঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। উক্ত পলাতক আসামীকে মহামান্য আদালত কর্তিক ফেরার আসামী ঘোসনা করা হইয়াছে, যাহার মোকদ্দমা নাম্বার ST-I) ৪৭ of ২০১২১

উক্ত পলাতক আসামীর সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় জানানোর জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ-
পুলিশসুপার,
ধলাইজেলা, আমবাসা দুরাভাষনম্বর :-
০৩৮২৬-২৬৭২৫৯ (পুলিশকন্টোল,ধলাই)
০৩৮২৬-২৬৭২৫৮ (অফিস) ৯৪৩৬৯৭২৬৮০ (মোবাইল)
ICA/D-1696/25

স্বাক্ষর:-
মিহির লালদাস
পুলিশসুপার ধলাই জেলা,আমবাসা

বিজ্ঞপ্তি

জনজাতিদের সামাজিক উন্নতি বর্ধনে নিয়োজিত রেজিস্টার্ড NGO / Voluntary Organization (যাদের NGO Darpan Portal এ Unique ID রয়েছে) সমূহের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে ২০২৪-২০২৫ ইং আর্থিক বছরের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের 'Grants in Aid to Voluntary Organizations Working for the Welfare of Scheduled Tribes ' Scheme এর অধীনে নতুন প্রজেক্ট প্রপোজাল আহ্বান করা হয়েছে। অন —লাইন পোর্টাল 'NGO Grants Online Application and Tracking System '(www.ngo tribal gov*f*in) এর মাধ্যমে উক্ত মন্ত্রণালয়ের সমস্ত রকমের নির্দেশিকা মেনে প্রজেক্ট প্রপোজাল জমা দিতে হবে ১৫-০২-২০২৫ তারিখের মধ্যে। এক্ষেত্রে উল্লেখ থাকে যে উক্ত পোর্টালে দাখিল করা সকল প্রয়োজনীয় দলিল পত্রে সংশ্লিষ্ট NGO/VO এর President/Secretary এর সীলমোহর যুক্ত স্বাক্ষর থাকা আবশ্যক।
ICA/D-1695/25

স্বাক্ষর
(শুভাশিস দাস, টি.সি.এস, এস.এস.জি)
অতিরিক্ত সচিব এবং অধিকর্তা
জনজাতি কল্যাণ দপ্তর

The Executive Engineer, Engineering Cell, Samagra Shiksha, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, West Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' online percentage/ item rate e-tender from the eligible Central & State Public Sector undertaking/enterprise and eligible Contractors/Bidders/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/ MES/ CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 03/02/2025 for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Post flood maintenance and restoration work in 3(Three) nos School building at Rajendranagar JB School, Sidhong Banapally High School Chandrakhapara SB School of Kumarghat Block under Unakoti District for the year 2024-25 PNIeT No.- 109/ EE/ENGGCELL/SAMAGRA/2024-25 DNIeT No.-96/EE/ENGGCELL/SAMAGRA/2024-25	Rs.7657703.00	Rs.15314.00	30 days	Up to 3PM 03/02/2025	At 04/02/2025 Hrs on 11am.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

All details can be seen in Press Notice & Bid Documents for the works on website https://tripuratenders.gov.in at free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest bidder.
ICA/C/3277/25

(Er.B Ch. Das)
Executive Engineer Samagra Shiksha, Tripura

PNIT NO: 61 /EE/RD/ SNMD/2024-25, Dt.- 10/ 01/2025

The Executive Engineer, RD Sonamura (Dhanpur) Division, R D Department, Sepahijala District, Tripura invites percentage rate e-tender (single stage two bid) in Tripura PWD Form No. 7 from eligible bidders up to 3.00 P.M. of 24/01/2025 for 2 (two) no. construction work amounting to Rs 53,82,434.00 approx. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in, Queries related to this PNIT may be sent to the email: eerdsonamura@rediffmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C/3284/2.

Executive Engineer RD Sonamura (Dhanpur) Division
M: 8974406541

NOTICE INVITING TENDER FOR SALE OF GREEN LEAVES OF MACHMARA TEA ESTATES FOR THE YEAR 2025-26.

Sealed Tenders/Quotation in plain paper are hereby invited by the undersigned (seller) on behalf of this Corporation from reputed Manufacturer/Processing Unit of Made Tea (Processing Unit Registered under the Provision of Tea Marketing Control Order 2003) for purchasing standard quality of Green Leaves (Tea) of 5.00 lakhs Kgs approx. from Machmara Tea Estate (Unakoti Tripura) for the Crop season-2025. The date for dropping/receive of tender from 13-01-2025 to 29-01-2025 upto 3:00 PM at office working hours and the tender will be opened at 4:00 PM on 29-01-2025 if possible. The detailed terms & conditions of tender may please be visited Tripura Govt. Portal-www.tripura.gov.in or the official Notice Board of Tripura Tea Development Corporation Ltd., Old Secretariat Complex, AK Road, Agartala-799001.
ICA/C/3266/25

Managing Director. TTDC Ltd.

PNIe-T No.:- 21/EE/DD/PWD(R&B)/2024-25 Dated. 09-01-2025.

The Executive Engineer, PWD (R&B) Dharmanagar Division, Dharmanagar (N) Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e- tender for the following works:
Email address: eedmr.rnb@gmail.com
1. DNIT No.: 90/EE/DD/PWD(R&B)/2024-25. 2. DNIT No.: 91/ EE/DD/PWD(R&B)/2024-25. 3. DNIT No.: 92/EE/DD/ PWD(R&B)/2024-25. 4. DNIT No.: 93/EE/DD/PWD(R&B)/2024-25.
Period of downloading of biding documents from 09-01-2025 to 24-01-2025. Deadline for online bidding :- 24-01-2025 up to 3:00 PM.
Date and Time of opening bid :- 24-01-2025 at 4.00 PM.
Place of opening of bids :- Executive Engineer, PWD (R&B), Dharmanagar
Division, Dharmanagar,(N) Tripura.
For details please contact to the office of the undersigned.
For details please visit https://tripuratenders.gov.in
For and behalf of the Governor of Tripura.
ICA/C/3254/25

Executive Engineer PWD (R&B)
Dharmanagar Division Dharmanagar,(N) Tripura

জহর নবোদয় বিদ্যালয়ের জন্য ২৫-তম জাতীয় যুব সংসদ প্রতিযোগিতা, ২০২৩-২০২৪-এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হবে

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি, ২০২৪ (পিআইবি): জহর নবোদয় বিদ্যালয়ের জন্য ২৫-তম জাতীয় যুব সংসদ প্রতিযোগিতা, ২০২৩-২০২৪-এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান নয়াদিল্লির সংসদ ভবন প্রাঙ্গনে আবস্থিত সংসদ গ্রন্থাগার ভবনের জিএমসি বালাযোগী প্রেক্ষাগৃহে বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হবে।

কেন্দ্রীয় আইন ও বিচার মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) এবং সংসদ বিষয়ক মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন এবং পুরস্কার বিজয়ী শিক্ষার্থী ও বিদ্যালয়গুলির মধ্যে জাতীয় যুব সংসদ প্রতিযোগিতায় তাদের অবিস্মরণীয় উপস্থাপনার জন্য পুরস্কার বিতরণ করবেন। এই উপলক্ষে জহর নবোদয় বিদ্যালয়ের জন্য ২৫-তম জাতীয় যুব সংসদ প্রতিযোগিতা, ২০২৩-২০২৪-এ প্রথম স্থানাধীকারী 'জহর নবোদয় বিদ্যালয়, চন্দ্রপুর মহারাষ্ট্র (পুনে অঞ্চল)'-এর শিক্ষার্থীরা 'যুব সংসদে' তাদের উপস্থাপনাটি পুনঃউপস্থাপিত করবে।

সংসদ বিষয়ক মন্ত্রক বিগত ২৮ বছর ধরে জহর নবোদয় বিদ্যালয়গুলিতে যুব সংসদ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছে। এই প্রকল্পের আওতায় সারা ভারতে নবোদয় বিদ্যালয় সমিতির ৮-টি অঞ্চলে বিস্তারিত ৮০-টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষ চলাকালে জহর নবোদয় বিদ্যালয়গুলির জন্য জাতীয় যুব সংসদ প্রতিযোগিতার ধারাবাহিকতার ২৫-তম প্রতিযোগিতাটির আয়োজন করেছিল।

এই যুব সংসদ প্রতিযোগিতার লক্ষ্য হল তরুণ প্রজন্মের মধ্যে আত্ম-শৃঙ্খলার উদ্দীপনা, বহু মত সম্পর্কে সহনশীলতা, দৃষ্টিভঙ্গির অভিব্যক্তিতে যাথার্থতা, এবং একটি গণতান্ত্রিক জীবন ধারার অন্যান্য গুণাবলী সঞ্চারিত করা। পাশাপাশি, এই প্রকল্পটি শিক্ষার্থীদের সংসদীয় চর্চা ও পদ্ধতি, আলোচনা ও বিতর্কের কৌশল সম্পর্কে পরিচয় করিয়ে দেয় এবং তাদের মধ্যে আত্ম-শৃঙ্খলা, নেতৃত্ব দানের গুণাবলী এবং বাগ্মীতার শিল্প ও দক্ষতা সমুন্নত করে তোলার লক্ষ্যেও কাজ করে যাচ্ছে। চলমান, অর্থাৎ, এবার রানিং পার্লামেন্টারি শিল্ড ও ট্রফি দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে প্রথম স্থানাধীকারী 'জহর নবোদয় বিদ্যালয়, চন্দ্রপুর মহারাষ্ট্র (পুনে অঞ্চল)-কে। অন্যদিকে, অন্য ৭-টি অঞ্চলে তাদের সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে প্রথম স্থানাধীকারী ৭-টি বিদ্যালয়কে মেধা ট্রফি দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে।

এই সাতটি বিদ্যালয় হল যথাক্রমেঃ ১. জহর নবোদয় বিদ্যালয়, পাটিয়ালা, ২. জহর নবোদয় বিদ্যালয়, কোঝিকের, কেরালা, ৩. জহর নবোদয় বিদ্যালয় জগৎসিংপুর ওড়িশা, ৪. জহর নবোদয় বিদ্যালয় সহারানপু, উত্তর প্রদেশ, ৫. জহর নবোদয় বিদ্যালয় রাজগীর, বিহার, ৬. জহর নবোদয় বিদ্যালয় , ইস্ট খাসি হিল-ওয়ান, মেঘালয়, ৭. জহর নবোদয় বিদ্যালয় , বারমের, রাজস্থান।

PNITNO: ePT25/EE/RD/KCP/DIV/2024-25/DIS/340228/2025 DATED-07.01.2025

On behalf of the 'Governor of Tripura' the Executive Engineer, R.D Kanchanpur Division, Kanchanpur, North Tripura, Tripura invites percentage e-tender (2 COVER-BID SYSTEM) from the eligible and appropriate Firms/Agencies/Bidders/Contractors up to 11.00 A.M. of 22.01.2025 for the following works:

SL	NAMEOFTHEWORK	TENDER FEE	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION
1	INTERNAL ELECTRIFICATION OF TONG GHAR TYPE RCC TOURISM HOUSE AT SK SERMUN UNDER R.D. KANCHANPURDIVISIONDURINGTHEYEAR2024-25– 2ND CALL. DNIT:eDT52/EE/RD/KCP/DIV/2024-25 dated 11.12.2024	Rs.1000.00	Rs.1228.00	30DAYS
2	UPGRADATION/RENOVATION OF GROUND FLOOR OF ACADEMIC BUILDING AT KANCHANPUR GOVT. DEGREE COLLEGE UNDER R.D. KANCHANPUR DIVISION DURING THE YEAR 2024-25. DNIT:eDT55/EE/RD/KCP/DIV/2024-25 dated 17.12.2024	Rs.1000.00	Rs. 34696.00	60DAYS
3	CONSTRUCTION OF AWC AT JALIRAMPARA, MANU CHAILENGTA ADC VILLAGE UNDER R.D. KANCHANPUR DIVISION DURING THE YEAR 2024-25. DNIT:eDT56/EE/RD/KCP/DIV/2024-25 dated 06.01.2025	Rs.1000.00	Rs. 22588.00	90DAYS
4	CONSTRUCTION OF AWC AT COLONY PARA, SOUTH TWISAMA ADC VILLAGE UNDER R.D. KANCHANPUR DIVISION DURING THE YEAR 2024-25. DNIT:eDT57/EE/RD/KCP/DIV/2024-25 dated 06.01.2025	Rs.1000.00	Rs. 22588.00	90DAYS

Last Date for Document Downloading is 22.01.2025 up to 11.00 A.M.& Time and Date for Opening of Technical Bid is at 12.00 Noon on 22.01.2025.The Document Downloading and Bidding for participation in e-tender please go through website https://tripuratenders.gov.in. The class of bidders has to be appropriate class depending upon the estimated cost of the work.
ICA/C/3271/25

Executive Engineer
RD Kanchanpur Division
Kanchanpur
North Tripura

PRESS NOTICE INVITING e- TENDER (PNIT)

For and on Behalf of the Governor of Tripura, e-Tender in Two Bid System is hereby invited from fish farmers & fishery cooperative society, Fishery Entrepreneurs, SHGs for the Supply of Mixed Major carp fingerlings (10 cm above) to the different blocks of Sabroom Sub-division of Tripura for implementation of different pisciculture scheme during the year 2025-26, meeting the pre-qualifying criteria for the supply mentioned below through online bidding on the website https://tripuratenders.gov.in having Digital Signature Certificate (DSC) issued from any agency authorized by Controller of Certifying Authority (CCA), Govt. of India and which can be traced up to the chain of trust to the RootCertificate of CCA.

NIT No.	Item for which e-tender is invited	Estimated Quantity (in Nos.)	Estimated Tender Value (in Rs.)	Necessary Dates & Time
F.No-3(36)-SF/(SBM)SAT/E-TENDER/2024-25/3080	Mixed Major Carp Fingerling **(10 cm above)**	3.40 lakhs	13.60 lakhs	Bidding Document can be downloaded from 08/01/2025 at 14.30 hrs. Last Date of Online submission of e-tender: Up to 30/01/2025 till 16.00 hrs. Time as per clock time of e-procurement website **https://tripuratenders.gov.in**

The detailed press notice &bid documents for the above can be seen on website https://tripuratenders.gov.in
All the future modifications /corrigendum (if any) shall be made available in the e-procurement portal. So, bidders are requested to get the update themselves from the e-procurement web portal only.
ICA/C/3261/25

(Ajoy Das)
SUPDT.OF FISHERIES
SABROOM, SOUTH TRIPURA

PNIT No. F. 30/EE/PWD(R&B)/KHW/ 2024-25
date: 06-01-2025

The Executive Engineer, Khowai Division, PWD(R&B), Khowai, Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following works:

Sl. No.	Name of work/ DNIeT	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion
1	DNIeT No: 101/SE-II/PWD(R&B)/2024-25	₹ 34,96,556.00	₹.69,931.00	90 (Ninety) Days
2	DNIeT No: 56/EE/PWD(R&B)/KHW/2024-25	₹ 24,02,417.00	₹ 48,048.00	90 (Ninety) Days
3	DNIeT No: 57/EE/PWD(R&B)/KHW/2024-25	₹ 24,26,947.00	₹ 48,539.00	90 (Ninety) Days
4	DNIeT No: 58/EE/PWD(R&B)/KHW/2024-25	₹ 23,62,802.00	₹ 47,256.00	120 (One hundred twenty) Days
5	DNIeT No: 59/EE/PWD(R&B)/KHW/2024-25	₹ 24,22,979.00	₹ 48,460.00	120 (One hundred twenty) Days
6	DNIeT No: 60/EE/PWD(R&B)/KHW/2024-25	₹ 24,18,465.00	₹ 48,369.00	180 (One hundred eighty) Days
7	DNIeT No: 61/EE/PWD(R&B)/KHW/2024-25	₹ 24,21,418.00	₹ 48,428.00	180 (One hundred eighty) Days

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/3256/25

Executive Engineer Khowai Division, PWD(R&B)
Khowai Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER

For and on Behalf of the Governor of Tripura, e-Tender in Two Bid System is hereby re-invited from bonafide fish farmers & Fishery Co-operative society, Fishery Entrepreneurship, SHGs for supply of Mixed Major carp Fingerlings (10 cm& above size) under PMMSY various Pisciculture scheme to Karbook Sub-Division of the State of Tripura for implementation of different pisciculture scheme during 2025-26. through online bidding on the website https://tripuratenders.gov.in

TIME SCHEDULE OF TENDER

Estimated quantity (in NO'S.)	Estimated Tender Value (Rs.)	Critical Date & Time	
2.00 lakh, quantity of fingerlings may increase or decrease.	Rs. 12.50 lakh (Rupees Twelve Lakh Fifty thousand.) only	Tender e-Publication date	15.01.2025 from 12.00 Hours
		Document download start date	16.01.2025 from 11.00 Hours
		Pre bid meeting	17.01.2025 from 11.00 Hours
		Bid Submission start date	18.01.2025 from 11.00 Hours
		Document download end date	29.01.2025 up to 15.00 Hours
		Bid Submission end date	30.01.2025 up to 15.00 Hours
		Tender Opening Date	31.01.2025 up to 11.00 Hours

All the above-mentioned times are as per clock time of e-procurement website https://tripuratenders.gov.in.
The bid documents, terms & conditions, instructions to bidder and other details related to e-Tender can be seen and obtained from the website https://tripuratenders.gov.in.
All future modification/Corrigendum/Addendum, if any will be published only on the above website.
Intending bidders can participate on the bidding through online e-procurement website https://tripuratenders.gov.in only.
ICA/C/3250/25

Sd/-
(A. Debbarma)
Supdt. of Fisheries Karbook Sub Division.

TRIPURA PUBLIC SERVICE COMMISSION
AGARTALA
Advt. No. 03/2025

Online applications are invited from bonafide citizens of India for selection of candidates for recruitment to 16(sixteen) Nos. of posts of Super Specialist Medical Officer in Grade-III of THS, Group-A Gazetted under Health and Family Welfare Department, Govt. of Tripura.
For detailed Advertisement please visit- https://tpsc.tripura.gov.in.

(S.Mog, IAS) Secretary,
Tripura Public Service Commission.

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

অম্বল ঠেকানোর উপায়গুলি জেনে রাখা জরুরি

সুস্থ থাকতে স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া জরুরি। অনেকেই সেই নিয়ম মেনে চলেন। বাইরের খাবারের বদলে বাড়ির খাবারই খান। কিন্তু তার পরেও মাঝেমাঝে অসুস্থ হয়ে পড়েন। নানা অসুখ-বিসুখেও ভোগেন। সঠিক সময়ে খাওয়া হয় না বলেই এমন হয়। সকালে সময়ে খাবার খেয়ে বেরোলোও দুপুরে খেতে খেতে অনেকটাই দেরি হয়ে যায় অনেকের।

দ্রুত কাজ শেষ করার ব্যস্ততা, দীর্ঘ সময় ধরে চলা মিটিংয়ের ফাঁকে খাবার খাওয়ার সময় পাওয়া যায় না। প্রায় দিন দুপুরের খাবার খেতে বিকেল হয়ে যায়। ফলে গ্যাস-অম্বল লেগেই আছে। দুপুরের খাবার খাওয়ার আদর্শ সময় হল ১১টা থেকে ১টা। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে দুপুরের খাবার খাওয়ার সুযোগ হয় না অনেকেরই। সে ক্ষেত্রে গ্যাস-অম্বল ঠেকানোর কিছু উপায় রয়েছে।

জল খাওয়া

দীর্ঘ ক্ষণ পেট খালি থাকলে গ্যাস-অম্বল হবে, সেটাই স্বাভাবিক। তাই খাবার খাওয়ার সময় না পেলে অন্তত এক গ্লাস জল খান। জল গ্যাস-অম্বলের ঝুঁকি কমায়। তবে একবারে বেশি করে জল খেলে চলবে না। অল্প অল্প করে জল খান। এর ফলে গ্যাস উতন্ন হওয়ার সুযোগ পাবে না।

ফল খান

দুপুরে ভারী খাবার খাওয়ার সুযোগ না পেলে বরং কিছু ফল খেতে পারেন। তবে খালি পেটে সব ধরনের ফল খাওয়া যাবে না। কলা, সবেদা, আতার মতো কিছু ফল খেতে পারেন। ফল অম্বলের ঝুঁকি কমাবে। হজমের গোলমালের ঝুঁকিও থাকবে না। ফল যদি কাছে না থাকে বদলে খেজুর খান।

শেষ পাতে ঘি

দেরি করে খাবার খাওয়ার ফলে অনেক সময়ে মাথাব্যথা, বমি ভাবের মতো নানা সমস্যা দেখা যায়। গ্যাস হওয়ার কারণেই এমনটা হয় মূলত। তবে শেষ পাতে যদি অল্প ঘি কিংবা গুড় খেতে পারেন, তা হলে সুস্থ হবেন দ্রুত।

বাড়িতে পোষ্য থাকলে ঘরে যেন থাকে আলাদাই মেজাজ

বাড়িতে পোষ্য থাকলে ঘরে যেন থাকে আলাদাই মেজাজ। আপনি বাড়ি ফিরে এলে আর কেউ আপনার জন্য অপেক্ষা করুক আর না-ই করুক, বাড়ির চারপেয়ে সদস্যটি কিন্তু আপনার অপেক্ষায় পথ চেয়ে বসে থাকবে। দরজা খুললেই ঝাঁপিয়ে পড়বে আপনার উপর। কাজের সূত্রেই হোক কিংবা ভ্রমণের জন্য, কখনও কখনও প্রিয় পোষ্যকে বাড়িতে একা রেখেই যেতে হয়। অল্প কয়েক দিনের জন্য কোথাও গেলে অবশ্য অনেক অভিভাবকই পোষ্যদের "ক্রেশ"-এ রেখে যান। কিন্তু সেখানেও অনেক সময়ে তারা অপরিচিত মানুষদের সঙ্গে খাপ খাইয়ে উঠতে পারে না। সে ক্ষেত্রে সমস্যা আরও বেড়ে যায়। বেশি দিনের জন্য কোথাও গেলে পোষ্যকে নিয়ে যাওয়াই ভাল। কিন্তু অল্প কিছু ক্ষণ বা এক বেলার জন্য বাইরে গেলে কিছু কিছু বিষয় মাথায় রাখা জরুরি। পোষ্যকে বাড়িতে একা রেখে যাওয়ার আগে কোন কোন বিষয় মাথায় রাখবেন ১) বাড়িতে কেউ না থাকলে পোষ্যরা খুবই একাকিত্বে ভোগে। তাই ঘরে একা রেখে যাওয়ার আগে অনেক ধরনের খেলনা ভরে রেখে দিয়ে যান। যেগুলি বিশেষ ভাবে পোষ্যদের জন্যই তৈরি করা হয়। ২) পোষ্যকে একটি নির্দিষ্ট ঘরে রাখুন। সারা বাড়ির মধ্যে ঘোরার সুযোগ পেলে সেই সুযোগ হাতছাড়া করবে না তারা। সঠিক প্রশিক্ষণ না থাকলে সারা বাড়ি লন্ডভন্ড করে দিতে পারে তারা। তার চেয়ে একটি ঘরেই অনেক খেলনা দিয়ে পোষ্যের মন ভরিয়ে রাখার চেষ্টা করুন। ৩) বাড়িতে কেউ না থাকলে পোষ্যদের খাবারের যেন কোনও অসুবিধা না হয়, সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। কাউকে দায়িত্ব দিয়ে যেতে হবে, যিনি সময় মতো এসে জল এবং খাবার দিয়ে যাবেন। কিংবা আলাদা আলাদা পাত্রে পর্যাপ্ত খাবার ও জল গুছিয়ে রেখে যান।

বাড়িতে কেউ না থাকলে পোষ্যদের খাবারের যেন কোনও অসুবিধা না হয়, সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। ৪) লোকজনের মধ্যে থাকতে পছন্দ করে পোষ্যরা। বাড়িতে কারও গলা শুনতে না পেলে মনমরা হয়ে পড়ে তারা। পোষ্য বাড়িতে একা থাকলে তাদের জন্য টেলিভিশনটি চালিয়ে যেতে পারেন। এই ফন্দি কাজে লাগিয়ে তাদের একাকিত্ব দূর করা যেতে পারে। ৫) পোষ্যকে বাড়িতে এখা রাখার আগে তাকে বাইরে থেকে ঘুরিয়ে আনুন। পোষ্যকে নিয়ে সকাল-বিকেল পার্কে ঘুরতে গেলে সাধারণত বেল্ট দিয়ে বেঁধেই রাখেন। কিন্তু ঘরে যদি পোষ্যকে একেবারে একা রেখে কোথাও যেতে হয়, সে ক্ষেত্রে বাঁধন খুলে রাখাই ভাল। তাঁদের নিজস্ব পরিসরে ঘোরাফেরা করতে দিন।

নিয়মিত কিছু যোগাসন করে এই ধরনের সমস্যাকে বশে রাখা যায়

ছুটির দিন। ঘুম থেকেও উঠেছেন দেরিতে। তার পর থেকেই হঠাতমাথা দপদপ করছে। বেলা বাড়তে থাকলে এই ব্যথাই ধীরে ধীরে যন্ত্রণার দিকে মোড় নিতে শুরু করে। যা ক্রমশ ছড়িয়ে যায় চোখে, ঘাড়ে। এমন সমস্যায় ভুগতে থাকেন অনেকেই। যন্ত্রণা কমানোর জন্যে ব্যথানাশক খান অনেকেই। সাধারণ গ্যাস-অম্বল থেকে যদি মাথাব্যথা না হয়, তেমন কোনও মানসিক চাপ যদি না থাকে, তবে এমন সমস্যা কিন্তু মাইগ্রেনের কারণেও হতে পারে।

এই ধরনের যন্ত্রণা ওষুধ খেয়ে পুরোপুরি নির্মূল করা যায় না। জীবনযাপনে পরিবর্তন আনতে না পারলে এই ধরনের যন্ত্রণা বশে রাখা সম্ভব নয়। তাই যোগ প্রশিক্ষকেরা বলছেন, নিয়মিত কিছু যোগাসন করে এই ধরনের সমস্যাকে বশে রাখা যায়।

১) পশ্চিমোত্তনাসন

প্রথমে দুই পা টানটান করে সোজা হয়ে বসুন। শ্বাস নিতে নিতে দুই হাত মাথার উপরে তুলুন। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে হাতসহ কোমর থেকে সামনের দিকে বেশ খানিকটা ঝুঁকে মুখ হাঁটুতে স্পর্শ করুন। আসন করার সময় পেট ভিতরের দিকে হালকা টেনে রাখুন। আগের অবস্থায় ফেরার সময় শ্বাস নিতে নিতে হাত ওঠান এবং শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে হাত নামিয়ে নিন। দিনে তিন থেকে পাঁচ বার এটি করুন।

২) সেতুবন্ধনাসন

প্রথমে মাটিতে চিত হয়ে শুয়ে পড়ুন। হাঁটু ভাঁজ করে পা দু'টো নিতম্বের কাছে রাখুন। এ বার ধীরে ধীরে মাটি থেকে কোমর তুলে ধরুন। এ বার দুই হাত টান টান করে, গোড়ালি স্পর্শ করার চেষ্টা করুন। এই অবস্থানে ১০ সেকেন্ডে থাকুন। ৪ থেকে ৫ বার এই ভাবে অভ্যাস করুন।

৩) জানু শীর্ষাসন

একটি পা সামনের দিকে টান টান করে ছড়িয়ে বসুন। আর একটি পা মুড়ে রাখুন। কোমর থেকে ভাঁজ করে শরীরকে সামনের দিকে নিয়ে যান। যেন আপনার বুক উরুতে ঠেকে থাকে। মাথা হাঁটুতে স্পর্শ করে পায়ের আঙুল ছোঁয়ার চেষ্টা করুন।

৪) পদ্মাসন

বাঁ উরুর উপর ডান পা এবং ডান উরুর উপর বাঁ পা রেখে মেরুদণ্ড সোজা করে বসুন। এ বার দু''হাত সোজা করে হাঁটুর ওপর রাখুন। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। এই ভাবে বসা অভ্যাস করুন মিনিট পাঁচেক।

৫) পদাহস্তাসন

প্রথমে টানটান হয়ে দাঁড়ান। স্বাভাবিক ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নিন। এ বার কানের পাশ থেকে দুই হাত তুলে মাথার উপরে রাখুন। এবার শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে সামনের দিকে ঝুঁকে পায়ের পাতা স্পর্শ করুন। তবে এই সময়ে খেয়াল রাখতে হবে, হাঁটু যেন ভেঙে না যায়। জোর করে কিছু করার প্রয়োজন নেই। যতটুকু সহ্য করতে পারেন, সে ভাবেই অভ্যাস করুন।

ভুঁড়ি কমাতে ভরসা রাখতে পারেন এলাচে

বাড়তি ওজন নিয়ে চিন্তায় পড়েছেন? নিয়মিত শরীরচর্চা ও সঠিক ডায়েটের পাশাপাশি কয়েকটি টোটকাও কিন্তু মেদ ঝরাতে সাহায্য করে। বিরিয়ানি হোক কিংবা পায়েস, এলাচ দিলেই রান্নার স্বাদ বেড়ে যায় কয়েক গুণ। তবে এই এলাচের গুণেই আপনার ওজন কমতে পারে, সে খবর রাখেন কি?

বিভিন্ন গবেষণায় বলা হয়েছে, ছোট এলাচকে "সুপার ফুড" বলা যেতে পারে।

গবেষকরা বলেছেন, এলাচ খেলে খাওয়ার ইচ্ছে বাড়ে বটে। তবে এই খাবার শরীরে শক্তির উতাদনকে ত্বরান্বিত করে, ফ্যাট ঝরাতেও সাহায্য করে। এলাচ মেলাটোনিনের একটি ভাল উত, যা বিপাক হার বাড়ায়, হজমশক্তির উন্নতি ঘটায়। মেদ ঝরানোর প্রক্রিয়াকে তরান্বিত করে। তাই এলাচ খেলেই কমতে পারে আপনার ওজন। এই কারণেই মুখশুদ্ধি হিসাবেও এলাচের প্রচলন রয়েছে। শুকনো এলাচ নয়, ছোট এলাচ জলে ফুটিয়ে খেলে ফল মিলবে দ্রুত। কী ভাবে বানাবেন এলাচ-জল? এলাচ মেলাটোনিনের একটি ভাল উৎস যা বিপাক হার বাড়ায়, হজমশক্তির উন্নতি ঘটায়। ছবি: শাটারস্টক।

দু'গ্লাস জল সাত-আটটি এলাচ দানা দিয়ে মিনিট পাঁচেক ফুটিয়ে নিন।। রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে সেই জল ছেঁকে নিয়ে পান করুন নিয়মিত। এলাচগুলিও রান্নায় ব্যবহার করতে পারেন। তাতে অসুবিধা নেই। এলাচের আর কী কী স্বাস্থ্যগুণ রয়েছে?

১) নিয়মিত এলাচ খেলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে। যাঁদের উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা আছে, তাঁরা রোজ এলাচ খেতে পারেন।

২) রক্ত জমাট বাঁধার সমস্যাও কিছুটা কমাতে পারে এলাচ। রক্ত সঞ্চালনের গতিও বাড়িয়ে দেয় হেঁশেলের এই উপাদানটি।

৩) যাঁদের ত্বকে তুলনায় তাড়াতাড়ি বয়সের ছাপ পড়ে যাচ্ছে, তাঁরা এই জল খেতে পারেন। এতে ত্বক টানটান হয়, বলিরেখা কমে। ৪) দাঁতের গোড়ার নানা ধরনের সংক্রমণও কমে এই জল খেলে।

ওষুধ খেয়েও কমছে না আর্থাইটিসের ব্যথা?

আত্মীয়স্বজন, চেনা-পরিচিত, সহকর্মী, পরিবারের বয়স্ক সদস্যের অনেকেই আর্থাইটিসের রোগী। ইদানীং কমবয়সিদের মধ্যেও আর্থাইটিস হানা দিচ্ছে। ৩০ পেরোলেই আর্থাইটিসের ব্যথায় কাবু হচ্ছেন অনেকেই। তবে আধুনিক জীবনযাপন এই রোগের নেপথ্যের একটা বড় কারণ। হাঁটুর ব্যথায় চলাফেরা প্রায় বন্ধ অনেকেরই।

আর্থাইটিসের সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে বদল আনতে হবে জীবনধারায়। বাইরের খাবারদাবার পুরোপুপি বন্ধ করে দিতে হবে। সেই সঙ্গে নিয়মিত শরীরচর্চার অভ্যাসও বজায় রাখতে হবে। কারণ এই রোগের ক্ষেত্রে শরীরচর্চার অভ্যাস থাকা অত্যন্ত জরুরি। আর্থাইটিস ধরা পড়ার পর অনেকেই জিমে ভর্তি হন। তবে জিমে গিয়ে যে শারীরিক কসরত হয়, আর্থাইটিসের ক্ষেত্রে ততটাও প্রয়োজন নেই। তার চেয়ে বাড়িতেই কয়েকটি যোগাসন যদি নিয়মিত করতে পারেন, উপকার পাবেন। তাড়াসন সোজা হয়ে দাঁড়ান। পায়ের পাতার মধ্যে দুই ইঞ্চি দূরত্ব রাখুন। শ্বাস নিন। হাত দুটোকে উপরে তুলে কাঁধের সমান সমান নিয়ে যান। এ বার আঙুল দিয়ে হাত দুটোকে জড়ান। হাতের তালু রাখুন বাইরের দিকে। এ বার শ্বাস নিতে নিতে মাথার উপর হাত দুটো নিয়ে যান। পায়ের গোড়ালিগুলো মাটি থেকে উপরে তুলুন। পায়ের পাতার উপর শরীরের ভারসাম্য রাখুন। এই অবস্থায় ৩ থেকে ১০ বার শ্বাস নিন। এ বার গোড়ালি নীচে নিয়ে আসুন। শ্বাস ছেড়ে আগের অবস্থায় ফিরে আসুন। দিনে দু'বার করলে নিয়ন্ত্রণে থাকবে বাতের ব্যথা।

পশ্চিমোত্তাসন সামনের দিকে পা ছড়িয়ে বসুন। পায়ের পাতার অভিমুখ রাখুন আপনার দিকে। শিরদাঁড়া সোজা রাখুন। এ বার শ্বাস নিন। দুটো হাত একসঙ্গে মাথার উপর সোজা করে তুলুন। এর পরে শ্বাস ছাড়ুন। এ বার আস্তে আস্তে সামনের দিকে ঝুঁকুন। হাত দুটো গোড়ালি পর্যন্ত পৌঁছলে একটির কব্জি দিয়ে আর একটি ধরে রাখুন। মাথা রাখুন হাঁটুতে। এর পর শ্বাস ছাড়ুন। খেয়াল রাখুন শিরদাঁড়া যেন সামনের দিকে প্রসারিত থাকে। শ্বাস নিন। এ বার আগের ভঙ্গিতে ফিরে আসুন। নিয়ম করে এটি করলে ব্যথা কমবে। শবাসন সবচেয়ে সহজ আসন মনে হলেও শবাসন করতে মানসিক স্থিরতার প্রয়োজন। চিত হয়ে শুয়ে পা দু'টি লম্বা করে ছড়িয়ে দিন। দু'টি হাত শরীরের দু'পাশে শরীর সংলগ্ন রাখুন। হাতের তালু দু'টি শিথিল করে রাখুন। চোখ বন্ধ করুন। বেশ কিছু ক্ষণ এই ভাবে থাকার পর ধীরে ধীরে উঠে বসুন। এতে মন এবং মস্তিষ্ক দুটোই শান্ত থাকবে।

রূপচর্চায় কী ভাবে কাজে আসবে পুজোর সামগ্রী

রূপচর্চায় চন্দনের ব্যবহার সেই আদ্যিকাল থেকেই। নামী-দামি প্রসাধনীতে এখনও চন্দনের ব্যবহারের চল রয়েছে। চন্দন ব্রণ, ফুসকুড়ির হাত থেকে যেমন ত্বককে রক্ষা করে, তেমন ত্বককে ঠান্ডাও রাখে ভিতর থেকে। চন্দনে রয়েছে অ্যান্টিব্যাক্টেরিয়াল গুণ, ত্বকে কোনও রকম সংক্রমণ হলেও চন্দন ব্যবহার করলে প্রদাহ দূর হয়।

চন্দনের গুণের শেষ নেই। ত্বকের বিভিন্ন সমস্যায় বা ঔজ্জ্বল্য বাড়াতে চন্দনের জুড়ি মেলা ভার। জেনে নিন, ত্বকের কোন সমস্যায় কী ভাবে চন্দন ব্যবহার করলে উপকার পাবেন?

তৈলাক্ত ত্বকের সমস্যায়

সারা বছরই ত্বক তেলেতেলে দেখায়? স্নানের আগে বা রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে চন্দন বাটা কিংবা গুঁড়োয় গোলাপ জল মিশিয়ে সেই মিশ্রণ দশ মিনিট মুখে লাগিয়ে রাখুন। তার পর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। কয়েক দিনের টানা ব্যবহার করলেই ত্বকে পরিবর্তন চোখে পড়বে। ব্রণর উপশমে চন্দন ব্রণ, ফুসকুড়ির হাত থেকে যেমন ত্বককে রক্ষা করে, তেমন ত্বককে ঠান্ডাও রাখে ভিতর থেকে। ছবি: শাটারস্টক।

ব্রণর সমস্যায় মোক্ষম দাওয়াই হতে পারে চন্দন। চন্দনের সঙ্গে টোম্যাটো মেটে নিয়ে ত্বকের তেলতেলে ভাব কমিয়ে ব্রণ ও র্যাশ কমাতে সাহায্য করে। অতিরিক্ত ব্রণর সমস্যা থাকলে, চন্দনের সঙ্গে বিউলির ডাল ও গোলাপ জলের প্যাক বানিয়ে আধ ঘণ্টা মুখে লাগিয়ে রাখুন। তার পর পরিষ্কার করে নিন। তবে এক বারেই ম্যাজিক হবে না, ধৈর্য নিয়ে নিয়ম করে ব্যবহার করতে হবে এই ফেসপ্যাক।

ট্যান দূর করতে

রোদে পোড়া ত্বক মেরামতেও চন্দনের জুড়ি নেই। গোলাপ জল, অল্প টক দই, শসার রসের সঙ্গে চন্দনের গুঁড়ো মিশিয়ে প্যাক বানিয়ে নিন। ২০ মিনিট মুখে লাগিয়ে ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। দিন পাঁচেকের মধ্যেই ট্যান দূর হবে এই প্যাক নিয়মিত ব্যবহার করলে।

আসন: নিয়মিত করলে ত্বক টানটান হবে

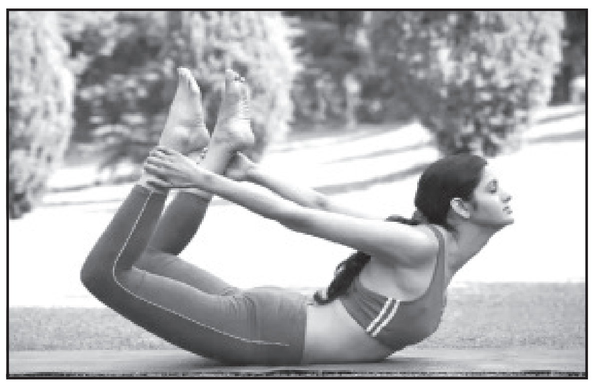

প্রসাধনী ব্যবহার করলেই ত্বকে সাময়িক জেল্লা আসে। কিন্তু ত্বক ভিতর থেকে জেল্লাদার করে তুলতে প্রসাধন সামগ্রীর উপর চোখ বন্ধ করে ভরসা করলে চলে না। বরং ত্বকের দেখাশোনায় ঘরোয়া যত্নের প্রয়োজন। ঘরোয়া উপকরণ দিয়েও খেয়াল রাখা যায় ত্বকের। কিন্তু ত্বকের সমস্যা তো একটি নয়। ব্রণ থেকে র্যাশ, সমস্যা পিছু ছাড়ে না।

সেই সঙ্গে কম বয়সেই সঠিক যত্নের অভাবে ত্বক শিথিল হয়ে পড়ে অনেকের। শিথিল ত্বক টানটান করে তুলতে অনেকেই নানা কিছু ব্যবহার করেন। তাতে উপকার বিশেষ হয় না। বরং কয়েকটি ব্যায়াম যদি নিয়ম মাফিক করতে পারেন, তা হলে ত্বক হবে টানটান এবং জেল্লাদার।

ভুজঙ্গাসন

উপুড় হয়ে ম্যাটের উপর শুয়ে পড়ুন। পা সোজা করে রাখুন। দুই হাতের তালু কাঁধের পাশে মাটিতে রাখুন, কনুই থাকুক শরীর ঘেঁষে। আগু-পিছু করে আরামদায়ক ভাবে নিজের অবস্থান ঠিক করে নিন। কপাল মাটিতে রেখে চোখ বন্ধ করুন। ধীরে ধীরে শ্বাস নিন। হাতে ভর না দিয়েই মাথা এবং বুক উপরের দিকে তুলুন। কিছু ক্ষণ এই ভঙ্গিতে থেকে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় আসুন।

পশ্চিমোত্তাসন

সামনের দিকে পা ছড়িয়ে বসুন। পায়ের পাতার অভিমুখ রাখুন আপনার দিকে। শিরদাঁড়া সোজা রাখুন। এ বার শ্বাস নিন। দুটো হাত একসঙ্গে মাথার উপর সোজা করে তুলুন। এর পরে শ্বাস ছাড়ুন। এ বার আস্তে আস্তে সামনের দিকে ঝুঁকুন। দুটো হাত গোড়ালি পর্যন্ত পৌঁছলে একটির কব্জি দিয়ে আর একটি ধরে রাখুন। মাথা রাখুন হাঁটুতে। এর পর শ্বাস ছাড়ুন। খেয়াল রাখুন শিরদাঁড়া যেন সামনের দিকে প্রসারিত থাকে। শ্বাস নিন। এর পরে আস্তে আস্তে দুটো হাত সরিয়ে মাথার উপর নিয়ে গিয়ে শ্বাস ছাড়ুন। এ বার হাত দুটো নামিয়ে নিয়ে আগের ভঙ্গিতে ফিরে যান।

বালাসন হাঁটু মুড়ে গোড়ালির উপর বসুন। এ বার দুই হাত প্রসারিত করে পেট মুড়ে সামনের দিকে ঝুঁকে যান। বুক যেন উরু স্পর্শ করে। মাথা মাটিতে ঠেকিয়ে রাখুন। শ্বাস স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করুন। নিয়মিত এই আসনগুলি করলে উপকার পাবেন।

চটজলদি তৈরি করা মুখরোচক খাবার

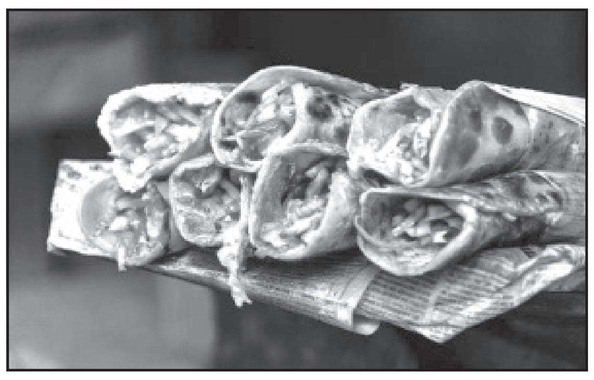

রোজ একঘেয়ে খাবার খেতে ভাল না লাগলে, বাড়িতে হঠাতঅতিথি এলে কিংবা স্বাদবদল করতে সমাধান একটিই "ফাস্ট ফুড"। পাড়ার মোড়ে জ্বলজ্বল করতে থাকা এই বিপণিগুলিতে যে ধরনের খাবার পাওয়া যায়, সেগুলিতে ক্যালোরির মাত্রাও বেশি এবং স্বাস্থ্যের জন্য মোটেও ভাল নয়। তা সত্ত্বেও শুধুমাত্র স্বাদের কারণে এই সব খাবার খেয়ে ফেলার প্রবণতা দেখা যায় অনেকের মধ্যে।

আগেও এই ধরনের ফাস্ট ফুড খাওয়ার চল ছিল। তবে একটি সমীক্ষা বলছে, আমেরিকায় ২০১৩ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে তার হার বেড়েছে প্রায় ৩৭ শতাংশ। ভারতের পরিসংখ্যানটি নেহাত কম নয়। অনেকেই জানেন, এ ধরনের খাবার খেতে ভাল লাগছে বলেই একটানা খেয়ে ফেলা যায় না। শরীর খারাপ হয়। পেটেরও গন্ডগোল হতে পারে। কিন্তু এই খাবারগুলি শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে কেমন প্রভাব ফেলে, তা জানা আছে কি?

হার্টের সমস্যা

এই ধরনের খাবারে যে পরিমাণ তেল ব্যবহার করা হয়, তা রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়িয়ে তোলে। দিনের পর দিন এই চর্বিজাতীয় পদার্থগুলি ধমনীর দেওয়ালে জমতে থাকে। ফলে হার্টে রক্ত জোগানের গতি শ্লথ হয়ে যেতে পারে। ফলে হৃদ্যন্ত্র বিকল হয়ে যেতেই পারে।

রক্তে শর্করায় বেশির ভাগ ফাস্ট ফুডে কার্বোহাইড্রেট অনেক বেশি। ফাইবার নেই বললেই চলে। পরিপাকের সময়ে এই সব খাবার থেকেই রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়িয়ে তোলে। ডায়াবিটিস তো বটেই, সেখান থেকে শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও বিকল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

শ্বাসযন্ত্র বেশি ফাস্ট ফুড খেলে স্থূলতার সমস্যা দেখা দিতে পারে। চিকিতকেরা বলছেন, দেহের ওজন অতিরিক্ত হলে শ্বাসকষ্টের সমস্যা বাড়তে পারে। দেহের এই অতিরিক্ত মেদ ফুসফুসের উপর চাপ সৃষ্টি করে। ফলে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নামা, সামান্য চলা-ফেরা করতে গিয়ে হাঁপিয়ে পড়েন অনেকে। প্রজননতন্ত্র মুখরোচক এই জাতীয় খাবার কিন্তু প্রজননে সমস্যা তৈরি করতে পারে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ফাস্ট ফুডে থাকা এক ধরনের রাসায়নিক প্রজননে অংশগ্রহণকারী হরমোনের কার্যকারিতা কমিয়ে আনে। ফলে সন্তানধারণে সমস্যা দেখা দিতে পারে। গর্ভে ভ্রূণের বেড়ে ওঠায় অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় এই রাসায়নিক। মানসিক স্বাস্থ্য শুধু শরীরের নয়, মানসিক স্বাস্থ্যের উপরেও প্রভাব ফেলে ফাস্ট ফুড। ২০২০ সালে চিনে হওয়া একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, প্রক্রিয়াজাত খাবার এবং নরম পানীয়ে থাকা বিভিন্ন যৌগ অবসাদ বাড়িয়ে তোলে। এ ছাড়াও নানা ধরনের মানসিক সমস্যার নেপথ্যে রয়েছে এই জাতীয় খাবার।

সমবায়ঃ বিশ্বের সুস্থায়ী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ভবিষ্যতের চাবিকাঠি

- শ্রী মুরলিধর মোহল,
কেন্দ্রীয় সহযোগিতা ও অসামরিক বিমান পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী

১০০ টিরও বেশি দেশের নেতাদের বিশ্বব্যাপী সমাবেশের একটি অঙ্গ হিসাবে উঠে এসেছে নতুন দিল্লির সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক সমবায় জোট (আইসিএ) বিশ্ব সমবায় সম্মেলন ২০২৪। এই সম্মেলনে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সুস্থায়ী এবং ন্যায়সঙ্গত ভবিষ্যত গঠনে সমবায়ের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী রাষ্ট্রসংঘের আন্তর্জাতিক সমবায় বছর ২০২৫ (আইওয়াইসি ২০২৫)-এর সূচনা করেন। রাষ্ট্রসংঘের সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) অর্জনে সমবায়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উপর আলোকপাত করার লক্ষ্যে একটি বিশ্বব্যাপী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই বছরটি বিশ্বের অর্থনীতি ও সামাজিক আলোচনার একটি সন্ধিক্ষণ হিসাবে চিহ্নিত হবে, যেখানে সমবায়সমূহ কেবল স্থানীয় উন্নয়নের হাতিয়ার হিসাবেই নয়, বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান চালিকাশক্তি হিসাবেও স্বীকৃত হবে।

সমবায় মডেলঃ সামাজিক গোষ্ঠী স্তরে নিহিত, বিশ্বব্যাপী প্রভাব রাখার জন্য প্রস্তুত:

সমবায় মডেলের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে একটি সহজ অথচ শক্তিশালী ধারণা। সেটি হলো যে, পারস্পরিক সুবিধার জন্য মানুষ একসঙ্গে কাজ করে। সমবায়ও যৌথ মালিকানা, যৌথ দায়িত্ব এবং গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর জোর দেয়। এই নীতিসমূহ কৃষি থেকে স্বাস্থ্যসেবা, আর্থিক পরিষেবা থেকে জ্বালানি উৎপাদন পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য রচনার দিকে পরিচালিত করেছে। ভারতে সমবায় গ্রামীণ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। আমুল ও তার সম মানের সমবায়গুলির সাফল্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়বিচার উভয় ক্ষেত্রেই সমবায় মডেল নানা সম্ভাবনার দিকগুলো দক্ষতার সাথে তুলে ধরেছে। এছাড়াও, আমুলের মতো ডেয়ারিগুলি তাদের ব্যবসায়িক কাজকর্মের জন্য গ্রামাঞ্চলে দুগ্ধ উৎপাদনকারীদের সঙ্গে যুক্ত মহিলাদের ক্ষমতায়িত করে তোলার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে চলেছে। এই ধরনের সমবায়গুলি সমবায় মডেলের মাধ্যমে তৃণমূল স্তরের লোকদের মধ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার ভূমিকা গ্রহণের দক্ষতা বিকাশ এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে, যা মহিলাদেরকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম করে তুলেছে এবং অর্থনীতিতে তাদের ভূমিকাকে অধিকতর শক্তিশালী করেছে।

সমবায় মডেলের প্রসারে ভারতের নেতৃত্ব :

ভারত দীর্ঘদিন ধরে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অগ্রগতির হাতিয়ার হিসাবে সমবায়গুলির মূল্যকে স্বীকৃতি দিয়েছে। আইসিএ গ্লোবাল কো-অপারেটিভ কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতি সমবায় আন্দোলনের প্রতি ভারতের গভীর অন্তর্দৃষ্টির মনোভাব তুলে ধরেছে। আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ ২০২৫-এর সূচনা অনুষ্ঠানে তাঁর ভাষণে স্বনির্ভর ও সমৃদ্ধ দেশ গঠনে সমবায়গুলির ভূমিকার ওপর জোর দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে বিশেষ করে গ্রামীণ ভারতে, যেখানে সমবায়গুলি কৃষি ও দুগ্ধ উৎপাদনের মতো ক্ষেত্রগুলিতে কাজ করে চলেছে সেখানে প্রান্তিক সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়নে সমবায় ক্ষেত্রের সক্ষমতার কথাও তুলে ধরা হয়। শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত সরকার সমবায় ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। সমবায়গুলির প্রসারে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলি এই স্বীকৃতিরই প্রতিফলন ঘটায় যে, সমবায়গুলি কেবল অতীতের স্মৃতিচিহ্ন নয়, সমসাময়িক অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র।

সহকার সে সমৃদ্ধি”র দৃষ্টিভঙ্গিঃ সমবায় পুনরুজ্জীবনের চালচিত্র : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্ব এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তথা সহযোগিতা মন্ত্রী অমিত শাহের নির্দেশনা ভারতের সহযোগিতামূলক সমবায় ক্ষেত্রকে নতুন আকৃতি দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাঁদের নির্দেশে ভারত একটি আধুনিক সমবায় কাঠামোর দিকে এগিয়ে চলেছে যা ডিজিটাল অর্থনীতির চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল বিশ্বে সমবায়গুলির প্রসার ও কার্যকারিতা সম্প্রসারণের জন্য প্রযুক্তি ব্যবহারের তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সমবায়ের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তাদের পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে বিবর্তিত হওয়ার ক্ষমতা, দক্ষতা ও স্থায়িত্বের উন্নতির উপর। বিশ্বব্যাপী একটি দিশা : সমবায় এবং সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি): রাষ্ট্র সমূহ আজকাল যেহেতু অর্থনৈতিক বৈষম্য, জলবায়ু পরিবর্তন এবং সামাজিক অস্থিরতার সাথে লড়াই করছে, এই প্রেক্ষাপটের নিরিখে সমবায়ই বিকাশের এক বিকল্প মডেল দেখতে পারে - যা হবে অন্তর্ভুক্তিমূলক, গণতান্ত্রিক এবং সুস্থায়ী। সংহতি, পারস্পরিক সহায়তা এবং গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের উপর সমবায় মডেল মূলত যে গুরুত্ব আরোপ করে, এই ব্যাপারটিই বিশ্বব্যাপী মূল সমস্যাগুলির সমাধানে সমবায়কে অনন্য স্থান দিয়েছে। সমবায় এমন একটি কাঠামো দেখায় যা মুনাফার চেয়ে মানুষকেই অগ্রাধিকার দেয়। সমবায় এটা নিশ্চিত করে যে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সুবিধা আরও ব্যাপকভাবে সকলের মধ্যে বন্টিত হয়, অবহেলিতদের ক্ষমতায়ন করে এবং সামাজিক ব্যবধানগুলি পূরণ করতে সহায়তা করে। সুস্থায়ী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সমবায় আন্দোলনকে যুক্ত করে ভারত সুস্থায়ী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য নিজেকে পথপ্রদর্শক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, সমবায় এক অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সুস্থায়ী বিশ্ব অর্থনীতি অর্জনের লক্ষ্যে অন্যতম চাবিকাঠি।

সামনের পথঃ একটি সহযোগিতামূলক ভবিষ্যৎ:

সমবায় কেবল একটি অর্থনৈতিক হাতিয়ার নয়, তারা সামাজিক ন্যায়বিচার, অর্থনৈতিক সমতা এবং পরিবেশগত সুস্থিতি অর্জনের পথে এক শক্তিশালী মাধ্যম। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সহযোগিতা মন্ত্রী অমিত শাহের নির্দেশিকা মতো ”সহকার সে সমৃদ্ধি ’-র দৃষ্টিভঙ্গি ১৪০ কোটি মানুষের দেশের সামনে এক উন্নত ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারে। সমবায়কে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের বাহন হিসাবে প্রসারিত করে আমরা এমন একটি বিশ্ব তৈরি করতে পারি যেখানে সমৃদ্ধি ভাগ করা যায়, বৈষম্য হ্রাস করা যায় এবং সামাজিক গোষ্ঠী স্তরে লোকদের ক্ষমতায়িত হয়। এটা অনস্বীকার্য যে আমাদের বিশ্ব অর্থনীতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে সমবায়গুলিকে উন্নততর করে গড়ে তোলার উপর, যা সকলের জন্য একটি সুন্দর পৃথিবী হিসাবে গড়ে তুলবে।

সেন্ট্রাল বুরো অফ কমিউনিকেশন (সিবিসি)-র উদ্যোগে

সচেতনতামূলক প্রচার ও পরিবেশবান্ধব কর্মসূচি কৈলাসহরের সমরুরপাড়ে

কৈলাসহর, ১৫ জানুয়ারি ২০২৫: ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের অধীন সেন্ট্রাল বুরো অফ কমিউনিকেশনের কৈলাসহর শাখার উদ্যোগে আজ চণ্ডীপুর আর ডি ব্লকের সমরুরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের ভটের বাজারে এক সচেতনতামূলক ও পরিবেশবান্ধব কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে ‘স্বচ্ছতা হি সেবা’, ‘এক পেড় মা কে নাম’, ‘নেশামুক্ত ভারত অভিযান’ ও ‘মিশন লাইফ’ প্রকল্প নিয়ে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচি ও বিশেষ আলোচনা। অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে সমরুরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয় চত্বরে এবং ভটের বাজারে বৃক্ষরোপণ। সেখানে গ্রামবাসীদের নিয়ে হয় পরিচ্ছন্নতা অভিযান। উপস্থিত বিষয়ভিত্তিক আলোচনাচক্র, ক্যুইজ প্রতিযোগিতা ইত্যাদির আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচিতে সমরুরপাড়, মূর্তিছড়া ও মনুভ্যালি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। বিশেষ করে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণে সচেতনতা বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে অনুষ্ঠানে। একইসাথে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতনতার প্রচার করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলা পরিষদের সদস্য শ্রী শ্যামল দাস, চণ্ডীপুরের বিডিও শ্রী প্রসেনজিৎ মালাকার, চণ্ডীপুর পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রী সন্দীপ কুর্মী, সমাজসেবী শ্রী পিন্টু ঘোষ, সমরুরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রীমতী প্রভা এস. বৈদ্য এবং পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা শ্রীমতী মঞ্জু এস. বৈদ্য। তাঁরা তাঁদের বক্তব্যে সামাজিক উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং মাদকের নেশা থেকে মুক্ত সমাজ গঠনের গুরুত্ব তুলে ধরেন। নেশামুক্ত ভারত অভিযানের মাধ্যমে মাদকাসক্তির ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতন করা হয়। বিশেষ করে যুব সমাজকে এসব উদ্যোগে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করার আহ্বান জানান বক্তারা।

এ ধরনের কর্মসূচি সামাজিক উন্নয়ন ও পরিবেশ সুরক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ভবিষ্যতে এই ধরনের উদ্যোগ আরো আয়োজন করার ওপরও তাঁরা আগ্রহ প্রকাশ করেন।.

ভারত সর্বদা উন্মুক্ত, নিরাপদ ও সমৃদ্ধ ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলকে সমর্থন করেছে : প্রধানমন্ত্রী

মুম্বই, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.): ভারত সর্বদা উন্মুক্ত, নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমৃদ্ধ ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলকে সমর্থন করেছে। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ’এখন ভারত বিশ্বব্যাপী, বিশেষ করে গ্লোবাল সাউথে একটি নির্ভরযোগ্য ও দায়িত্বশীল অংশীদার হিসাবে স্বীকৃত। ভারত উন্নয়নের চেতনায় কাজ করে, সম্প্রসারণবাদে নয়।’ বুধবার মুম্বইয়ের নৌসেনা বন্দরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আইএনএস সুরাট, আইএনএস নীলগিরি এবং আইএনএস ভাগশির নামে নৌবাহিনীর তিনটি যুদ্ধ জাহাজ নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এরপর প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ’এটা অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে, তিনটি ফ্রন্টলাইন নৌ যুদ্ধজাহাজই ভারতে তৈরি। বর্তমান ভারত বিশ্বের একটি প্রধান সামুদ্রিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে।’ প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, ’ভারতের সামুদ্রিক ঐতিহ্য, নৌবাহিনীর গৌরবময় ইতিহাস এবং আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের জন্য আজ একটি খুব বড় দিন। ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ ভারতীয় নৌবাহিনীকে নতুন শক্তি ও নতুন দৃষ্টি দিয়েছিলেন। এই প্রথমবার যখন একটি ডেস্ট্রয়ার, একটি ফ্রিগেট এবং একটি সাবমেরিন, তিনটিই একসঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হল।’

বিজেপিকে থামাতে পারে শুধুমাত্র কংগ্রেসই : রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়াই (হি.স.): বিজেপিকে থামাতে পারে শুধুমাত্র কংগ্রেসই। দাবি করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা তথা কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। তাঁর কথায়, এখন যারা ক্ষমতায় আছে, তাঁরা তেরঙাকে স্যালুট করে না, জাতীয় পতাকায় বিশ্বাস করে না, সংবিধানে বিশ্বাস করে না এবং ভারতের প্রতি তাঁদের সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। বুধবার দিল্লিতে কংগ্রেসের নতুন সদর দফতর ”ইন্দিরা ভবন”-এর উদ্বোধন করেছেন সোনিয়া গান্ধী। উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং রাহুল গান্ধী-সহ দলের অনেক নেতা।

”ইন্দিরা ভবন”-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিজেপির সমালোচনা করে রাহুল গান্ধী বলেছেন, ’তাঁরা চায় ভারত একটি ছায়াময়, গোপন সমাজ দ্বারা পরিচালিত হোক। তাঁরা চায় ভারত এক ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত হোক এবং তারা এই দেশের কণ্ঠস্বরকে চূর্ণ করতে চায়। তাঁরা দলিত, সংখ্যালঘু, অনগ্রসর জাতি ও উপজাতিদের কণ্ঠস্বরকে চূর্ণ করতে চায়। এটা তাঁদের এজেন্ডা এবং আমি এটাও পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, এদেশে আর কোনও দল নেই যে তাঁদের থামাতে পারবে। বিজেপিকে থামাতে পারে শুধুমাত্র কংগ্রেসই।’

উইজডেনের বর্ষসেরা ওয়ানডে দলে নেই কোনও ভারত-অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার

লন্ডন, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.) : উইজডেন মঙ্গলবার রাতে তাদের ২০২৪ এর বর্ষসেরা ওয়ানডে একাদশ ঘোষণা করেছে। উইজডেনের সেই ওয়ানডে একাদশে জায়গা পায়নি ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার কোনও ক্রিকেটার। জায়গা পেয়েছেন শ্রীলঙ্কার ৩জন ক্রিকেটার, আফগানিস্তান, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, পাকিস্তান থেকে জায়গা পেয়েছেন দুইজন, ইংল্যান্ড ও বাংলাদেশ থেকে জায়গা পেয়েছেন একজন করে।

উইজডেনের বর্ষসেরা ওয়ানডে একাদশ :

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ : নটিংহ্যাম ফরেস্টের বিরুদ্ধে হার এড়াল লিভারপুল

লন্ডন, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.): লিভারপুলের বিরুদ্ধে প্রিমিয়ার লিগে আরেকটি দারুণ জয়ের সুযোগ হাতছাড়া করল নটিংহ্যাম ফরেস্ট। নিজেদের মাঠে মঙ্গলবার রাতে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। উল্লেখ, দুই দলের প্রথম দেখায় গত সেপ্টেম্বরে ঘরের মাঠে ১-০ গোলে হেরেছিল লিভারপুল।

ম্যাচের শুরুতেই অর্থাৎ অষ্টম মিনিটে এগিয়ে যায় নটিংহ্যাম। অ্যান্থনি এলাঙ্গার থ্রু বল বক্সে পেয়ে নিচু শটে জাল খুঁজে নেন ক্রিস উড। এবারের লিগে উডের গোল হল ১৩টি। আর ৬৬ মিনিটে বদলি দিয়োগো জটা নামার পর ২২ সেকেন্ডের মধ্যেই সমতায় ফেরে লিভারপুল। এরপর বাকি সময়ে সালাহ, কোডি হাকপোর আক্রমণ চালিয়েও জয়সূচক গোলের দেখা পাইনি।

লিগে হঠাৎ করে যেন পথ হারিয়ে ফেলেছে লিভারপুল। পরপর দুই ম্যাচে পয়েন্ট হারাল তারা। তা সত্ত্বেও ২০ ম্যাচে ১৪ জয় ও ৫ ড্রয়ে ৪৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষেই আছে দলটি। আর তাদের চেয়ে এক ম্যাচ বেশি খেলে ৪১ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে উঠল নটিংহ্যাম। ২০ ম্যাচে ৪০ পয়েন্ট নিয়ে তিনে নেমে গেছে আর্সেনাল।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ : লিগ চ্যাম্পিয়নদের রুখে দিল ব্রেন্টফোর্ড

ম্যানচেস্টার, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.): দ্বিতীয় হাফে দুই গোলে পিছিয়ে পড়ার পর শেষ সময়ে দুর্দান্তভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে লিগ চ্যাম্পিয়নদের রুখে দিয়েছে ব্রেন্টফোর্ড। প্রতিপক্ষের মাঠে মঙ্গলবার রাতে প্রথমার্ধ গোলশূন্য থাকার পর দ্বিতীয়ার্ধে ফোডেনের নৈপুণ্যে দুই গোলে এগিয়ে যায় সিটি। ৬৬ ও ৭৮ মিনিটে ফোডেন দুটি গোল করেন।

ব্রেন্টফোর্ড দ্বিতীয় গোল খাওয়ার চার মিনিট পর একটি গোল শোধ করে ইয়োনো উইসা। এরপর যোগ করার সময়ে ক্রিস্টিয়ানের গোলে ২-২ সমতায় শেষ হয় ম্যাচ। এই ম্যাচের পর ২১ ম্যাচে ১০ জয় ও ৫ ড্রয়ে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে প্রিমিয়ার লিগের টেবিলে ষষ্ঠ স্থানেই আছে সিটি। আর সমান ম্যাচে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে ১০ নম্বরে ব্রেন্টফোর্ড।

ছত্তিশগড়ে পথ দুর্ঘটনায় বাইক আরোহীর মৃত্যু

রায়পুর, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.) : ছত্তিশগড়ে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা ঘটে। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে রায়পুরের খারোরা-তিলদা রোডে।দুর্ঘটনায় ঈশ্বর সাহু (৩৫) নামে এক বাইক আরোহীর ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়।

এক পুলিশ আধিকারিক জানান , বুধবার সকালে একটি স্কুল বাস শিশুদের স্কুলে নামিয়ে দিয়ে ফিরছিল। এসময় গিদলানি পেট্রোল পাম্পের কাছে স্কুল বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সামনে থেকে আসা একটি বাইকে ধাক্কা দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দুই বাইক আরোহীকে হাসপাতালে ভর্তি করে। চিকিৎসক তাঁদের মধ্যে ঈশ্বর সাহুকে মৃত ঘোষণা করেন। অপর বাইক আরোহীর অবস্থা আশঙ্কাজনক। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

“আত্মত্যাগের মাধ্যমে সেনারা দেশের নিরাপত্তা ও সম্মানকে সর্বোচ্চ রেখেছে”, বার্তা অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.): ”সেনা দিবসে” আমি সেই বীর সৈনিকদের প্রণাম জানাই যাঁরা মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে গিয়ে জীবন উৎসর্গ করেছেন। বুধবার এভাবেই ”সেনা দিবসে”-র শ্রদ্ধা জানালেন ভারতের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

তিনি লিখেছেন, “ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহসী সৈন্যদের এবং তাঁদের পরিবারকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। নিজেদের অদম্য বীরত্ব এবং সাহসিকতার সাথে, সেনাবাহিনীর সৈন্যরা ভারতীয় সেনাবাহিনীকে বিশ্বের সেরা সেনাবাহিনীর মধ্যে স্থান দিয়েছে।

দুর্গম মরুভূমি হোক বা তুষারময় পাহাড়, আমাদের সৈন্যরা প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তাঁদের নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে দেশের নিরাপত্তা ও সম্মানকে সর্বোচ্চ রেখেছে।”

‘সাহসী সৈনিকদের সাহস, আত্মত্যাগ ও উৎসর্গকে প্রণাম জানাই”, বার্তা শুভেন্দুর

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.): সেনারা শক্ত হয়ে দাঁড়ায় যাতে আমরা স্বাধীনভাবে বাঁচতে পারি। বুধবার এভাবেই ৭৭তম সেনা দিবসের শ্রদ্ধা জানালেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, “আমাদের সাহসী সৈনিকদের সাহস, আত্মত্যাগ এবং উৎসর্গকে প্রণাম জানাই, যারা নিঃস্বার্থভাবে আমাদের সীমান্ত রক্ষা করে এবং আমাদের স্বাধীনতা বজায় থাকে। তাদের অটল সংকল্প এবং প্রতিশ্রুতি আমাদের জাতির সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষা করে। জয় হিন্দ।

সেনা দিবসে জওয়ানদের শুভেচ্ছা ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপালের

রাঁচি, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.): বুধবার ৭৭তম সেনা দিবস। সেনা দিবসে জওয়ানদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানালেন ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল সন্তোষ কুমার গাঙ্গওয়ার। বুধবার রাজ্যপাল জানান, মাতৃভূমি রক্ষার জন্য সর্বস্ব উৎসর্গ করা সাহসী সৈনিকদের ভারতীয় সেনা দিবসে আন্তরিক শুভেচ্ছা। উল্লেখ্য, এদিন ৭৭তম সেনা দিবসে জওয়ানদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী-সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি।

দিনহাটায় বচসার মাঝে পরস্পরকে আক্রমণের জেরে হত ২

কোচবিহার, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.): বচসার মাঝে একে অপরকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করায় ২ যুবকের মৃত্যু হল। রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন তাঁরা। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। দিনহাটার এসডিপিও ধীমান মিত্র বলেন, দুজনেরই মৃত্যু হয়েছে। পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। মৃতদের নাম ইউসুফ মিয়া ও হাসানুর রহমান। দুজনেই ভেটাগুড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর বালাডাঙ্গা এলাকার বাসিন্দা। মঙ্গলবার রাতে দুজনকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। তড়িঘড়ি তাঁদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। খবর দেওয়া হয় স্থানীয় থানায়। এদিকে চিকিৎসকরা দুজনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন। রাতেই দেহ দুটি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।

ম্যানচেস্টার সিটির গ্রেট বুক ৯০ বছর বয়সে প্রয়াত

ম্যানচেস্টার, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.) : ম্যানচেস্টার সিটির প্রাক্তন অধিনায়ক এবং ম্যানেজার টনি বুক সোমবার ৯০ বছর বয়সে মারা গেলেন, মঙ্গলবার প্রিমিয়ার লিগ ক্লাব জানান। বুক ১৯৬৬ সালে ৩১ বছর বয়সে ম্যানচেস্টার সিটিতে যোগদান করেন, পরের বছর অধিনায়ক হন এবং প্রথম বিভাগের শিরোপা, একটি এফএ কাপ, একটি লিগ কাপ এবং ইউরোপিয়ান কাপ, উইনার্স কাপ সহ ৫টি বড় ট্রফি জিততে সহায়তা করেন।

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ বিহার ও মণিপুরের রাজ্যপালদের

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.): রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন বিহার ও মণিপুরের রাজ্যপালদ্বয়। বুধবার রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন তাঁরা। রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর এটাই রাষ্ট্রপতির সঙ্গে তাঁদের প্রথম সাক্ষাৎ।

রাষ্ট্রপতি ভবনের তরফে সোশ্যাল মিডিয়ায় দুই রাজ্যের রাজ্যপালদের সঙ্গে রাষ্ট্রপতির সাক্ষাতের ছবি প্রকাশ করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি ভবনের তরফে জানানো হয়েছে, বিহারের রাজ্যপাল আরিফ মোহাম্মদ খান এবং মণিপুরের রাজ্যপাল অজয় কুমার ভাল্লা রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন।

উল্লেখ্য, গত বছরের ডিসেম্বরে পাঁচটি রাজ্যে রাজ্যপাল নিয়োগ ও রদবদল করা হয়। সেসময় প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব অজয় ভাল্লাকে মণিপুরের নতুন রাজ্যপাল হিসেবে নিয়োগ করা হয়। আর কেরলের রাজ্যপাল আরিফ মোহাম্মদ খানকে পাঠানো হয় বিহারের রাজ্যপাল হিসেবে।

জনতার মন ছুঁয়েছে সেবাশ্রয়, ১৪ দিনে স্বাস্থ্য সুবিধা পেয়েছেন ২.৭ লক্ষাধিক মানুষ

ডায়মন্ড হারবার, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.): স্বাস্থ্য পরিষেবায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে সেবাশ্রয়। মাত্র ১৪ দিনে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে এই স্বাস্থ্য কর্মসূচির অধীনে স্বাস্থ্য সুবিধা পেয়েছেন ২.৭ লক্ষাধিক মানুষ। শুধুমাত্র ফলতাতেই গত তিনদিনে প্রতিদিন ১৩-১৪ হাজার মানুষ শিবিরে এসেছেন। প্রতিদিন গড়ে ৩০০-৩৫০ জন সেবাশ্রয় শিবিরে প্রদত্ত পরিষেবা থেকে উপকৃত হয়েছেন।

তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে গত ২ জানুয়ারি থেকে ডায়মন্ড হারবারে শুরু হয়েছে ‘সেবাশ্রয়’ কর্মসূচি। বিনামূল্যে চিকিৎসার পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ওষুধ প্রদান এবং গুরুতর অসুস্থদের হাসপাতালে স্থানান্তরের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এই কর্মসূচির মাধ্যমে। বুধবার ফলতার জোড়া বটতলায় একটি সেবাশ্রয় স্বাস্থ্য শিবিরে যান অভিষেক, সেখানে সাধারণ মানুষ তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। ছোটদের সঙ্গে খুঁনসুটি এবং বড়দের হাতজোড় করে প্রণাম করেন তিনি।

শক্তি বাড়ল ভারতের, তিনটি রণতরী নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.): আরও শক্তি বাড়ল ভারতের। বুধবার তিনটি রণতরী নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বুধবার মুম্বইয়ের নৌসেনা বন্দরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আইএনএস সুরাট, আইএনএস নীলগিরি এবং আইএনএস ভাগশির নামে নৌবাহিনীর এই তিনটি যুদ্ধ জাহাজ নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এই তিনটি যুদ্ধ জাহাজ অত্যাধুনিক বৈশিষ্ট্য যুক্ত। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, নৌবাহিনী প্রধান দীনেশ কুমার ত্রিপাঠি এবং মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস প্রমুখ।

নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল দীনেশ কে ত্রিপাঠি বলেছেন, ’আইএনএস সুরাট প্রজেক্ট ১৫ এ এবং ১৫ বি ডেস্ট্রয়ারের গৌরবময় ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। নীলগিরি হল প্রজেক্ট ১৭এ ফ্রিগেটের প্রথম জাহাজ এবং ভাগশির হল প্রোজেক্ট ৭৫-এর শেষ সাবমেরিন। এই তিনটির অন্তর্ভুক্তি ভারতীয় নৌবাহিনীর সক্ষমতা আরও শক্তিশালী এবং কার্যকর করবে।’

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, ’আইএনএস সুরাট, আইএনএস নীলগিরি এবং আইএনএস ভাগশিরের ঐতিহাসিক কমিশনিং, কেবল ভারতীয় নৌবাহিনীর জন্যই নয়, ভারত মহাসাগর অঞ্চলে ভারতের ক্রমবর্ধমান শক্তিরও প্রমাণ। এখন আমরা বলতে পারি, অতীতে আটলান্টিক মহাসাগরের যে গুরুত্ব ছিল তা এখন ভারত মহাসাগরে স্থানান্তরিত হয়েছে।’

বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী

বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও পড়ুয়াদের ভাষা মেপিং করার প্রকল্প গ্রহণ করেছে সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি।। রাজ্যের সব বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের ভাষা মেপিং (ল্যাঙ্গুয়েজ মেপিং) করার জন্য রাজ্য সরকার একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এই মেপিংয়ের মূল বিষয় হলো রাজ্যের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের মাতৃভাষার সঠিক ভাষা বৃত্তান্ত চিহ্নিত করা। এর মাধ্যমে স্কুলে ভর্তি হওয়া যেসব ছাত্রছাত্রীদের মাতৃভাষা ককবরক তাদের সঠিক অবস্থা এবং সেই স্কুলগুলিতে ককবরক ভাষা জানা শিক্ষকদের সঠিক চিত্র সনাক্ত করতে সহায়তা করবে। ককবরক ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষা দপ্তর শীঘ্রই এই প্রকল্পের কাজ শেষ করবে। আজ বিধানসভা অধিবেশনের প্রথমার্ধে জনস্বার্থে বিধায়ক বিশ্বজিৎ কলইর আনা দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

বিধায়ক বিশ্বজিৎ কলইর দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি ছিলো ''ককবরক ভাষার উন্নয়নে রাজ্য সরকারের পদক্ষেপ সম্পর্কে''। এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় বলেন, প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ১১৬৩টি বিদ্যালয়ে এবং ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ১৩৩টি বিদ্যালয়ে নবম ও দশম শ্রেণিতে ১১৫টি বিদ্যালয়ে ও একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে ৬৫টি বিদ্যালয়ে ককবরক অন্যতম বিষয় হিসেবে পড়ানো হয়। তিনি জানান, ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে অতিরিক্ত ২০টি বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিতে ককবরক ভাষা বিষয় হিসেবে চালু করা হয়েছে। ২০১২ সালে ককবরক ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষা দপ্তর প্রতিষ্ঠার পরে এই দপ্তর নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির জন্য ককবরক পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ শুরু করে। এই দপ্তর প্রতিষ্ঠার পর থেকে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক ককবরক ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষা দপ্তর বিদ্যালয়গুলিতে বিনামূল্যে বিতরণ করে। বর্তমানে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণির জন্য ককবরক পাঠ্যপুস্তক প্রস্তুত করা হচ্ছে এবং এসসিইআরটি ককবরক পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিনামূল্যে স্কুলগুলিতে বিতরণ করা হচ্ছে। ককবরক সাহিত্যে মোট ৫৯টি বই ককবরক ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষা দপ্তর থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ২০১৮ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে ২৬টি বই। ২০১৮ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ককবরক ভাষার ১৬টি কর্মশালা, সেমিনার, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ককবরক উপভাষা শব্দ কোষাগারকে / অভিধানকে উন্নীতকরণ করার জন্য ককবরক ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষা দপ্তরের উদ্যোগে গত বছর ১০-১২ জুলাই তিনদিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিলো।নতুন ককবরক উপভাষা শব্দ কোষাগার প্রকাশনার কাজ চলছে। এই অভিধান শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ককবরক ভাষার সাহিত্য পত্রিকা খুমপুই ও ইমাংনি খুম্বার নিয়মিত দপ্তর থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রতি বছর ককবরক দিবস উদযাপন উপলক্ষে য়াকপাই সাহিত্য পত্রিকাও প্রকাশিত হচ্ছে। সরকারি কর্মচারীদের জন্য ইতিমধ্যেই একটি অনলাইন ককবরক লার্নিং কোর্স চালু করা হয়েছে। তাছাড়া উমাকান্ত একাডেমিতে কর্মরত পেশাদারদের জন্য ককবরক ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষা দপ্তর ককবরক লার্নিং কোর্স পরিচালন করছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রতি বছর ১৯ জানুয়ারি ককবরক সাল (দিবস) স্মরণে স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থী, এনজিও এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সমন্বয়ে শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। আয়োজন করা হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। ২০২০ সাল থেকে রাজ্যের সমস্ত মহকুমায় ককবরক সাল পালন করা হচ্ছে। রাজ্যের সমস্ত স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সপ্তাহ ধরে ককবরক দিবস পালন করা হয়। গত বছর ৪৬তম ককবরক দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে ৫ জন ককবরক শিক্ষককে ককবরক ভাষায় শিক্ষাদান ও ককবরক ভাষার বিকাশে তাদের অবদানের জন্য সম্মানিত করা হয়েছে।

বিধানসভায় উদ্বেগ

● প্রথম পাতার পর

পাঠানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এদিন নিশ্চিত করেছেন, এটি আন্তর্জাতিক বিষয় এবং ত্রিপুরা সরকার ওই সমস্যা সমাধানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বিধানসভা অধিবেশন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কংগ্রেস বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা বলেন, রাঙ্গাউটি, লাটিয়াপুরা(ইরানি থানার এলাকাধীন) এবং বৌলাপাশা(কৈলাশহর থানা) বর্ডার আউট পোস্টের বিএসএফ মনু নদীর ওপারে বাঁধ নির্মান না করার জন্য বর্ডার গার্ড অব বাংলাদেশের কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশ তাতে কর্ণপাত করেনি। সাথে তিনি যোগ করেন, বর্তমানে বাংলাদেশে অস্থিরতার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ফলে, বাংলাদেশ থেকে ভারতে অনুপ্রবেশ বাড়ছে। অন্যদিকে, ওই বাঁধ নির্মাণে বাংলাদেশ জোর কদমে ততরতা চালিয়েছে।

দুষ্কৃতিরা

● প্রথম পাতার পর

সঠিক বলতে পারছেন না। পুলিশ এই বিষয়ে তদন্ত করবে বলে জানিয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

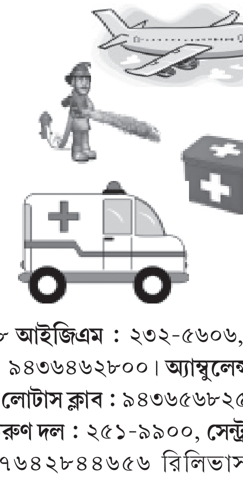

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মুখ্যমন্ত্রী

● আটের পাতার পর

যার জন্য আগামী ৫ বছরে ১,৫০০ কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ করা হবে। রাজ্যের শিল্প ও পরিষেবার ক্ষেত্রকে উৎসাহিত করতে নতুন শিল্প নীতি ঘোষণা করেছে। বিনিয়োগ ও ব্যবসা স্থাপনের জন্য সহায়তা দিতে আই-প্যাট গঠন করা হয়েছে। রাজ্যে উত্তরপূর্ব ভারতের তৃতীয় এবং রাজ্যের জন্য প্রথম চা নিলাম কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্থর কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। টাটা টেকনোলজিস লিমিটেডের সহযোগিতায় ১৯টি আইটিআই-এর উন্নয়ন করা হচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্য পর্যটন শিল্পে প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, উন্নয়নের প্রধান শর্তই হচ্ছে শান্তি। গত ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ভারত সরকার, এনএলএফটি ও এটিটিএফ''র সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। এই চুক্তি অনুসারে কেন্দ্রীয় জনজাতি সম্প্রদায়ের উন্নয়নে ২৫০ কোটি টাকার প্যাকেজ অনুমোদন হয়েছে। তাছাড়াও তিনি মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে যেসকল উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা রাজ্যপালের ভাষণের উপর বিরোধী দলের সদস্যদের আনা সংশোধনী প্রস্তাবের বিরোধীতা করে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন।

বিধানসভায় আজ রাজ্যপালের ভাষণের উপর আনা ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবের সমর্থনে পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, রাজ্যপালের ভাষণে রাজ্যের এগিয়ে চলার সুস্পষ্ট প্রতিফলন রয়েছে। তিনি বলেন, ২০১৩ থেকে ২০১৮ সালে যে পরিমাণ পর্যটক এসেছিল তার থেকে ৬ লক্ষাধিক পর্যটক গত ২০১৮ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত রাজ্যে এসেছেন। বিধানসভায় রাজ্যপালের ভাষণের উপর আনা ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রাণীসম্পদ বিকাশ ও মৎস্যমন্ত্রী শুধাংশু দাস বলেন, প্রাণীপালক এবং বেকারদের পশুপালনে উৎসাহিত করতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রাজ্যে প্রাণীপালন সম্মান নিধি চালু করা হয়েছে। এতে রাজ্যে ৫ হাজার প্রাণীপালককে বছরে ৬০০০ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মার্গ দর্শনে রাজ্যে বহুমুখী উন্নয়নের কাজ এগিয়ে চলছে। রাজ্যপালের ভাষণে তারই প্রতিফলন ঘটেছে।

বিধানসভায় আজ রাজ্যপালের ভাষণের উপর আনা ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক জীতেন্দ্র মজুমদার, বিধায়ক অন্তরা সরকার দেব, বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমা। বিরোধীদের আনা সংশোধনী প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়, বিধায়ক নির্মল বিশ্বাস, বিধায়ক ইসলামউদ্দীন, বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী, বিধায়ক রামু দাস, বিধায়ক অশোক চন্দ্র মিত্র, বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা, বিধায়ক দীপঙ্কর সেন, বিধায়ক সুদীপ সরকার, বিধায়ক নয়ন সরকার, বিধায়ক শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথ। সভা শেষে রাজ্যপালের ভাষণের উপর পরিষদীয় মন্ত্রী রতনলাল নাথ কর্তৃক আনিত ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবটি ধ্বনী ভোটে গৃহীত হয় এবং বিরোধীদের আনা সংশোধনী প্রস্তাব বাতিল করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

এবং শারীরিক শিক্ষার শিক্ষক, গ্রন্থাগারিক এবং ১১৮ জন কম্পিউটার শিক্ষা শিক্ষকের পদ পূরণ করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, সরকার এই স্কুলগুলিতে শিক্ষাগত পরিস্থিতি উন্নত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।এদিকে, বিধানসভায় বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা থেকে ইংরেজিতে ছাত্রদের আকস্মিক রূপান্তর নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বাংলায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের এখন ইংরেজিতে পরীক্ষা দিতে হয়। অনেককে গ্রেস মার্ক দিয়ে পাস করানো হচ্ছে। এই বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী ড. সাহা বলেন, গত পরীক্ষায়, ৮৫ শতাংশ শিক্ষার্থী দশম শ্রেণীতে পাশ করেছে এবং ৭৫ শতাংশ দ্বাদশ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। এই স্কুলগুলো ধীরে ধীরে বাংলা থেকে ইংরেজি মাধ্যমের রূপান্তরিত হচ্ছে। তাছাড়া, সিবিএসই বিশেষজ্ঞদের দ্বারা ৪১টি প্রশিক্ষণ শিবির চলছে এবং কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় এবং রামকৃষ্ণ মিশনের সংস্থান ব্যক্তিদের সহযোগিতয় সিবিএসই-এর সেন্টার অফ এক্সিলেন্স প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।''তিনি আরও বলেন, "জেলা শিক্ষা অফিসারদের দ্বারা পর্যালোচনা সভাও করা হচ্ছে। তাছাড়া, অধ্যক্ষদের জন্য ভার্চুয়াল সম্মেলন, জেলা সমন্বয়কারী নিয়োগ, দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য নমুনা প্রশ্নপত্রের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সাথে তিনি যোগ করেন, বোর্ড পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের জন্য দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণীর বিশেষ ক্লাস নেওয়া হচ্ছে।

বৃদ্ধা

● প্রথম পাতার পর

করে তাদের সংসার চলে। গত কয়েকদিন পূর্বে বৃদ্ধা মহিলা অর্চনা দাস সরকারি সাপ্লাই থেকে জল আনতে গেলে তখন পাশের বাড়ির চারজন মিলে ওনার উপর হামলে পড়ে। এতে করে প্রচন্ড আঘাতপ্রাপ্ত হন উনি। উনার কান ছিড়ে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে। যদিও বা সেইসময় তার ছেলে বাড়িতে ছিল না। সে বাইরে অন্য কাজে ছিল। পরবর্তীতে ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করতে পেরে এলাকাবাসীরা মহিলাকে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। এরপর নামধাম দিয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ জানায় সে।পরবর্তীতে পুলিশ ঘটনাস্থল সরেজমিনে তদন্তে যায়। ছেলেটি জানায়, প্রায় সময়ই নাকি সীমানার বিষয় নিয়ে তাদের সঙ্গে অভব্য আচরণ করে পার্শবর্তী বাড়ির মা দুই মেয়ে সহ ওই পার্শবর্তী বাড়ির কর্তা। গোটা ঘটনায় সে এখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে তার মাকে নিয়ে।

অর্থমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

২০০৯ সালের মধ্যে, মানদণ্ডগুলি আরও আপডেট করা হয়েছিল যাতে ৩১ মার্চ, ২০০৩ এর মধ্যে ১০ বছরের পরিষেবা সম্পন্নকারী কর্মচারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তবে, এই নীতিগুলিতে আরও বলা হয়েছে যে ৩১ মার্চ, ২০০৩ এর পরে অর্থ বিভাগের অনুমোদন ছাড়াই নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীদের বরখাস্ত করা হবে এবং এই ধরনের নিয়োগের জন্য দায়ী কর্মকর্তাদের শাস্তি দেওয়া হবে, মন্ত্রী উল্লেখ করেন।

মন্ত্রীর মতে, এই নীতিগুলির অধীনে সমস্ত যোগ্য কর্মচারীকে মার্চ ২০১৩ এর মধ্যে নিয়মিত করা উচিত ছিল। তবে, বাম সরকার এই নির্দেশনাগুলি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছিল। বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার গণ বরখাস্ত এড়াতে সর্বশেষ সার্কুলার বাতিল করে এবং কর্মচারীদের সমর্থন করার জন্য মজুরি বাড়ায়।

তিনি বলেন, সরকার এখন একটি নিবেদিত পোর্টালের মাধ্যমে অনিয়মিত কর্মচারীদের তথ্য সংগ্রহ করছে এবং ইতিমধ্যে ১,৬৮০ জন কর্মচারীর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী আশ্বস্ত করেছেন, একবার তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে, সরকার ওই তথ্য পর্যালোচনা করবে এবং বিদ্যমান নিয়োগ নীতির উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেবে।

সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে মন্ত্রী অর্থ বিভাগের সম্মতিতে রাজ্যে ১৬,০০০ নতুন চাকরি সৃষ্টির পরিকল্পনার ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, ২০১৮ সাল থেকে ১৪,০০০ নিয়মিত চাকরি দেওয়া হয়েছে এবং নতুন ১৬,০০০ পদের নিয়োগ সম্পন্ন হলে এই সরকার খুব অল্প সময়ের মধ্যে ৩০,০০০ জনকে নিয়োগের লক্ষ্যে পৌঁছাবে।

অন্যদিকে, বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায় অভিযোগ করেন, নিয়মিত বেতন স্কেলের অধীনে নিয়োগপ্রাপ্ত ৩০,০০০ এরও বেশি কর্মচারী তাদের চাকরি নিয়মিতকরণের মাধ্যমে সুরক্ষিত হওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

দক্ষ কর্মী মাসে ১১,৭৯৭ টাকা পেতে পারেন।

শুক্রবার বিলের সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, "এই ধরনের বৃদ্ধির পরেও বিধায়ক এবং মন্ত্রীদের আর্থিক সুবিধা এখনও দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন। রেকর্ড অনুযায়ী, দেশের মধ্যে তেলেঙ্গানা আইন প্রণেতাদের সর্বাধিক আর্থিক সুবিধা প্রদান করে।"

একটি তথ্য তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, "১৯৬৩ সালে প্রথম বিধানসভা থেকে এখন পর্যন্ত ৭৪৮ জন বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। সেই সময় এটি একটি ৩০ সদস্যের বিধানসভা ছিল। প্রায় ৮২জন বিধায়কের পরিবারের সদস্যরা পারিবারিক পেনশন পাচ্ছেন। অনুরূপভাবে, প্রায় ১০০ জন প্রাক্তন বিধায়ক পেনশন পাচ্ছেন। কিন্তু, তাঁরা খুবই সামান্য আর্থিক সুবিধা পেনশন বাবদ পেতেন, তাতে তাঁদের জীবিকা নির্বাহ দুর্বিষহ ছিল। এই বিলে পেনশন বাড়ানো হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, আমরা সমস্ত মানদণ্ড শিথিল করেছি কারণ একজন বিধায়ক যদি একদিনের জন্যও বিধানসভার সদস্য হন, তবে তাঁর জনগণের জীবনে অবদান রয়েছে এবং তাই তিনি পেনশনের অধিকারী হওয়া উচিত।"

মন্ত্রী বলেন, একজন বিধানসভা কেন্দ্রের অভিভাবক হিসেবে বিধায়ক কিছু দায়িত্ব নেওয়া থেকে পিছিয়ে থাকতে পারেন না। "দরিদ্র পরিবারের বিয়েতে একজন বিধায়কের কাছ থেকে মানুষ আশা করেন। কখনও কখনও পরিবারের কাছে শেষকৃত্যের জন্য কিছুই থাকে না এবং তারা আশা করেন বিধায়ক তাঁদের সাহায্য করবেন। রতন লাল নাথের মতে, মন্ত্রী এবং বিধায়কদের আর্থিক সুবিধা বাড়ানো না হলে বিধানসভা কেন্দ্রের অভিভাবক হিসেবে তাঁদের দায়িত্ব পালনের জন্য দুর্নীতিতে লিপ্ত হতে হবে।

এদিকে, এই বিলের বিরোধিতা করে বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, বিধায়ক এবং মন্ত্রীরা সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণীতে পড়েন। কারণ তাঁরা তাঁদের নিজস্ব বেতন এবং অন্যান্য ভাতা সংশোধন করার ক্ষমতা রাখেন। ভারতের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী প্রয়াত অরুণ জেটলির দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এখন মন্ত্রী এবং সাংসদরা আর তাঁদের নিজস্ব বেতন এবং ভাতা সংশোধন করার ক্ষমতা রাখেন না। আমি বেতন এবং সুবিধা বৃদ্ধির বিরোধী নই তবে এটি যুক্তিসঙ্গতভাবে করা উচিত যাতে এটি দৃষ্টিকটু না হয়।"

কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন বলেন, বিধায়কদের তাদের বেতন ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি দেয় বিলে এমনই একটি বিধান অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। তিনি রাজ্য বিধানসভার চিকিৎসা ক্ষতিপূরণ প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের জন্য কঠোর ব্যবস্থা প্রবর্তনের আহ্বান জানান। অন্যদিকে, পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী প্রস্তাবিত বৃদ্ধির বিরোধিতার জন্য বিরোধীদের সমালোচনা করেন।

চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

সিসি ক্যামেরার ভিডিও ফুটেজ ঘেঁটে এক ব্যক্তিকে আটক করে। ধৃতের নাম উত্তম গোঁড়(৪০)। তার বাড়ি ১৮ নং লাইনে।

জানা গেছে নৈশপ্রহরী যুবকের বাড়ি একই এলাকায়।উক্ত খুন কান্ডে সিসি ক্যামেরার ফুটেজে দুজনকে দেখা গেলেও একজন ধরা পড়েছে। অন্যজন পলাতক বলে খবর পাওয়া গেছে। মৃতের শরিরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। ধারনা করা হচ্ছে তাকে লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। উক্ত রাতে সার্কেল অফিসারের উপস্থিতিতে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য জেলা সদর হাসপাতালে প্রেরন করে পুলিশ।

এদিকে বুধবার সকালে উত্তেজিত জনতা জমায়েত হয়ে প্রথমে আট নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। এ কান্ডে জড়িত অন্যদের পাকরাওয়ের দাবি সহ এতে জড়িত ব্যক্তির কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব হন। পরে একাংশ জনতা ঘাতকের বাড়িতে হামলা চালিয়ে কিছু ভাঙচুর চালানোর খবর পাওয়া গেছে। শেষে পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। সংঘটিত খুনকান্ডের নেপথ্যে পুরনো বিবাদ সহ উত্তমের বাড়িতে ঢিল ছোঁড়াছুড়ির খবর পাওয়া গেছে।প্রায় রাতে নাকি প্রসনজিৎ উত্তম দের বাড়িতে ঢিল ছুড়ত বলে অভিযোগ। বিষয়টি বর্তমানে গভীর ভাবে খতিয়ে দেখছে পুলিশ।বুধবার এ কান্ডে জড়িত ব্যক্তিকে আদালতে সোপর্দ করে পুলিশ।

উত্তেজনা

● প্রথম পাতার পর

এই উৎসবের মধ্যে পারিবারিক বা ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব ঢুকে পড়েছে, যা সহিংসতার সৃষ্টি করছে। এ ধরনের ঘটনা রাজ্যে বিরল হলেও এই বছর পালপাড়ার ঘটনাটি লুট কীর্তনের ইতিহাসে একটি কালো অধ্যায় হয়ে রইল। ঘটনার পর গোটা পালপাড়া এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। অনেকে এই ঘটনা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের উৎসবের সময় পর্যাপ্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন। এই ধরনের ঘটনা শুধু একটি উৎসবের গুরুত্বকেই ক্ষুণ্ণ করে না, বরং গ্রামীণ সম্প্রীতি ও ঐতিহ্যকেও প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। প্রশাসনের উচিত এ বিষয়ে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া এবং লুট কীর্তন অনুষ্ঠানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। লুট কীর্তনের মতো আনন্দমুখর অনুষ্ঠান সহিংসতায় পরিণত হওয়া আমাদের সংস্কৃতির উপর একটি গভীর আঘাত। এটি শুধুমাত্র একটি উৎসবের ক্ষতি নয়, বরং সমাজের শান্তি ও সম্প্রীতির উপরও প্রভাব ফেলেছে। এখন দেখার বিষয় প্রশাসন এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

হামলা

● প্রথম পাতার পর

এ ধরনের বর্বরোচিত আক্রমণে এলাকাবাসীর মধ্যেও ভয় ও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশের দ্রুত পদক্ষেপের মাধ্যমে দোষীদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়েছেন বাসিন্দারা।

স্যালাইন কাণ্ডে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্য সচিবের বিরুদ্ধে এফআইআর, সিট গঠনের দাবি

বিধাননগর, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.): মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে 'স্যালাইন' কাণ্ডে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্য সচিব এবং মেডিকেল কলেজের সুপারের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করলেন বিজেপি বিধায়ক অসীম বিশ্বাস। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপি পরিষদীয় দল স্বাস্থ্য ভবনে স্মারকলিপি জমা দেওয়ার পরই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়।আগে থেকেই নির্ধারিত ছিল, স্যালাইন কাণ্ডের অভিযোগ নিয়ে স্বাস্থ্য ভবনে ডেপুটেশন জমা দেবেন শুভেন্দু অধিকারী। তবে স্বাস্থ্য ভবনের কয়েকশো মিটার দূরে পুলিশের পক্ষ থেকে ব্যারিকেড করে তাঁদের আটকে দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ পুলিশের সঙ্গে শুভেন্দু অধিকারীর কথোপকথনের পর অবশেষে ব্যারিকেড সরিয়ে দেওয়া হয় এবং বিরোধী দলনেতা সহ চার বিধায়কের প্রতিনিধি দল স্বাস্থ্য ভবনে প্রবেশ করেন। সেখানে স্বাস্থ্য অধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা শেষে স্পেশাল সেক্রেটারির কাছে স্মারকলিপি জমা দেন শুভেন্দু অধিকারী।পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু অধিকারী জানান, "সরকার আরজিকর হাসপাতালে সিআইডি পাঠিয়ে যেমন তথ্যপ্রমাণ লোপাটের চেষ্টা করেছিল, এখানেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। তাই আমরা হাইকোর্টের সিটিং বিচারপতির তত্ত্বাবধানে বিশেষ তদন্তকারী দল গঠনের দাবি জানিয়েছি।" পাশাপাশি মুখ্যসচিবের কাছেও সিট গঠনের আবেদন করা হয়েছে বলে জানান তিনি।বিজেপির অভিযোগ, এই ঘটনার সঠিক তদন্তে সিআইডি, সিবিআই এবং ড্রাগ কন্টোল অফিসারদের নিয়ে একটি যৌথ তদন্তকারী দল গঠন করা প্রয়োজন। শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, "সরকার তথ্য গোপন করে ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে। তবে আমরা এর পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ তদন্ত চাই।"

হাঁসখালিতে ধৃত বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ও স্থানীয় দালাল

নদিয়া, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.): হাঁসখালি থানার পুলিশের জালে গ্রেফতার হল বছর ২৩-এর বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী মহম্মদ মিরাজ শেখ। গ্রেফতার হয়েছে এক দালালও।

সোমবার রাতে চোরাপথে সীমান্ত পেরিয়ে ওই যুবক ভারতে এসেছিল। তার গতিবিধি বেশ সন্দেহজনক হওয়ায় পুলিশ তাকে ধরে জেরা করে। তার থেকে কোনও বৈধ কাগজপত্রও পাওয়া যায়নি। চাপ দিতেই জানা যায়, তার বাড়ি বাংলাদেশের বরিশাল জেলায়। অবৈধভাবে ভারতে আসার জন্য গ্রেফতার করা হয় তাকে।

এছাড়াও পুলিশের জালে গ্রেফতার হয়েছে আফ্রিদি মণ্ডল নামে এক দালাল। আফ্রিদি সীমান্ত পেরিয়ে কতজনকে এপারে অবৈধভাবে নিয়ে এসেছেন, সেই বিষয় জানতে চায় পুলিশ। কী কারণে ওই যুবক বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছিলেন? নাশকতার ছক নাকি অন্য কোনও বিষয় রয়েছে? সেসব প্রশ্নও মাথাচাড়া দিচ্ছে। এদিন রাণাঘাট আদালতে তোলা হয় ধৃতদের।

ইমফল পশ্চিমে মণিপুর রাইফেলস-এর ক্যাম্পে ড্রোন বোমা হামলা সন্দেহভাজন সশস্ত্র জঙ্গিদের

ইমফল, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.) : ইমফল পশ্চিম জেলার অন্তর্গত কংচুপ ফুটহিলে অবস্থিত ৫ নম্বর মণিপুর রাইফেলস-এর ক্যাম্পে ড্রোন বোমা হামলা চালিয়েছে সন্দেহভাজন সশস্ত্র জঙ্গিরা। তবে এ ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই।

আজ বুধবার রাজ্য পুলিশ সদরের এক সূত্র জানিয়েছে, গতকাল মঙ্গলবার রাত প্রায় সাড়ে নয়টি নাগাদ ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে। আচমকা একটি ড্রোন বোমা মণিপুর রাইফেলস-এর ক্যাম্পের গেটে বিস্ফোরিত হয়। সে সময় ক্যাম্পের গেটে প্রহরা দিচ্ছিলেন কয়েকজন জওয়ান। বোমাটি বিস্ফোরিত হলেও সৌভাগ্যবলে কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। ড্রোন বোমাটি কুকি সশস্ত্র জঙ্গিরা নিক্ষেপ করেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সমস্তিপুরে অ্যালুমিনিয়াম কারখানায় বয়লার ফেটে বিস্ফোরণ, মৃত্যু এক কর্মীর

সমস্তিপুর, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.): বিহারের সমস্তিপুরে একটি অ্যালুমিনিয়াম কারখানায় বয়লার ফেটে বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে এক কর্মীর। বয়লার অতিরিক্ত গরম হওয়ার কারণে বিস্ফোরিত হয়। এই বিস্ফোরণে ৩ জন কর্মী আহত হয়েছেন। ঘটনার সময় ৪-৫ জন কর্মী বয়লারের কাছে উপস্থিত ছিলেন।

এসডিও দিলীপ কুমার বলেছেন, 'বুধবার কাজ করার সময় বয়লারের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণে বিস্ফোরণ হয়। এতে একজনের মৃত্যু হয়েছে এবং কারখানার ৩ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন, তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বিস্ফোরণের সময় কারখানায় ৪-৫ জন শ্রমিক উপস্থিত ছিলেন। মৃতের নাম ও পরিচয় এখনও জানা যায়নি।

নবি মুম্বইয়ে ইসকন মন্দিরের উদ্বোধন পুজোও দিলেন প্রধানমন্ত্রী

নবি মুম্বই, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বুধবার নবি মুম্বইয়ের খারঘরে ইসকন মন্দির উদ্বোধন করেছেন। পাশাপাশি মন্দিরে পূজার্চনা ও প্রার্থনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল সি পি রাধাকৃষ্ণন, মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস, উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে এবং বিজেপি সাংসদ হেমা মালিনী। উদ্বোধনের পর বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তিনি বলেন, 'ইসকনের প্রচেষ্টায় জ্ঞান ও ভক্তির এই মহান ভূমিতে শ্রী শ্রী রাধা মদনমোহনজি মন্দির উদ্বোধন করা হচ্ছে। আমি ভাগ্যবান যে আমি এই ঐশ্বরিক উদ্বোধনে ভূমিকা রাখার আশীর্বাদ পাচ্ছি।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'ঔপনিবেশিকতার সময়, শ্রীল প্রভুপাদ ''বেদ, বেদান্ত এবং গীতা''-কে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি বেদান্তকে মানুষের চেতনার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন।'

তদন্তে ত্রুটির অভিযোগ চাকরিচ্যুতদের আইনজীবীর

নয়াদিল্লি, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.): এসএসসি-র গ্রুপ সি চাকরির তদন্তে ত্রুটির অভিযোগ তুললেন চাকরিচ্যুতদের আইনজীবী দুষ্মন্ত দাভে। আদালতে তাঁর সওয়াল, সঠিক তদন্ত হলে যোগ্য এবং অযোগ্য নিয়ে এত বিতর্ক হত না।

বুধবার তিনি দাবি করেন, "দুর্নীতি হয়েছে। কিন্তু তা নিয়ে সঠিকভাবে কোনও অনুসন্ধান হয়নি। কীভাবে দুর্নীতি, কত জন তার সঙ্গে যুক্ত, তার অনুসন্ধান হয়নি। সঠিক তদন্ত হলে যোগ্য এবং অযোগ্য নিয়ে এত বিতর্ক হত না। সিবিআই হাই কোর্টের বিচারপতির নির্দেশে সাধারণভাবে তদন্ত করেছে। 'ক্যাজুয়াল' তদন্ত হয়েছে। ওই বিচারপতি রাজ্যের রাজনীতিতে যুক্ত হয়েছেন। সেটা তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়। তা নিয়ে আমরা আপত্তি করছি না। কিন্তু তদন্তে ত্রুটি রয়েছে।"

চাম্পামুড়া - এডি নগর, সদর চ্যাম্পিয়ন হতে মরিয়া দু-দলই, লড়াই আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সদর ভিত্তিক ছোটদের ক্রিকেটের ফাইনাল ম্যাচ আগামীকাল। দু-দলই মরিয়া চ্যাম্পিয়নের লক্ষ্যে। বিশেষ করে এডি নগর তো মুখিয়ে রয়েছে লীগ ম্যাচে পরাজয়ের মোক্ষম জবাব দিতে। আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) ফাইনাল ম্যাচ। খেলা হবে দুই শক্তিশালী দল চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার বনাম এডি নগর প্লে সেন্টারের মধ্যে। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ। ম্যাচটি নরসিংগড়ের পঞ্চায়েত মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। সোমবার মূল পর্য্যায়ে দুই মাঠে দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পঞ্চায়েত মাঠে সেমিফাইনাল ম্যাচে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার রোমাঞ্চকর ভাবে অন্তিম বলে এক উইকেটের ব্যবধানে জুয়েলস কোচিং সেন্টার কে হারিয়ে ফাইনালে খেলার ছাড় পত্র পেয়েছিল। একইভাবে ডঃ বি আর আম্বেদকর স্কুল গ্রাউন্ডে অপর সেমিফাইনাল ম্যাচে এডি নগর প্লে সেন্টার আট উইকেটের ব্যবধানে প্রতিপক্ষ এগিয়ে চল সংঘ কে পরাজিত করে ফাইনালে উন্নীত হয়েছিল।

সদর ভিত্তিক অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্যে দু-দলই মরিয়া। গ্রুপ লিগ পর্য্যায়ের খেলায় এডি নগর প্লে সেন্টার এবং চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার একই গ্রুপে সম সংখ্যক ম্যাচ খেলে, সম সংখ্যক ম্যাচে জয়ী হয়ে, সম সংখ্যক পয়েন্ট পেলেও রান রেটের নিরিখে যথাক্রমে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স খেতাব নিয়ে মূল পর্বে পৌঁছেছিল। উল্লেখ্য, লীগ পর্য্যায়ের খেলায় গত ৮ জানুয়ারি চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার পাঁচ উইকেটের ব্যবধানে এডি নগর প্লে সেন্টার কে পরাজিত করেছিল। নরসিংগড়ের পঞ্চায়েত মাঠে অনুষ্ঠিত ওই ম্যাচে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে এডি নগর প্লে সেন্টার প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে ৩৬ ওভারে ১২৩ রানে ইনিংস শেষ করেছিল। জবাবে ব্যাট করতে নেমে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার ৩৫.৩ ওভার খেলে পাঁচ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নিয়েছিল। ফাইনাল ম্যাচে জয়ী হয়ে সদর চ্যাম্পিয়নের খেতাব পেতে দু-দলই এখন মরিয়া।

শ্রেয়সকেই অধিনায়ক করল প্রীতির পঞ্জাব

শ্রেয়স আয়ারকে অধিনায়ক করল পঞ্জাব কিংস। বিগ বসের মঞ্চে তাঁর নাম ঘোষণা করা হল। সেই অনুষ্ঠানের সঞ্চালক সলমন খান। পঞ্জাব কিংসের অন্যতম মালিক প্রীতি জিন্টা। তাঁর দলের অধিনায়কের নাম ঘোষণা হল সলমনের অনুষ্ঠানে। গত বছর শাহরুখ খানের কলকাতা নাইট রাইডার্সকে আইপিএলে জিতিয়েছিলেন শ্রেয়স। এ বারের আইপিএলের নিলামে তাঁকে কিনে নেয় প্রীতির পঞ্জাব।

অধিনায়ক হয়ে শ্রেয়স বলেন, "দল আমার উপর ভরসা রেখেছে বলে আমি গর্বিত। কোচ রিকি পন্টিংয়ের সঙ্গে কাজ করার জন্য মুখিয়ে আছি। শক্তিশালী দল আমাদের। তারুণ্য এবং অভিজ্ঞতার মিশেল রয়েছে। আমার উপর যে ভরসা দেখানো হয়েছে, সেটার দাম দিতে চাই। দলকে প্রথম আইপিএল ট্রফি এনে দিতে চাই।" রবিবারের অনুষ্ঠানে শ্রেয়সের সঙ্গে ছিলেন যুজবেন্দ্র চহাল এবং শশাঙ্ক সিংহ। তাঁরাও পঞ্জাব কিংসের ক্রিকেটার।

শ্রেয়স অধিনায়ক হওয়ার পর কোচ পন্টিং বলেন, "শ্রেয়সের খেলা সম্পর্কে জ্ঞান জতেহস্ত ভাল। অধিনায়ক হিসাবে ও নিজের ক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছে। আগেও আইপিএলে আমি শ্রেয়সের সঙ্গে কাজ করেছিলাম। উপভোগ করেছিলাম সেই সময়টা। আশা করছি এ বারেও ভাল কাজ হবে। এ বারের আইপিএল নিয়ে খুবই আশাবাদী। শ্রেয়সের নেতৃত্ব এবং দলে যে ধরনের প্রতিভা রয়েছে, তাতে ভাল কিছুই হবে।"

গত বছর আইপিএল জিতেছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। সেই দলের অধিনায়ক ছিলেন শ্রেয়স। ২০২২ সালে তাঁকে অধিনায়ক করেছিল কেকেআর। নিলামের আগে যদিও শ্রেয়সকে ছেড়ে দেয় তারা। নিলামে ২৬ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা দিয়ে শ্রেয়সকে কিনে নেয় পঞ্জাব। সর্বাধিক টাকা পাওয়ার তালিকায় তিনি দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন। ঋষভ পন্থকে ২৭ কোটি টাকা দিয়ে কিনেছিল লখনউ সুপার জায়ান্টস। নিলামে তিনিই সর্বাধিক টাকা পেয়েছিলেন।

২০১৫ সালে আইপিএলে অভিষেক হয় শ্রেয়সের। দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে অভিষেক হয়েছিল তাঁর। ২০২১ সাল পর্যন্ত সেই দলেই ছিলেন শ্রেয়স। নেতৃত্বও দিয়েছিলেন দিল্লিকে। ২০২২ সালে কলকাতায় যোগ দেন। সেখানেও তাঁকে অধিনায়ক করা হয়। এ বার তিনি পঞ্জাবে যোগ দিয়েছিলেন। সেখানেও তাঁর হাতে নেতৃত্বের ভার তুলে দেওয়া হল। আইপিএলে ১১৬ ম্যাচে ৩১২৭ রান করেছেন শ্রেয়স। তাঁর গড় ৩২.২৩।

দলে ফিরলেন উইলিয়ামসন

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য ১৫ জনের দল ঘোষণা করল নিউ জিল্যান্ড। সেই দলে রয়েছেন কেন উইলিয়ামসন। ২০২৩ সালে এক দিনের বিশ্বকাপের পর এই প্রথম এক দিনের দলে ডাক পেলেন তিনি। ভারতের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে হেরে এক দিনের বিশ্বকাপ থেকে বিদায় নিয়েছিল নিউ জিল্যান্ড। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে একই গ্রুপে রয়েছে এই দুই দল।

১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং নিউ জিল্যান্ড একই গ্রুপে রয়েছে। রবিবার সেই প্রতিযোগিতার জন্য দল ঘোষণা করল নিউ জিল্যান্ড। ৩৪ বছরের উইলিয়ামসনকে ফিরিয়ে দলের ব্যাটিংকে শক্তিশালী করল তারা। ২০১৯ সালের এক দিনের বিশ্বকাপে তিনি ছিলেন অধিনায়ক। কিন্তু গত বছর শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজে খেলেননি উইলিয়ামসন। শুধু তিনি নন, ২০২৩ সালের বিশ্বকাপের পর ডেভন কনওয়ে এবং লকি ফার্গুসনও প্রথম বার এক দিনের দলে ডাক পেলেন।

নিউ জিল্যান্ড দলকে নেতৃত্ব দেবেন মিচেল স্যান্টনার। দলের প্রধান স্পিনার তিনি। প্রয়োজনে ব্যাটও করতে পারেন। নিউ জিল্যান্ড বনাম পাকিস্তান ম্যাচ দিয়েই শুরু হবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি প্রতিযোগিতা। করাচিতে হবে সেই ম্যাচ। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নিউ জিল্যান্ডের ম্যাচ ২৪ ফেব্রুয়ারি।

রাওয়ালপিন্ডিতে হবে সেই ম্যাচ। ভারতের বিরুদ্ধে নিউ জিল্যান্ডকে খেলতে হবে দুবাইয়ে। সেই ম্যাচ ২ মার্চ।

নিউ জিল্যান্ড দল: মিচেল স্যান্টনার (অধিনায়ক), ডেভন কনওয়ে, টম লাথাম (উইকেটরক্ষক), রাচিন রবীন্দ্র, উইল ইয়ং, মার্ক চ্যাপম্যান, গ্লেন ফিলিপ্স, ড্যারিল মিচেল, নাথান স্মিথ, লকি ফার্গুসন, বেন সিয়ার্স, উইলিয়াম ও'রুর্ক, ম্যাট হেনরি এবং মাইকেল ব্রেসওয়েল।

১০ জনের ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের কাছে হার আর্সেনালের

৬১ মিনিটের মাথায় দিয়োগো দালত লাল কার্ড দেখার পর মনে হয়েছিল, কোনও ভাবেই জিততে পারবে না ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। কিন্তু পারল তারা। লড়ে জিতল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। ১০ জনে খেলেও আর্সেনালকে হারিয়ে দিল তারা। ম্যান ইউর নায়ক তাদের গোলরক্ষক আলতাই বায়িন্দির। ম্যাচে জোড়া পেনাল্টি সেভ করেন তিনি।

এফএ কাপের ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল দুই বড় দল। আর্সেনালের ঘরের মাঠে শুরু থেকে রক্ষণাত্মক খেলছিল ম্যান ইউ। প্রথমার্ধে তেমন সুযোগ তৈরি করতে পারেনি তারা। ১৯ মিনিটের মাথায় আর্সেনালের গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেলি বল জালে জড়িয়ে দেন। কিন্তু সহকারী রেফারি অফসাইডের পতাকা তোলেন। ফলে গোল বাতিল হয়। গোলশূন্য অবস্থায় বিরতিতে যায় দু'দল।

দ্বিতীয়ার্ধে খেলার গতি বাড়ে। ৫২ মিনিটের মাথায় গ্যাব্রিয়েলের ভুল কাজে লাগান আলেজান্দ্রো গারনাচো। আর্সেনালের বক্সের কাছে তিনি পাস দেন ব্রুনো ফ্রেনান্দেসকে। গোল করতে ভুল করেননি ব্রুনো। এগিয়ে যায় ম্যান ইউ। যদিও তার পরেই ম্যাচে দু'টি বড় ঘটনা ঘটে। দু'টি ক্ষেত্রেই আলোচনার কেন্দ্রে রেফারি অ্যান্ড্রু মেডলে। ৬১ মিনিটের মাথায় ম্যান ইউর দালতকে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড (অর্থাৎ, লাল কার্ড) দেখান তিনি। মাঠ ছাড়তে হয় তাঁকে। তার পরেই গ্যাব্রিয়েলের গোলে সমতা ফেরায় আর্সেনাল।

৬৯ মিনিটের মাথায় ম্যান ইউ বক্সে পড়ে যান কাই হাভের্ৎজ। রেফারি পেনাল্টির নির্দেশ দেন। ডিফেন্ডার হ্যারি ম্যাগুয়েরকে হলুদ কার্ড দেখান তিনি। এই সিদ্ধান্তের পরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়। দু'দলের ফুটবলারদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি হয়। পরে রিপ্লেতে দেখা যায়, নিজেই পড়ে গিয়ে পেনাল্টি আদায় করেছেন হাভের্ৎজ। যদিও সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি আর্সেনাল। অধিনায়ক মার্টিন ওডেগার্ডের শট বাঁচিয়ে দেন বায়িন্দির। তুরস্কের জাতীয় দলের গোলরক্ষক এই ম্যাচে দুর্দান্ত ফুটবল খেলেছেন। শুধু পেনাল্টি বাঁচানো নয়, তার পরেও বেশ কয়েকটি ভাল সেভ করেছেন তিনি। ১২০ মিনিটের খেলায় আর গোল হয়নি। মরিয়া ডিফেন্স করে ইউনাইটেড। খেলা গড়ায় টাইব্রেকারে।

টাইব্রেকারে ম্যান ইউর হয়ে ব্রুনো, আমাদ দিয়ালো, লেনি ইয়োরো, লিসান্দ্রো মার্তিনেস ও জোশুয়া জিরকি গোল করেন। কিন্তু আর্সেনালের হাভের্ৎজের শট বাঁচিয়ে দেন বায়িন্দির। এক বার পিছিয়ে পড়ে টাইব্রেকারে আর ফিরতে পারেনি আর্সেনাল। হেরে মাঠ ছাড়তে হয় তাদের।

জাতীয় দলে ফিরতে মরিয়া শ্রেয়স, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে বার্তা নির্বাচকদের

জাতীয় দলে অনেক দিন সুযোগ পাননি শ্রেয়স আয়ার। কোনও ফরম্যাটেই খেলেননি। তাঁর শৃঙ্খলা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিল, যে কারণে কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বাদ পড়েছিলেন। সব ব্যর্থতা, বিতর্ক ভুলে জাতীয় দলে আবার সুযোগ পেতে মরিয়া শ্রেয়স। নির্বাচকেরা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল বেছে নেওয়ার আগে তাঁদের বার্তা দিয়ে রাখলেন।

২০২৩-এর বিশ্বকাপে ৫০০-র উপর রান ছিল শ্রেয়সের। সেমিফাইনালে শতরান করেছিলেন। তার পরেও ফর্ম হারানো এবং শৃঙ্খলাজনিত কারণে বাদ দেওয়া হয় তাঁকে। তবে সম্প্রতি ঘরোয়া ক্রিকেটে সীমিত ওভারের ক্রিকেটে ভাল খেলার কারণে নির্বাচকদের নজরে রয়েছেন তিনি। শ্রেয়স জাতীয় দলে ফেরার জন্য যে কোনও জায়গায় ব্যাট করতে তৈরি।

একটি সাক্ষাৎকারে পঞ্জাব কিংসের নতুন অধিনায়ক বলেছেন, "অবশ্যই জাতীয় দলে ফিরতে চাই। ব্যাটিং পজিশন নিয়েও ভাবছি না। যে কোনও জায়গায় ব্যাট করতে তৈরি। বিশ্বকাপের একটা ম্যাচে কেএলের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ একটা জুটি গড়েছিলাম। দারুণ মরসুম ছিল সেটা। তবে শেষ ধাপে (ফাইনাল) এসে আমরা পরিকল্পনা ঠিকঠাক কাজে লাগাতে পারিনি। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে আমাকে নেওয়া হলে সেটা খুব গর্বের মুহূর্ত হবে।"

শেষ বার ২০২৪-এর অগস্টে ভারতের হয়ে খেলেছিলেন শ্রেয়স। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজের দলে সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনটি ম্যাচে মাত্র ৩৮ রান করেছিলেন তিনি।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল ঘোষণা রসিদদের

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য ১৫ জনের দল ঘোষণা করল আফগানিস্তান। দলে ফিরলেন ইব্রাহিম জাদরান। তাঁর গোড়ালিতে চোট ছিল। তবে চোট সারিয়ে জাদরান ফিরলেও আফগানিস্তান পাবে না স্পিনার মুজিব উর রহমানকে। তবে দলে তাঁর বদলে জায়গা করে নিয়েছেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্রাক্তন স্পিনার আল্লা গজনফর।

আফগান দলকে নেতৃত্ব দেবেন হসমতুল্লা শাহিদি। দলে রয়েছেন তারকা স্পিনার রশিদ খান। রয়েছেন প্রাক্তন অধিনায়ক মহম্মদ নবি। দলে রয়েছেন জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে নজর কাড়া সেদিকুল্লা অটল। তিন ম্যাচের সিরিজে একটি শতরান এবং একটি অর্ধশতরান করেছিলেন তিনি। আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান মিরওয়াসিস আশরফ বলেন, "২০২৩ সালের এক দিনের বিশ্বকাপে ভাল খেলেছিল দল। ২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে উঠেছিল। এই দুই প্রতিযোগিতায় ভাল ফল আত্মবিশ্বাসী বৃদ্ধি করেছে দলের। এ বারেও তাই ভাল ফলের আশা করা হচ্ছে।"

আফগানিস্তানের গ্রুপে রয়েছে ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকা। এর মধ্যে ইংল্যান্ড এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার তাদের দেশের বোর্ডকে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচ না খেলার অনুরোধ করেছে। যদিও ইংল্যান্ড বোর্ড জানিয়ে দিয়েছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে তারা আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে খেলবে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে আফগানিস্তানের প্রথম ম্যাচ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে। ২১ ফেব্রুয়ারি করাচিতে হবে সেই ম্যাচ। ২৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলবে আফগানিস্তান। গ্রুপের শেষ ম্যাচও সেই মাঠেই। ২৮ ফেব্রুয়ারি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে লাহোরে খেলবে তারা।

আফগানিস্তান দল: হসমতুল্লা শাহিদি (অধিনায়ক), ইব্রাহিম জাদরান, রহমতুল্লা গুরবাজ (উইকেটরক্ষক), সেদিকুল্লা অটল, রহমত শাহ, ইকরাম আলিখিল, গুলবদিন নইব, আজমাতুল্লা ওমারজাই, মহম্মদ নবি, রশিদ খান, আল্লা গজনফর, নুর আহমেদ, ফজলহক ফারুকি, ফারিদ মালিক এবং নাভিদ জাদরান।

ঘরোয়া ক্রিকেটে দলবদল জমজমাট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। একে একে জে সি সি ক্লাব ছাড়ছেন ক্রিকেটাররা। এর আগে নিরুপম সেন, কৌশল আচার্য-রা জে সি সি ছেড়েছিলেন। এবার দল ছাড়লেন রঞ্জি ক্রিকেটার শুভম ঘোষ। যোগ দিলেন ও পি সি-তে। ঘরোয়া ক্রিকেটের দলবদলের নবম দিনে। বুধবার দলবদলের অংশ নেন ১৯ জন ক্রিকেটার। এছাড়া এদিন জে সি সি ছেড়ে শতদল সঙ্ঘে গেছেন বিপিন কুমার শর্মা এবং ব্লাড মাউথ ক্লাবে সই করেছেন রিমন সাহা। কসমোপলিটন ক্লাবে সই করেছেন ব্লাড মাউথ ক্লাবের আফতাব চৌধুরী ও হার্ভের রোহিত ঘোষ। চলমান সঙ্ঘে সই করেছেন স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের লক্ষণ পাল, ইউ বি এস টির দীপাঞ্জন ভৌমিক। ৯ দিনে মোট ১৩৬ জন ক্রিকেটার দল বদলে অংশ নিয়েছেন।

বিলোনিয়ায় অনূর্ধ-১৫ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। উদ্বোধন আগামীকাল। উদ্বোধনী ম্যাচে ইংলিশ মিডিয়াম কোচিং সেন্টার খেলবে সোনাপুর কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে। নর্থ বিলোনিয়া স্কুল মাঠে হবে ম্যাচটি। মহকুমা ক্রিকেট সংস্থার উদ্যোগে। আজ থেকে শুরু হবে অনূর্ধ ১৫ লিগ কাম নক আউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। এবছর আসরে অংশ নিয়েছে ৯ টি দল: 'এ' গ্রুপে রয়েছে আমজাদ নগর প্লে সেন্টার, বিদ্যাপীঠ কোচিং সেন্টার, রাঙ্গামুড়া কোচিং সেন্টার, 'বি' গ্রুপে রয়েছে স্বামী বিবেকানন্দ স্পোর্টস ক্লাব, আর্য্য কলোনি কোচিং সেন্টার, ইশান চন্দ্র নগর প্লে সেন্টার, 'সি' গ্রুপে রয়েছে ইংলিশ মিডিয়াম কোচিং সেন্টার, সোনাপুর কোচিং সেন্টার এবং বি কে আই প্লে সেন্টার। প্রতি গ্রুপ থেকে দুটি করে দল সুপার লিগে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে। ২৭ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে সুপার লীগের খেলা। সুপার লিগ থাকে ৪ টি দল সেমি ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পাবে। ১ এবং ২ ফেব্রুয়ারি হবে আসলে দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ চার ফেব্রুয়ারি হবে ফাইনাল ম্যাচ। উদ্বোধনী ম্যাচে জয় পেতে দু দলই বুধবার শেষ প্রস্তুতি সেরে নেয় বলে জানা গেছে।

অবাধ্য' পৃথ্বীর নতুন বার্তা

আইপিএলে দল পাননি পৃথ্বী শ। বাদ পড়েছেন মুম্বই দল থেকেও। তাঁর ফিটনেস নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বার বার। তাই সমাজমাধ্যমেই নিজের ফিটনেসের প্রমাণ দেওয়ার চেষ্টা করলেন তিনি। তাতে যদিও কোনও দলে তাঁর ফেরার সম্ভাবনা তৈরি হওয়া কঠিন।

সমাজমাধ্যমে জিমের ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন পৃথ্বী। সেখানে তাঁকে সাইক্লিং করতে দেখা যাচ্ছে। গায়ে রয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালসের জার্সি। যদিও সেই দল তাঁকে আর রাখেনি। আইপিএলের নিলামের আগে পৃথ্বীকে ছেড়ে দেয় দিল্লি। নিলামে তাঁকে কেনেনি তারা। অন্য কোনও দলও পৃথ্বীকে কেনেনি। অবিক্রিত থেকে যান ভারতীয় ব্যাটার।

পৃথ্বীর প্রধান সমস্যা তাঁর ফিটনেস। কিছু দিন আগে মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার এক কর্তা পৃথ্বীর ফিটনেস নিয়ে বলেছিলেন। বিজয় হজারের দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল মুম্বইয়ের ওপেনারকে। মুম্বইয়ের অইর কর্তা বলেছিলেন, 'সৈয়দ মুস্তাক আলিতে ১০ জন ফিল্ডারে খেলতে হত আমাদের। পৃথ্বীকে জোর করে লুকিয়ে রাখতাম। বল ওর পাশ দিয়ে গেলেও ধরতে পারত না। ব্যাটিংয়ের সময়েও দেখতাম কী ভাবে বলের কাছে পৌঁছতে ওর সমস্যা হচ্ছে।

টিএফএ-র খেলো ইন্ডিয়া ফুটবলের ফিরতি লীগের প্রথম দিনে ছয়টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শুরু হলো ফিরতি লীগের খেলা। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত খেলো ইন্ডিয়া অস্মিতা ফুটবল লিগ টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় লীগ তথা ফিরতি লীগের প্রথম দিনে দুই সাব ডিভিশনে বয়স ভিত্তিক দুটো টুর্নামেন্টে তিনটি করে ছয়টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজধানীর উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনূর্ধ ১৩ বয়স ভিত্তিক বিভাগের টুর্নামেন্টে পানিসাগর স্থিত ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল ১১-০ গোলের বিশাল ব্যবধানে অক্সিলিয়ান গার্লস স্কুলকে পরাজিত করেছে। বিজয়ী দলের পক্ষে থাম্পুই ডারলং একাই পাঁচটি গোল করেছে। এছাড়া, জুহিনা চাকমা ও লালমুয় রিয়াং দুটি করে এবং অপর্ণা মলসুম ও ঋত্তিকা দেবনাথ একটি করে গোল করেছে। অপর খেলায় ফুলু জানু অ্যাথলেটিক ক্লাব ৬-০ গোলের ব্যবধানে নবোদয় সংঘ কে পরাজিত করেছে। বিজয়ী দলের পক্ষে সুশীলা উড়াং এবং সখিনা উড়াং দুটি করে গোল করেছে। এছাড়া রেশমি উড়াং ও আযেনী উড়াং একটি করে গোল করেছে। দিনের তৃতীয় খেলায় সীমনা স্পোর্টিং ক্লাব দুই-এক গোলের ব্যবধানে মৌচাক ক্লাবকে পরাজিত করেছে। বিজয়ী স্পোর্টিং ক্লাবের পক্ষে খাসরাংফি জমাতিয়া একাই দুটি গোল করেছে। মৌচাকের রিঙ্কি দাস একটি গোল করে ব্যবধান কমিয়েছে। এদিকে, ধর্মনগরের তিলথই এ রূপচরণ স্কুল গ্রাউন্ডে অনূর্ধ। ১৭ বয়স বিভাগের খেলায় ফুটবল ক্লাব ৪-০ গোলের ব্যবধানে হুড়ুয়া ফুটবল ক্লাব কে পরাজিত করেছে। বিজয়ী দলের পক্ষে আমিনা বেগম, সীমা উড়াং, সুস্মিতা উড়াং ও কুন্তী ওড়াং প্রত্যেকে একটি করে গোল করেছে। এছাড়া, বালিছড়া বনাম পানিসাগর হলিক্রস স্কুল এবং যুবরাজ নগর ও হাফলংছড়া ফুটবল ক্লাবের ম্যাচ দুটি গোলশূন্য অবস্থায় ড্র তে নিষ্পত্তি হয়েছে। চারটি দলই এক এক করে পয়েন্ট ভাগ করে নিয়েছে।

আয়ারল্যান্ডকে হারিয়ে সিরিজ মন্ধানাদের

এক ম্যাচ বাকি থাকতেই আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজ জিতল ভারতের মহিলা দল। দ্বিতীয় এক দিনের ম্যাচে বড় জয় পেল ভারত। আয়ারল্যান্ডকে ১১৬ রানে হারালেন স্মৃতি মন্ধানারা। জেমাইমা রদ্রিগেস, হরলীন দেওলদের ব্যাটে রেকর্ড গড়ল ভারত।

রাজকোটের মাঠে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে দুর্দান্ত শুরু করেন ভারতের দুই ওপেনার মন্ধানা ও প্রতীকা রাওয়াল। হরমনপ্রীত কউর না থাকায় এই ম্যাচে ভারতের অধিনায়কত্ব করেন মন্ধানা। দু'জনেই আক্রমণাত্মক ব্যাট করছিলেন। ওপেনিং জুটিতে ১৯ ওভারে ১৫৬ রান তোলে ভারত। দুই ওপেনারই অর্ধশতরান করেন। ৫৪ বলে ৭৩ রান করে আউট হন মন্ধানা। পরের ওভারেই ফেরেন প্রতীকা। তিনি করেন ৬৭ রান।

দুই ওপেনার আউট হলেও ভারতের রান তোলার গতি কমেনি। তৃতীয় উইকেটে হরলীন ও জেমাইমা জুটি বাঁধেন। সেই জুটিই ভারতকে ৩০০ পার করায়। আয়ারল্যান্ডের কোনও বোলার তাঁদের সমস্যায় ফেলতে পারেননি।

তিন নম্বরে নিজের জায়গা ক্রমশ পাকা করছেন হরলীন। এই ম্যাচে শতরান করার সুযোগ ছিল তাঁর। ৮৯ রান করে আউট হন তিনি। হরলীন সুযোগ হারালেও জেমাইমা শতরান করেন। ১০২ রানে আউট হন তিনি। আয়ারল্যান্ডের বোলারেরা অতিরিক্ত হিসাবে ২৫ রান দেন। ৫০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ৩৭০ রান করে ভারত। মহিলাদের এক দিনের ক্রিকেটে এটি কোনও ম্যাচে করা ভারতের সর্বোচ্চ রান। ৩৭১ রান তাড়া করা কঠিন ছিল। আয়ারল্যান্ডের হয়ে তিন নম্বরে নামা কুল্টার রেইলি ছাড়া বাকি কেউ বড় রান করতে পারেননি। রেইলি ৮০ রান করেন। বাংলার তিতাস সাধুর বলে আউট হন তিনি। সারা ফোর্বস ৩৮ ও লরা ডেলানি ৩৭ রান করেন। ৫০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ২৫৪ রান করে আয়ারল্যান্ড। ১১৬ রানে জেতে ভারত। দীপ্তি শর্মা তিনটি ও প্রিয়া মিশ্র দু'টি উইকেট নেন। একটি করে উইকেট নেন তিতাস ও সাহালি সাতঘারে।

ভারতে ঘরোয়া ওয়ানডে ক্রিকেটে নয়া ইতিহাস ১৪ বছরের ইরার

মহিলাদের ঘরোয়া ক্রিকেটে নতুন ইতিহাস লিখলেন মুম্বইয়ের ইরা যাদব। মহিলাদের অনূর্ধ-১৯ ওয়ানডে ক্রিকেট টুর্নামেন্টে সে করল ৩৪৬ রান। বল নিল মাত্র ১৫৭টি। যার সৌজন্যে রেকর্ড ৫৬৩ রান করে মুম্বই।

ইরার বয়স মাত্র ১৪ বছর। কিন্তু ব্যাট হাতে যে রেকর্ড গড়ল, তা ঠাঁই পেয়েছে ইতিহাসের পাতায়। সীমিত ওভারের ঘরোয়া ক্রিকেটে পুরুষ মহিলা নির্বিশেষে আর কেউ এত রান করতে পারেনি। সেটা করে দেখাল মুম্বইয়ের ওপেনার। মেঘালয়ের বিরুদ্ধে ব্যাট করতে নেমে অপরাজিত রইলেন। মারলেন ৪২টি চার, ১৬টি ছয়। শেষ পর্যন্ত ১৫৭ বলে করলেন ৩৪৬ রান। ৫০ ওভারে মুম্বইয়ের রান উঠল ৫৬৩। সেটাও রেকর্ড। বিসিসিআই আয়োজিত কোনও টুর্নামেন্টে আজ পর্যন্ত এত রান কোনও দল করতে পারেনি। জবাবে মেঘালয় মাত্র থেমে যায় ১৯ রানে। অর্থাৎ ৫৪৪ রানের বিপুল ব্যবধানে জয় পায় মুম্বই।

ইরার এবার নাম ছিল -এও। কিন্তু কোনও দল তাকে কেনেনি। উল্লেখ্য, ইরা শ্রদ্ধাশ্রম বিদ্যামন্দিরের ছাত্রী।

যেখান থেকে উঠে এসেছেন শচীন তেণ্ডুলকর, বিনোদ কাম্বলি, অজিত আগরকরের মতো ক্রিকেটাররা। ম্যাচের পর ইরা জানায়, "আমার আদর্শ জেমাইমা রদ্রিগেজ। যেভাবে ও দলের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করে, সেটা আমার ভালো লাগে।' ঘটনাচক্রে এদিন জেমাইমার প্রথম সেঞ্চুরিতে ভর করে ওয়ানডে ক্রিকেটে সর্বকালের সর্বোচ্চ রান তুলেছেন স্মৃতি মান্ধানারা।

মুম্বইয়ের অনুশীলনে রোহিত, রঞ্জি খেলবেন ভারত অধিনায়ক? প্রস্তুতি মুম্বইয়ের নেতার সঙ্গে

অনুশীলনে নেমে পড়লেন রোহিত শর্মা। মুম্বইয়ের রঞ্জি দলের সঙ্গে অনুশীলন করছেন তিনি। মঙ্গলবার তাঁকে দেখা গেল ওয়াংখেড়েতে অজিঙ্ক রাহানেদের সঙ্গে অনুশীলন করতে। রঞ্জিতে মুম্বইয়ের পরবর্তী ম্যাচ জম্মু-কাশ্মীরের বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচে খেলতে দেখা যাবে রোহিতকে? অস্ট্রেলিয়ায় ব্যর্থতার পর ভারতীয় দলের কোচ গৌতম গম্ভীর সকলকে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে বলেছিলেন। সেই কথা মেনে রোহিত কি নামবেন রঞ্জি খেলতে? ২০১৫ সালের পর মুম্বইয়ের হয়ে আর খেলেননি তিনি। শেষ ম্যাচ খেলেছিলেন উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার ওমকার সালভির তত্ত্বাবধানে অনুশীলন করলেন রোহিত। সপ্তাহের শেষে রঞ্জির গ্রুপ পর্বের শেষ দুই ম্যাচের জন্য দল ঘোষণা করবে মুম্বই। সেখানে রোহিতকে রাখা হয় কি না সেই দিকে নজর থাকবে সকলের।

টেস্ট ক্রিকেটে রোহিতের জায়গা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ খেলেননি। পরের তিনটি ম্যাচ মিলিয়ে ৩১ রানের বেশি করতে পারেননি। শেষ ম্যাচে আবার বসে যান তিনি। অধিনায়ক হয়েও জায়গা ছেড়ে দেন দলের স্বার্থে। তার পরেই রোহিত টেস্ট থেকে অবসর নেবেন বলে শোনা যায়। যদিও তিনি নিজে জানিয়ে দেন যে, অবসর নিচ্ছেন না।

রবিবার ভারতীয় বোর্ডের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন রোহিত। সেখানে ছিলেন কোচ গৌতম গম্ভীর এবং প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকার। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে হারের কারণ জানতে চান বোর্ডের কর্তারা। তার পরেই মঙ্গলবার রোহিত মুম্বই দলের সঙ্গে অনুশীলনে নেমে পড়লেন। আগামী দিনে সেই দলের হয়ে রঞ্জি খেলবেন কি?

বুমরাহকে বিরাট সার্টিফিকেট গিলক্রিস্টের

বর্ডার গাভাসকর ট্রফিতে ভারতের বিপর্যয়ের মধ্যে 'একা কুম্ভ' জশপ্রীত বুমরাহ। অজি ব্যাটিংয়ের কোমর ভেঙেছেন, দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। প্রয়োজনে ব্যাট হাতেও সামাল দিয়েছেন। সিরিজ শেষ হয়ে গেলেও বুমরাহকে নিয়ে প্রশংসা থামছে না। যেমন গিলক্রিস্ট মনে করেন, ভারতীয় পেসার ব্র্যাডম্যানকে 'ছিঁড়ে যেত'। এমনকী ব্র্যাডম্যানেরও গড় কমে যেত।

ভারত সিরিজ হারলেও ৩২টি উইকেট নিয়ে তিনি সিরিজের সেরা। তাঁর নেতৃত্বে পারথে জয়ও এসেছিল। আবার দরকারের সময় উইকেট তুলে নিয়েছেন তিনি। বলতে গেলে, একমাত্র তাঁকে নিয়েই চিন্তিত হয়েছে অজি ব্যাটাররা। সেখানে তাঁর গড় ১৩.০৬।

সেই বুমরাহকে বিরাট সার্টিফিকেট দিলেন গিলি। প্রাক্তন অজি উইকেটকিপারের বক্তব্য, "ওকে আমি কোনও নাম্বার দেব না। ও যেভাবে ক্রিকেট খেলে, তার জন্য কোনও নাম্বারই যোগ্য নয়।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

রাজ্যের বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও বিকশিত ত্রিপুরা গড়ে তোলা ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি : রাজ্যের বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও বিকশিত ত্রিপুরা গড়ে তোলা। প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সর্বাত্মক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে রাজ্যের উন্নয়নের কাজ এগিয়ে চলেছে। আজ বিধানসভায় রাজ্যপালের ভাষণের উপর আনা ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। তিনি বলেন, রাজ্যের উন্নয়নের বিষয়ে যখনই কোন প্রয়োজন হয়েছে তখনই কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের জনগণের কল্যাণে উদার মানসিকতা নিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। গত আগস্ট মাসের রাজ্যের ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যের নাগরিকদের সহযোগিতায় খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এই ভয়াবহ বিপর্যয় পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। এজন্য মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনের সকল স্তরের কর্মচারি, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, রাজনৈতিক দলসমূহ এবং দলমত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে রাজ্যে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে। মহিলাদের উপর সংঘটিত অপরাধ গত বছরের তুলনায় ৮.৪৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। রাজ্যে এন্টি হিউম্যান ট্রাফিকিং ইউনিট চালু করা হয়েছে। গত ৩ বছরে রাজ্যের বিভিন্ন থানায় এনডিপিএস সংক্রান্ত ১,৬৬৫টি মামলা নথিভুক্ত হয়েছে। এখন পর্যন্ত ২,৬৯৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত বছর মোট ৮৬৭ কোটি ৪৩ লক্ষ ৫২ হাজার ৭৬৩ টাকার নেশাসামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে রাজনৈতিক হিংসার ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার মহিলাদের ক্ষমতায়ণের লক্ষ্যে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে। গত বাজেটে মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনা নামে একটি প্রকল্প চালু করা হয়েছে। মহিলাদের টিএসআর ব্যাটেলিয়ানে জওয়ান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। সরকারি চাকুরিতে ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষিত করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যে ৯টি মহিলা থানা চালু করা হয়েছে।

বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, রাজ্যে বর্তমানে ৯১,৮৭১ জন লাখপতি দিদি রয়েছেন। রাজ্যের স্বসহায়ক দলের দিদিদের সশক্ত করতে সরকার ৭৪৬.৮ কোটি টাকার ফান্ড প্রদান করেছে। ২০১৮ সালের পর ১৪৬৫.৮১ কোটি টাকার ব্যাঙ্ক লোন দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো আগের তুলনায় অনেক উন্নত হয়েছে। ফলে রাজ্যের রোগীদের চিকিৎসার জন্য বাইরে যাওয়ার প্রবণতা এবং প্রয়োজনীয়তা অনেক কমেছে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি পরিষেবার ক্ষেত্রটিও উন্নত হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জনজাতি গোষ্ঠীর সামাজিক অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নকে একটি অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করে রাজ্য সরকারের উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি উন্নয়ন যোজনায় ২,০৭৩ জন সুবিধাভোগীকে উপার্জনশীল কাজ হাতে নেওয়ার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী রাবার মিশনে ২৩, ১৭৭ হেক্টর রাবার বাগানের জন্য ২৮,১৪৯ জন সুবিধাভোগী উপকৃত হয়েছেন।

বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, রাজ্যপালের ভাষণে সরকারি উদ্যোগ, নীতি ও কর্মসূচি প্রতিফলিত হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে যেসকল কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিস্তারিত আলোচনা করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে "মুখ্যমন্ত্রী স্যাটেলাইট টাউন ডেভেলপমেন্ট স্কিম" এবং "মুখ্যমন্ত্রী নগর উন্নয়ন প্রকল্প" চালু করেছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহিলাদের সেলাই প্রশিক্ষণ শেষে শংসাপত্র তুলে দিলো এসবিআই এর রয়েল সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ইনস্টিটিউট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ১৫ জানুয়ারি : বুধবার কুমারঘাটে মহিলাদের সেলাই প্রশিক্ষণ শেষে শংসাপত্র তুলে দিলো এসবিআই এর রয়েল সেলফ এমপ্লয়মেন্ট ইনস্টিটিউট। এদিন আধিকারিকরা জানান মহিলাদের আত্মনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যেই এই ধরনের প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল।

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রযোজনা এবং রাজ্য সরকারের স্থাপনায় ও ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজ্যের বেকারদের স্ব-নির্ভর করে তোলা ও কর্মসংস্থানের লক্ষে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এসবিআই রেষ্টির কুমারঘাট শাখা। বিভিন্ন বিষয়ের উপর বেকারদের প্রশিক্ষন দিয়ে আত্মনির্ভর করে তোলাই এর মূল উদ্দেশ্য।

এই লক্ষে কুমারঘাটের এসবিআই রেষ্টির প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মহিলাদের টেইলারিং কোর্সে প্রশিক্ষণ শেষে মঙ্গলবার পরিক্ষার পর মহিলাদের হাতে শংসাপত্র তুলে দিলো এসবিআই রেষ্টির কুমারঘাট শাখা। শাখার ডিরেক্টর অসিম কুমার দাস জানান, বেকার ছেলেমেয়েরা এই প্রশিক্ষণ নিয়ে যাতে আগামী দিনে স্ব-নির্ভর হতেপারে তার লক্ষেই বিনামূল্যে এই প্রশিক্ষনের আয়োজন। শংসা পত্র হাতে পেয়ে এক যুবতী বধু জানায়, বিনামূল্যে এই প্রশিক্ষন নিয়ে ভবিষ্যতে স্ব-নির্ভর হবার সুযোগ মিলেছে যা আগামী দিনে অনেকটাই সহায়ক হবে।

মহাকুম্ভের মাঝেও রেকর্ড ভিড় গঙ্গাসাগর মেলায়, দাবি প্রশাসনের

গঙ্গাসাগর, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.) : গতবারের রেকর্ড ভাঙল এবারের গঙ্গাসাগর মেলা। মেলায় এখনও পর্যন্ত ১ কোটি ১০ লক্ষ তীর্থযাত্রী এসেছেন। এরমধ্যে সবথেকে বেশী তীর্থযাত্রী এসেছেন উত্তর প্রদেশ, বিহার, হরিয়ানা ও প্রতিবেশী দেশ নেপাল থেকে। মাঘী পুর্ণিমা পর্যন্ত পুণ্যস্নান চলবে আরও বহু তীর্থযাত্রী গঙ্গাসাগরে আসবেন বলে জানান রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। মেলায় আসা তীর্থযাত্রীর মধ্যে এখনও পর্যন্ত ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে যার মধ্যে ৪ জনই উত্তর প্রদেশের বাসিন্দা। মোট ৯ জনকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে কলকাতার একাধিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

মেলার শেষদিনেও কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা নিয়ে সোচ্চার হন অরূপ বিশ্বাস। একহাত নেন সুকান্ত মজুমদারকেও। রাজ্য এই মেলা নিয়ে কেন্দ্রের সাথে কোনও যোগাযোগ করেনি বলে সুকান্ত মজুমদার মন্তব্য করেন, তাঁর পরিপ্রেক্ষিতেই পালটা আক্রমণ অরূপ বিশ্বাসের। তিনি বলেন রাজ্যে সদস্য সংগ্রহ অভিযানে সাফল্য না পাওয়াতে তাঁর মাথা ঠিক নেই। এর পাশাপাশি কুম্ভ মেলায় উত্তর প্রদেশের বিনিয়োগ ও আয় নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মন্ত্রী জানান, ভোটের কথা মাথায় রেখে আমরা এই মেলার আয়োজন করি না। সরকার সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে মেলার আয়োজন করে। সবকিছুতেই লাভ খোঁজার প্রয়োজন নেই বলে জানান তিনি। সবার প্রচেষ্টায় গঙ্গাসাগর মেলা পুরোপুরি সুশৃঙ্খল ও নিরাপদ এবং দেশের মধ্যে একমাত্র পরিবেশবান্ধব মেলা বলে দাবি রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের। মেলায় প্লাস্টিক ও থার্মোকলের ব্যবহার পুরোপুরি নিষিদ্ধ। পরিবর্তে জুট ও কাগজের ব্যবহার করা হয়েছে। প্লাস্টিক বোতল কাটার জন্য ৪টি মেশিন রয়েছে বলেও জানান তিনি। মেলা প্রাঙ্গনে ১০০টি সৌরবিদ্যুত চালিত আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সমুদ্রতট সবসময় পরিষ্কার রাখার জন্য ৩ হাজার কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। জীবানুমুক্ত করতে ১ লক্ষ ৫৩ হাজার লিটার পরিবেশবান্ধব জীবানু স্প্রে করা হয়েছে।

মেলায় আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নেও কড়া মনোভাব ছিল রাজ্যের। মোট ১৩ হাজার পুলিশ কর্মী নিয়োগ করা হয়েছিল। এখনও পর্যন্ত ৪৫৫টি পকেটমারির ঘটনা ঘটলেও ৪৩২টি ক্ষেত্রে খোয়া যাওয়া জিনিস উদ্ধার করা হয়েছে। বিভিন্ন অপরাধে মোট ৮৯৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মেলায় এসে নিখোঁজের সংখ্যা ৬৬৩২ জন, যার মধ্যে ৬৬২৭ জনকে উদ্ধার করে তাঁদের পরিবারের কাছে পাঠানো হয়েছে।

কমলপুরে শুরু হল দুদিনব্যাপী ১৫১তম পৌষ সংক্রান্তি মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১৫ জানুয়ারি : কমলপুর মহকুমার প্রত্যন্ত ভারত - বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত লাগুয়া পর্বতে শিববাড়ি শিব মন্দিরে বুধবার থেকে শুরু হল দুদিনের ১৫১ তম পৌষ সংক্রান্তি মেলা।

কমলপুরের প্রত্যন্ত ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত লাগুয়া পর্বতে অবস্থিত শিববাড়ী মন্দির। প্রতি বছর পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে দুদিনব্যাপী শিবপূজা ও মেলা বসে। এবার ১৫১তম শিব পূজা ও মেলা। বুধবার ১৫১ তম পূজা ও মেলা প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে উদ্বোধন করেন রাজ্যের রাষ্ট্র মন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ধলাই জেলার জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুস্মিতা দাস, জেলা পরিষদের সদস্য সন্তোষ কুমার দাস, দুর্গা চৌমুহনী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ভানু প্রতাপ লোদী, সালেমা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান ননী গোপাল কর, বিশিষ্ট সমাজসেবী মেরী দেববর্মা, পরিতোষ পাল প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এলাকার প্রবীন ব্যক্তি তারিনী দেববর্মা। অনুষ্ঠানে ৫০ জন দু:স্থ পরিবারকে সুরমা বিধায়িকা স্বপ্না দাস পাল শীত বস্ত্র প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উদ্বোধক মন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা বলেন, পূজা ও মেলাকে কেন্দ্র করে শত শত মানুষ আসছে। দেখতে দেখতে এবার ১৫১ তম পা দিয়েছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে এই শিব পূজা ও মেলার জন্য শিববাড়ী পূজা প্রাঙ্গন উন্নত করা প্রয়োজন। মন্ত্রী আরো বলেন, মঞ্চে যেহেতু জেলা পরিষদের সভাধিপতি, দুর্গা চৌমুহনী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান আছেন আমি আশা করব আগামী বছর মন্দির প্রাঙ্গন আরো সুন্দর ভাবে সেজে উঠবে। তাছাড়া, মন্দিরের পাশে যে গ্রাম গুলি আছে সেই গ্রাম গুলির মানুষ জীবন যাত্রার জন্য রাস্তা ঘাট, পানীয় জল, বিদ্যুতের ব্যবস্থা করে দিতে পারি অবশ্যই এলাকার ও মন্দিরের চিত্র পাল্টিয়ে যাবে। মন্দিরে আসা দর্শনার্থীরা বলেন, প্রতি বছর এখানে এসে শিব মন্দিরে পূজা দিতে আসি। পূজার পর মেলা ঘুরে কেনাকাটা করে ফিরে যাই। অনেকে মানত পূজা দিতে এসে ভীড় জমায়।

২ লক্ষাধিক টাকার নেশা সামগ্রী সহ দুজনকে আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি: গোপন সূত্রেরভিত্তিতে এক বাড়িতে অভিযান চালিয়ে শুকনো গাঁজা, ৩০০ কৌটা হেরোইন সহ নগদ ১৯ হাজার টাকা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে এনসিসি থানার পুলিশ। সাথে দুইজনকে আটক করা হয়েছে। যার বাজারমূল্য আনুমানিক দুই লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানান এনসিসি থানার ওসি সুশান্ত দেব। এনসিসি থানার ওসি সুশান্ত দেব জানিয়েছেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে থানায় খবর আসে খেজুর বাগান এলাকায় লোকনাথ রায়ের বাড়িতে প্রচুর পরিমাণ নেশা সামগ্রী মজুত রয়েছে। সেই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে লোকনাথ রায়ের বাড়ি থেকে শুঁকনো গাঁজা, ৩০০ কৌটা হেরোইন, নগদ ১৯ হাজার টাকা এবং একটি মোবাইল উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। সাথে বাড়ির মালিককে আটক করা হয়েছে। তার স্বীকারোক্তির মূলে দীপঙ্কর রায় নামে আরও একজনকে আটক করা হয়েছে। তাদের পুলিশ রিমান্ড আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানান তিনি।

এনসিসি থানার পুলিশের হাতে বাজেয়াপ্ত ৬ লক্ষ টাকার সাউন্ড বক্স

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি : গতকাল রাতে আগরতলা মধ্যভুবনবন, চানমারি, বরজলা, রামনগর সহ বেশ কয়েকটি জায়গা থেকে লাউড স্পিকার বক্স বাজেয়াপ্ত করেছে এনসিসি থানা পুলিশ।

প্রসঙ্গত, সুপ্রিমকোর্টের বেঁধে দেওয়া সময়ের থেকে বেশি অর্থাৎ রাত ১০ টার পরেও রাজধানী শহরের বিভিন্ন এলাকায় ডিজে বক্স বাজানো অব্যাহত থাকে। প্রশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে এভাবে অনেকেই ডিজে সন্ত্রাস চালায়। যার কারণে পারিপার্শকি জনগণের অসুবিধা হয়। তাই পুলিশে অভিযোগ জানায় তারা।

এনসিসি থানার ওসি সুশান্ত দেব জানিয়েছেন, রাত দুটো তিনটে অব্দি উচ্চস্বরে সাউন্ড বাজানো হচ্ছিল বলে আশেপাশে জনগণ থানায় অভিযোগ জানায়। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে এনসিসি থানার পুলিশ গিয়ে সাউন্ড বক্স বাজেয়াপ্ত করে। ওই লাউড স্পিকার বক্সগুলির বাজার মূল্য ৬ লক্ষ টাকার উপর হবে বলেও জানান তিনি।

ন্যায্য বেতনের দাবিতে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালের সাফাই কর্মীদের কর্মবিরতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি : ন্যায্য বেতনের দাবিতে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালের সাফাই কর্মীরা কর্মবিরতি পালন করেছেন। তাঁদের দাবি, অতিসত্বর বকেয়া বেতন পরিশোধ করার হোক। জনৈক সাফাই কর্মী জানিয়েছেন, বর্তমানে ১১ হাজার টাকার বেতনে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে অনেক সাফাইকর্মী কাজে নিযুক্ত আছেন। কিন্তু গত তিন মাস ধরে তাদের বেতন নিয়ে তালবাহানা করছেন ঠিকেদার। এবিষয়ে ঠিকেদারের সাথে যোগাযোগ করা হলে এক সপ্তাহের মধ্যে বেতন দেওয়ার কথা দিয়েছিলেন। কিন্তু এক সপ্তাহ অতিক্রম হলেও তাঁদের বকেয়া বেতন পরিশোধ করা হচ্ছে না। এর ফলে তাঁরা আর্থিক দিক দিয়ে সমস্যায় পড়েছেন, জানান তিনি। তাই বকেয়া বেতন প্রদানের দাবিতে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালের সাফাই কর্মীরা আজ কর্মবিরতি পালন করেছেন। তাঁদের দাবি, অতিসত্বর বকেয়া বেতন পরিশোধ করার হোক।

আদিবাসী শিক্ষার্থীদের উপর হামলা নিন্দনীয় ও দুর্ভাগ্যজনক: ঐক্য পরিষদ

ঢাকা, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.): ঢাকার পাঠ্যপুস্তক ভবনের সামনে বিক্ষোভরত আদিবাসী শিক্ষার্থীদের উপর দিন দুই আগে যে হামলা হয়েছে, তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ।

সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথ বুধবার এক বিবৃতিতে জানান, নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক থেকে 'আদিবাসী' শব্দযুক্ত জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের চিত্রকর্ম বা গ্রাফিতি বাদ দেওয়ার প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। দেশের যে কোনও নাগরিকের বিক্ষোভের অধিকার প্রকৃত অর্থে গণতান্ত্রিক অধিকার এবং তা গণ-অভ্যুত্থানের চেতনা সংরক্ষনের সাথে সংগতিপূর্ন। এহেন চেতনা সংরক্ষনের দাবিতে গড়ে ওঠা শান্তিপূর্ন বিক্ষোভের উপর হামলা নিঃসন্দেহে নিন্দনীয় ও দুর্ভাগ্যজনক এবং তা বিক্ষোভকারীদের ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপের সামিল, যা বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তিকে ক্ষুন্ন করবে। বিবৃতিতে হামলায় আহতদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানানো হয়েছে।

মালদায় তৃণমূল নেতা খুনে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ

মালদা, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.): মালদায় তৃণমূল নেতা খুনের ঘটনায় ২৪ ঘণ্টা পর এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ। তবে খুনের ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত জাকির শেখ এখনও ফেরার।

পুলিশ সূত্রের খবর, ধৃতর নাম শেখ হামজা। মঙ্গলবারই সন্দেহভাজন হিসেবে ধৃতকে আটক করেছিল পুলিশ। দীর্ঘ জেরার পর বুধবার বিকেলে তাকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃত হামজা তৃণমূল নেতা জাকির শেখের অনুগামী হিসেবে পরিচিত। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার সকালে কালিয়াচকের নয়াবস্তি এলাকায় নিজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটি রাস্তার শিলান্যাস করতে গিয়েছিলেন তৃণমূল নেতা বকুল শেখ। সেখানেই প্রথমে গুলি, তারপরে হাঁসুয়া দিয়ে উপর্যুপুরি কোপ এবং সব শেষে পাথর জাতীয় ভারী বস্তু দিয়ে মাথায় আঘাত করে মৃত্যু নিশ্চিত করে আততায়ীরা!

ফেরারি অভিযুক্তর খোঁজে তল্লাশি চালাতে ইতিমধ্যে মালদার আমবাগানে স্নিফার ডগ নামিয়েছে পুলিশ। তল্লাশি চালানো হচ্ছে ড্রোন ক্যামেরার সাহায্যেও।

মেদিনীপুর স্যালাইন কাণ্ড এসএসকেএম-এ তিন প্রসূতির অবস্থা সঙ্কটজনক

কলকাতা, ১৫ জানুয়ারি (হি.স.): মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে স্যালাইন কাণ্ডে অসুস্থ হওয়া তিন প্রসূতিকে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। তাঁদের শারীরিক অবস্থা এখনও সঙ্কটজনক।হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, মিনারা বিবি (সি সি ইউ ১৩)—য়, মাম্পি সিং (সি সি ইউ ১৪)—য় এবং নাসরিন খাতুন (আই টি ইউ ৩)—এ এই তিন প্রসূতির চিকিৎসা চলছে। মাম্পি সিং এবং নাসরিন খাতুনকে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছে। মাম্পি সিং এখনও ভেন্টিলেশন সাপোর্টে রয়েছেন, এবং নাসরিন খাতুনকে ভেন্টিলেশন থেকে বের করার চেষ্টা চলছে, যদিও তিনি এখনও ভেন্টিলেশনে আছেন। মিনারা বিবিকে অক্সিজেন সাপোর্ট দেওয়া হচ্ছে। তিনজনের অবস্থাই স্থিতিশীল নয়।চিকিৎসার অংশ হিসেবে মাম্পি সিং এবং মিনারা বিবির সিটি স্ক্যান করা হবে। নাসরিন খাতুনের প্রতিদিন ডায়ালিসিস করা হচ্ছে। জানা গেছে, তিনজনেরই ডায়ালিসিসের প্রয়োজন হচ্ছে। তাঁদের চিকিৎসার জন্য মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছেএবং তাদেরপরামর্শঅনুযায়ী চিকিৎসা চলছে।এসএসকেএম হাসপাতালের এমএসভিপি প্রফেসর (ড.) পীযূষ কুমার রায় এবং এএমএস ড. অমিত মজুমদার এই চিকিৎসার তত্ত্বাবধান করছেন।প্রসঙ্গত, মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে স্যালাইন ব্যবহারের পর এই তিন প্রসূতির শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে।

সেকেরকোটে শুরু হল চিড়ে মুড়ি উৎসব ও শিশু মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি: বিবেকানন্দ মেমোরিয়াল ট্রাস্টের পক্ষ থেকে সেকেরকোট নিউ ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় শুরু হয়েছে তিন দিনব্যাপী চিড়ে মুড়ি উৎসব ও শিশু মেলা। বুধবার এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই মেলার শুভ উদ্বোধন করা হয়।

রাজ্যের সৃষ্টি ও সংস্কৃতি রক্ষায় অভিনব উদ্যোগ নিলো বিবেকানন্দ মেমোরিয়াল ট্রাস্ট। বহুকাল ধরে গ্রামগঞ্জে চিরে-মুড়ি বাঙালির পরম্পরা ও ঐতিহ্য বহন করে আসছে। নতুন চালের পিঠে পুলি,পায়েস, চিড়ে মুড়ি বাঙালি সংস্কৃতির প্রধান উপজীব্য।একসময় কিশোর থেকে বৃদ্ধ প্রায় সকলেরই প্রিয় ছিলো। বর্তমান যুগের কচিকাঁচা শিশুর ফাস্টফুটের দিকে আকর্ষণ একটু বেশি। বাঙালির ঐতিহ্যবাহী কৃষ্টি ও সংস্কৃতি পরম্পরা বজায় রাখতে বিবেকানন্দ মেমোরিয়াল ট্রাস্টের পক্ষ থেকে সেকেরকোট নিউ ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় তিন দিনব্যাপী চিড়ে মুড়ি উৎসব ও শিশু মেলার আয়োজন করা হয়।

বুধবার এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই মেলার শুভ উদ্বোধন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান সমীর রঞ্জন ঘোষ, ডুকলি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন বুলন সাহা, সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রদীপ ভৌমিক, সম্মানিত অতিথি ডাক্তার আশিস কুমার বৈদ্য রিজনাল ডেপুটি ডাইরেক্টর এমটিটি কলেজ, মধুমিতা চৌধুরী রাজ্য মহিলা কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান তাছাড়া এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী ও বিশেঢ ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত ছিলেন।

এই অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন দীপক লস্কর প্রধান অতিথির ভাষণে সমীর রঞ্জনঘোষ বলেন বিবেকানন্দ ট্রাস্টের এই ধরনের উদ্যোগ সত্যি প্রশংসনীয় । শিশুরা হলো আগামীর ভবিষ্যৎ তাই প্রত্যেকটা শিশুকে বাঙালির কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সামনে বাঙালির পরম্পরা বজায় রাখা আমাদের প্রত্যেকের নৈতিক দায়িত্ব।

মাইবাঙে উকাপা স্বশাসিত পরিষদের সিইএম-এর হাতে উদ্বোধিত ডিমাসা হেরিটেজ মিউজিয়াম

হাফলং (অসম), ১৫ জানুয়ারি (হি.স.) : অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাওয়ের এক ঐতিহাসিক স্থান মাইবাং। মাইবাংঙে রয়েছে ইতিহাস বিরজিত এক পাথরের ঘর অর্থাৎ রণচণ্ডী মন্দির এবং ডিমাসা রাজার রাজবাড়ি। এই মাইবাংঙে এবার নতুন সংযোজন হলো ডিমাসা হেরিটেজ মিউজিয়াম-এর।

মাইবাং শহরের খাসমাইপুরে নবনির্মিত ডিমাসা হেরিটেজ মিউজিয়ামের উদ্বোধন করেছেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্য্যনির্বাহী সদস্য দেবোলাল গার্লোসা। আজ বুধবার ডিমাসা হেরিটেজ মিউজিয়ামের উদ্বোধন করে দেবোলাল গার্লোসা বলেন, ডিমাসা জনগোষ্ঠীর এক প্রচীন ঐতিহ্য ও কৃষ্টি-সংস্কৃতি রয়েছে। অসমের বিভিন্ন প্রান্তে ডিমাসা রাজত্বের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ডিমাসা জনগোষ্ঠীর কৃষ্টি-সংস্কৃতি প্রাচীন কৃষ্টিকলাকে সংরক্ষিত করে রাখতেই এই ডিমাসা হেরিটেজ মিউজিয়াম নির্মাণ করা হয়েছে।

তিনি বলেন, ডিমাসা কলা-কৃষ্টি-সংস্কৃতি নিয়ে কোনও ছাত্র বা কেউ অধ্যয়ন করতে চাইলে তা করতে পারবে। কারণ এখানে একটি রিসার্স সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে বলে জানিয়ে তিনি ঘোষণা করেন, মাইবাঙে যেভাবে ডিমাসা হেরিটেজ মিউজিয়াম নির্মাণ করা হয়েছে, ঠিক সেভাবে জাটিঙ্গায় ডিমা হাসাও জেলার বিভিন্ন উপজাতি জনগোষ্ঠীরও হেরিটেজ মিউজিয়াম নির্মাণ করা হবে।

দেবোলাল গার্লোসা উপস্থিত সাংবাদিকদের বলেন, গত আট বছরে ডিমা হাসাও জেলায় শান্তি ও প্রগতির পাশাপাশি যে সব উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে তা সকলেই জানেন। তাই ভবিষ্যতে পাহাড়ি জেলায় শান্তি ও উন্নয়নের ধারা যাতে অব্যাহত থাকে এই লক্ষ্যে আগামী ১৭ জানুয়ারি হাফলং এনএল দাওলাগাপু স্পোর্টস কমপ্লেক্স-এ বিজেপির এক বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে। সিইএম দেবোলাল বলেন, এই সমাবেশে প্রায় ৩০ হাজার মানুষের সমাগম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

উল্লেখ্য, আজ বুধবার মাইবাং খাসমাইপুরে উদ্বোধিত ডিমাসা হেরিটেজ মিউজিয়াম পর্যটকদের জন্য অন্যতম এক ভ্রমণস্থল হিসেবে পরিগণিত হবে বলে মনে করা হচ্ছে। আজকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদের অধ্যক্ষ মোহিত হোজাই, পরিষদের কার্য্যনিবাহী সদস্য প্রবীতা জহরি, মনজিৎ নাইডিং প্রমুখ বহুজন।

বিধানসভার অন্তিম দিনেও দাবি অনড় রেখে গান্ধীর পাদদেশে বিক্ষোভ টিএসএফ-র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জানুয়ারি : ককবরক ভাষায় রোমান হরফের ব্যবহারের দাবিতে পুনরায় মহাকরণের সামনে বিক্ষোভে সামিল হয়েছে টিএসএফ। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ তাদের আটক করে অরুন্ধুতিনগর পুলিশ গ্রাউন্ডে নিয়ে যায়।

প্রসঙ্গত, আজ বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনের শেষ দিন। বিধানসভা অধিবেশনের প্রথম দিনেই ককবরক ভাষা রোমান হরফের দাবিতে সার্কিট হাউজে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে বিক্ষোভ দেখিয়েছে টিএসএফ। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সংগঠনের এক কর্মী জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে বাংলার পাশাপাশি রোমান হরফে প্রশ্নপত্র তৈরি করার দাবি জানিয়ে আসা হচ্ছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত সরকারের তরফ থেকে সমস্যা সমাধানের কোনো উদ্যাগে নেওয়া হয়নি। বিশেষ করে ছাত্র ছাত্রীদের বাংলা লিপিতে লেখার জন্য চাপের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। ত্রিপুরা বিধানসভায় যেন তাদের এই ইস্যু সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে তাদের এই আন্দোলন বলে জানিয়েছেন তিনি।

ভারপ্রাপ্ত মুদ্রক ও প্রকাশক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।